ISSN-0971-8435

যোজনা

ধনধান্যে

মার্চ ২০১৭ | উন্নয়নমূলক মাসিক পত্রিকা | ₹ ৩০

বিশেষ সংখ্যা

বাজেট ২০১৭-১৮

এবারের কেন্দ্রীয় বাজেট : খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা
এন. আর. ভানুমূর্তি ও এ. শ্রীহরি নায়াডু

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০১৭-১৮ : একটি পর্যালোচনা
চরণ সিং

আর্থিক সমীক্ষা ও অর্থনীতির সাম্প্রতিক প্রবণতা
রবীন্দ্র এইচ. ঢোলাকিয়া

বাজেট, কর্মসংস্থান ও শিল্পবৃদ্ধি
অরূপ মিত্র

বিশেষ নিবন্ধ
নয়া অবতারে রেল বাজেট
অরুণেন্দ্র কুমার

ফোকাস
কেন্দ্রীয় বাজেট ২০১৭-১৮ : পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব
কৃষ্ণ দেব

বৎসরান্তিক উল্লেখ গ্রন্থ “India 2017” ও “भारत 2017”-এর আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করলেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী

কেন্দ্রীয় শহরাঞ্চল উন্নয়ন, আবাসন ও শহরাঞ্চলে দারিদ্র্য দূরীকরণ মন্ত্রক এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের মন্ত্রী শ্রী এম. বেঙ্কাইয়া নাইডু; তৎসহ তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী কর্নেল রাজ্যবর্ধন রাঠোর (অবসরপ্রাপ্ত), AVSM; সচিব (তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক), শ্রী অজয় মিত্তাল; সচিব (পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান), শ্রী পরমেশ্বর আইয়ার; যুগ্ম সচিব (তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক), শ্রী মিহির কুমার সিং এবং অতিরিক্ত মহানির্দেশক, ড. সাধনা রাউত।

সম্প্রতি প্রকাশন বিভাগের বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ প্রকাশনা, বৎসরান্তিক উল্লেখ গ্রন্থ “India 2017” এবং “भारत 2017”-এর আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন কেন্দ্রীয় শহরাঞ্চল উন্নয়ন, আবাসন ও শহরাঞ্চলে দারিদ্র্য দূরীকরণ মন্ত্রক এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের মন্ত্রী শ্রী এম. বেঙ্কাইয়া নাইডু। বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশের অগ্রগতির এক সামগ্রিক সারসংক্ষেপ তুলে ধরার জন্যই সমধিক পরিচিত এই বৎসরান্তিক উল্লেখ গ্রন্থের প্রকাশের এ হল একষট্টিতম বছর। বইটিতে তেত্রিশটি অধ্যায় জুড়ে উন্নয়নের সমস্ত দিক সংক্রান্ত তথ্য-পরিসংখ্যান সংকলিত করা হয়েছে; গ্রামীণ থেকে শহরাঞ্চলীয়, শিল্প থেকে পরিকাঠামো, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, শিল্পকলা ও সংস্কৃতি, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, প্রতিরক্ষা, শিক্ষা ও গণ-সঞ্চার ইত্যাদি। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শ্রী নাইডু বলেন, “India 2017” নির্ভুলতার আতশকাচের তলায় দেশকে যাচাই করে ভারত সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্য-সহ জ্ঞানের রত্নভাণ্ডার বিশেষ। তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা, বিশ্বাসযোগ্যতা এবং আস্থাযোগ্যতাকে তিনি এই সরকারের হলমার্ক বলে আখ্যাত করেন।

অনুষ্ঠানে “India 2017” এবং “भारत 2017”-এর বৈদ্যুতিন তর্জমার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করে শ্রী নাইডু বলেন, এই “e-version” সর্বাধুনিক প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ তথা সেরা আন্তর্জাতিক মানের সুনিশ্চয়তা দিচ্ছে। Social media-তে সহজেই ‘share’ করার উপযোগী তো বটেই, পাশাপাশি উন্নত সঞ্চারের জন্য এতে Hyperlinks, Highlighting, Book marking, Interactivity ইত্যাদির মতো এক গুচ্ছ পাঠক-বান্ধব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এর অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ‘Searchable content’, “Referencing’, সুনিশ্চিত ‘Back up’ ও ‘Retrieval’ তথা সাবলিলভাবে পাঠ উপযোগী। এই বৈদ্যুতিন প্রকাশনাটি বহুল ব্যবহৃত ‘ePUB’ ফরম্যাট-এ পাওয়া যাচ্ছে, যা ট্যাবলেট, কম্পিউটার, ই-রিডার্স এবং স্মার্ট ফোনের মতো যাবতীয় ডিভাইস-এ ব্যবহারযোগ্য।

প্রকাশন বিভাগ যে অনলাইন ডিজিট্যাল গ্রন্থাগার তৈরি করেছে, মন্ত্রী এদিন সেটিরও আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। সাড়ে সাতশোরও বেশি গ্রন্থের সংগ্রহ সমৃদ্ধ এই গ্রন্থাগারে প্রকাশন বিভাগের বই গ্যালারিতে অনলাইন অভ্যাগতরা বিভাগের নানা ধরনের প্রকাশনা বিনামূল্যে ব্রাউজিং-এর সুযোগ পাবেন। মন্ত্রী তার বক্তৃতায় উল্লেখ করেন সরকারের ডিজিট্যাল প্রয়াসকে সার্থকভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রকাশন বিভাগ তাদের ৭৫০-এরও বেশি প্রকাশিত গ্রন্থকে ডিজিট্যাল ফরম্যাট-এ উপস্থাপিত করেছে। এখন দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নির্ধারিত, ২০১৭-এর মার্চ মাসের শেষ নাগাদ এক হাজার বই ডিজিট্যাল ফরম্যাট-এ প্রকাশের প্রকল্প লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে প্রস্তুতি চালাচ্ছে। দেশের বহু ভাষাভাষী জনসংখ্যার বিষয়টি স্মরণ করিয়ে মন্ত্রী বলেন তরুণ প্রজন্মের কাছে পৌঁছাবার জন্য আমাদের সমস্ত জাতীয় ভাষাতেই বই, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া জরুরি।

গোটা দেশে ছড়িয়ে থাকা প্রকাশন বিভাগের আটটি বিক্রয়কেন্দ্র ও তিনটি আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে তথা বিভাগের অনুমোদিত বিক্রয় প্রতিনিধিদের মাধ্যমে ৩৫০ টাকা মূল্যের এই বইটি বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়েছে। উল্লেখিত বিক্রয়কেন্দ্র ও অনুমোদিত বিক্রয় প্রতিনিধিদের তালিকা প্রকাশন বিভাগের ওয়েবসাইট (www.publicationsdivision.nic.in)-এ পাওয়া যাচ্ছে। kolkatase.dpd@gmail.com এই মেল অ্যাড্রেসে ই-মেল পাঠিয়েও বইটির কপি বুক করা যেতে পারে। প্রকাশন বিভাগের ওয়েবসাইটে গিয়ে “Bharatkosh portal”-এর মাধ্যমেও বইটি সংগ্রহ করা সম্ভব।

বইয়ের ২৬৩ টাকা মূল্যের “e-version” মিলবে Amazon.in, Google Play Books এবং Kobo.com-এর মতো প্রথম সারির বৈদ্যুতিন-বাণিজ্য প্যাটফর্ম থেকে।❑

মার্চ, ২০১৭

যোজনা

পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক

ধনধান্যে

প্রধান সম্পাদক : **দীপিকা কাচ্ছাল**

সম্পাদক : **রমা মন্ডল**

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৮ এসপ্লানেড ইস্ট
কলকাতা-৭০০ ০৬৯

ফোন : (০৩৩) ২২৪৮-২৫৭৬

গ্রাহক মূল্য : ২৩০ টাকা (এক বছরে)
৪৩০ টাকা (দু-বছরে)
৬১০ টাকা (তিন বছরে)

ওয়েবসাইট : www.publicationsdivision.nic.in
www.facebook.com/bengaliyojana

প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব, ভারত সরকারের নয়।

পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বানান আমাদের নয়।

- এই সংখ্যায় — ৩
- এই সংখ্যা প্রসঙ্গে — ৪

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

- এবারের কেন্দ্রীয় বাজেট : খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা — এন. আর. ভানুমূর্তি ও এ. শ্রীহরি নায়াডু — ৫
- কেন্দ্রীয় বাজেট ২০১৭-'১৮ : একটি পর্যালোচনা — চরণ সিং — ৯
- আর্থিক সমীক্ষা ও অর্থনীতির সাম্প্রতিক প্রবণতা — রবীন্দ্র এইচ. ঢোলাকিয়া — ১৬
- বাজেট, কর্মসংস্থান ও শিল্পবৃদ্ধি — অরূপ মিত্র — ২০
- বাজেট প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী — — ২৪
- বাজেট প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী — — ২৫
- নয়া-উন্নয়ন ধাঁচ : কৃষিক্ষেত্র, গ্রাম ভারত এগোচ্ছে আরও সাফল্যের দিকে — নীরেন্দ্র দেব — ২৬
- স্বাস্থ্য বাজেট : বরাদ্দ বেড়েছে বেশ — রাজীব আহুজা — ৩০
- এক নজরে বাজেট ২০১৭-'১৮ — ডি. এস. মালিক — ৩৪

বিশেষ নিবন্ধ

- নয়া অবতারে রেল বাজেট — অরুণেন্দ্র কুমার — ৪০

ফোকাস

- কেন্দ্রীয় বাজেট ২০১৭-'১৮ : পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব — কৃষ্ণ দেব — ৪৬

নিয়মিত বিভাগ

- যোজনা ক্যুইজ — সংকলক : রমা মন্ডল — ৫২
- যোজনা নোটবুক — —ওই— — ৫৪
- জানেন কি? — সংকলক : ভাটিকা চন্দ্রা — ৫৮
- যোজনা ডায়েরি — সংকলক : চন্দ্রিমা সিনহা — ৬০

এই সংখ্যা প্রসঙ্গে

বাজেট : লক্ষ্য উন্নততর ভারত

একগুচ্ছ অনিশ্চয়তার বাতাবরণের মধ্যে পেশ হয়েছে এ বছরের কেন্দ্রীয় বাজেট। বিমুদ্রীকরণের ধাক্কা, পণ্য ও পরিষেবা কর চালু করা নিয়ে টানাপোড়েন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রশাসনিক পালাবদল ইত্যাদির জেরে বাজেট পেশের পুরো প্রক্রিয়াটিই বড়োসড়ো চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। ছকে বাঁধা গৎ থেকে বেরিয়ে এ বছরের বাজেটে এমন কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে যার দরুন একে এক ঐতিহাসিক বাজেটের তকমা দেওয়া যায়। চিরাচরিত রীতি ভেঙ্গে ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ দিনটির পরিবর্তে বাজেট পেশ করা হয়েছে পয়লা ফেব্রুয়ারি তারিখে। প্রথাগতভাবে আলাদা করে পেশ না করে রেল বাজেটকে সাধারণ বাজেটের সঙ্গেই মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনা ব্যয় এবং পরিকল্পনা-বহির্ভূত খাতে ব্যয়—এইভাবে শ্রেণি বিভাজনের রীতির ব্যতিক্রম ঘটানো হয়েছে এ বছরের কেন্দ্রীয় বাজেট।

বিমুদ্রীকরণের পর ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সব মানুষকেই বেশ আর্থিক অনটনজনিত দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাতে হয়। কাজেই সাধারণ মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে কিছু না কিছু পদক্ষেপ এই বাজেটে নেওয়া হবে বলে ধরেই নেওয়া হয়েছিল। গরিব মানুষজন, গ্রাম-ভারত এবং কৃষকদের বাজেটের কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির ঘোড়াকে জোরকদমে ছোটাতে দীর্ঘমেয়াদি অ্যাজেন্ডার উপর ফোকাস করার মধ্যে দিয়ে সরকারের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রগুলিকে প্রতিবিম্বিত করার ধারাবাহিকতা বজায় আছে এই বাজেটে। নয়ারূপের এক কর্মশক্তিতে ভরপুর সাফসুতরো ভারত গড়ে তোলার সার্বিক উদ্দেশ্য নিয়ে এবারের বাজেটে বিবিধ দিক থেকে সম্মিলিত উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গ্রামোন্নয়ন, কৃষি, পরিকাঠামো, দক্ষতা বিকাশ, উৎপাদন শিল্প এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির উপর বিশেষ জোর দিয়ে অর্থনীতির যাবতীয় ক্ষেত্রে নজর দেওয়া হয়েছে।

কৃষক এবং গ্রামীণ জনসংখ্যা স্থান পেয়েছে অগ্রাধিকারের তালিকার শীর্ষে। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে ভারতীয় কৃষকদের উপার্জন দ্বিগুণ করতে বেশ কিছু পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। কৃষি-ঋণ বণ্টনের পরিমাণ বাড়িয়ে ১০ লক্ষ কোটি টাকা করা হয়েছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে কৃষকদের বাঁচাতে ৪০ শতাংশ শস্যচাষ এলাকাকে "প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা"-র আওতায় আনার তথা দীর্ঘমেয়াদি সেচ তহবিলের পরিমাণ বাড়িয়ে ৪০ হাজার কোটি টাকা করা হয়েছে।

যোজনা

গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ এবং জীবনধারণের প্রাথমিক সুযোগ-সুবিধার মানোন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে গ্রামের বিপুল সংখ্যাক তরুণ-তরুণীর দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য একগুচ্ছ কর্মোদ্যোগের ঘোষণা করা হয়েছে। ভারতের ফ্ল্যাগশিপ কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্প, মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইন (MGNREGA)-এ এযাবৎ কালীন সবচেয়ে বেশি অর্থ, ৪৮ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তিনশোর বেশি অনলাইন কোর্স-সহ 'স্বয়ম' প্রকল্প চালু এবং 'সংকল্প' প্রকল্পের আওতায় যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে বাজারের চাহিদাভিত্তিক দক্ষতার বিকাশের জন্য প্রশিক্ষণ খাতে ৪ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বিশ্বের দক্ষতা-রাজধানী তকমায় ভারতকে ভূষিত করতেই এই উদ্যোগ। "মিশন অন্ত্যোদয়"-এ এক কোটি মানুষ তথা ৫০ হাজার গ্রাম পঞ্চায়েতকে দারিদ্র্যের কবলমুক্ত করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এগুলি ছাড়াও আরও একগুচ্ছ উদ্যোগের মধ্যে গ্রামোন্নয়নের প্রতি সরকারের বাড়তি নজরের ছবিটা ধরা পড়েছে। আগামী পয়লা মে, ২০১৮-এর মধ্যে দেশের ১০০ শতাংশ গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। উন্মুক্ত শৌচাগার-মুক্ত গ্রামগুলিতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নলবাহিত জল সরবরাহের বন্দোবস্ত করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। "প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা"-র আওতায় গ্রাম-ভারতের জীবনরেখা হিসাবে চিহ্নিত গ্রামীণ-সড়ক নির্মাণের গতি বাড়াতে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে দিন প্রতি ১৩৩ কিলোমিটার।

মজবুত পরিকাঠামো ব্যবস্থা যে কোনও অর্থনৈতিক উন্নতির প্রাথমিক ভিত্তি। একথা মাথায় রেখেই সংশ্লিষ্ট খাতে এযাবৎ কালীন সর্বোচ্চ ৩.৯৬ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দের সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জাতীয় পরিবহণ হিসাবে পরিচিত রেলওয়ে খাতেও যাত্রী সুরক্ষা, পরিচ্ছন্নতা এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে বিশেষ নজর দিয়ে একইভাবে এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি, ১.৩ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দের নজির গড়া হয়েছে। জমি-বাড়ি-ফ্ল্যাটের মতো স্থাবর সম্পত্তি (Real estate)-কারবারকে উৎসাহ জোগাতে আবাসন ক্ষেত্রকে 'পরিকাঠামো'-এর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে তথা ব্যবসা-বাণিজ্য করার স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির লক্ষ্য নিয়ে একগুচ্ছ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ৯০ শতাংশেরও বেশি FDI (প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ) অন্তঃপ্রবাহ বর্তমানে সরাসরি রাস্তায় আসার সূত্রে "Foreign Investment Promotion Board" (FIPB) তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, ক্ষুদ্র উদ্যোগকে উৎসাহ জোগাতে বছরে ৫০ কোটি টাকার কম ব্যবসা করে এমন কোম্পানির ক্ষেত্রে কর্পোরেট আয়কর কমিয়ে ২৫ শতাংশ ধার্য করা হয়েছে।

ভারত নেট (Bharat Net) খাতে ১০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ, আধার পে (AADHAAR Pay) চালু, সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত ইস্যুগুলির মোকাবিলায় বিশেষ কর্মীবাহিনী (Special Task Force) গঠন ইত্যাদি পদক্ষেপের মাধ্যমে দেশকে এক ডিজিট্যাল অর্থনীতিতে বদলে ফেলার প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতার ঝলক দেখা যাচ্ছে।

তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, কালো টাকা উদ্ধার এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সাফসুতরো করতে রাজনৈতিক দলগুলিকে ব্যক্তিগত অনুদানের ঊর্ধ্বসীমা মাথাপিছু ২ হাজার টাকা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এর বেশি পরিমাণ অনুদান কেবল মাত্র চেক কেটে, ডিজিট্যাল পেমেন্টের মাধ্যমে বা ইলেকট্রোরাল বন্ড হিসাবে দেওয়া যাবে।

অতি সংক্ষেপে বলা যায়, দেশের ব্যবস্থায় (System) অধিকতর স্বচ্ছতা আনতে, দুর্নীতি কমাতে তথা দ্রুততর অর্থনৈতিক বৃদ্ধির অভীষ্ট লক্ষ্যপূরণে সরকারের স্বদিচ্ছার ঝলক চোখে পড়ছে ২০১৭-'১৮ অর্থবছরের বাজেটে। সকলের মুখে হাসি ফোটানোর লক্ষ্যের দিকে এ হল এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া।❑

এবারের কেন্দ্রীয় বাজেট : খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা

*এবার বাজেটে দেখা গেছে তিন তিনটি বড়ো পরিবর্তন। রেল বাজেট মিশে গেছে কেন্দ্রীয় বাজেটের সঙ্গে। বাজেট পেশ এগিয়ে আনা হয়েছে এক মাস। যোজনা ও যোজনা-বহির্ভূত ব্যয়ে ভেদরেখার অবসান। বাজেটের আগে ঘটে গেছে দু'টি বড়ো রদবদল। বিমুদ্রায়ন বা ৫০০ ও ১০০০ টাকার পুরোনো নোট বাজার থেকে তুলে নেওয়া। পণ্য ও পরিষেবা বিল পাস। বাজেটের উপর এ দুই পরিবর্তনের প্রভাবই মূলত এই নিবন্ধটির উপজীব্য। লিখেছেন—***এন. আর. ভানুমূর্তি** ও **এ. শ্রীহরি নায়াডু***

সংবিধানের ১১২, ১১৩, ১১৪(৩) ও ১১০(ক) ধারা মোতাবেক বাজেট পেশ করতে ভারত সরকার দায়বদ্ধ। আগে, এটা ছিল এক প্রস্তাবিত ব্যালান্স শিট বা জমা-খরচের বিস্তারিত বিবরণ। আজকাল সরকার বড়োসড়ো নীতি ঘোষণা করতে বাজেটকে কাজে লাগায়, বিশেষত কর প্রস্তাবের ক্ষেত্রে। বিগত কয়েক বছরে, প্রতি বছরই বাজেটে রদবদল এসেছে অনেক অনেক। এবারও দেখা গেছে তিন তিনটি বড়ো পরিবর্তন : রেল বাজেট মিশে গেছে কেন্দ্রীয় বাজেটের সঙ্গে; বজেট পেশ এগিয়ে আনা হয়েছে এক মাস; এবং যোজনা ও যোজনা-বহির্ভূত ব্যয়ে ভেদরেখার অবসান। এসব বদলের সুবাদে আগেকারগুলির সঙ্গে এ বাজেটের তুলনা করার অবকাশ কম। তার আগে অবশ্য কোন পটভূমিতে এই বাজেট পেশ তা বোঝাটা অবশ্য গুরুত্বপূর্ণ। বাজেটের আগে ঘটে গেছে দু'টি বড়ো অদলবদল : বিমুদ্রায়ন বা ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাজার থেকে তুলে নেওয়া এবং পণ্য ও পরিষেবা বিল পাস। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, আমেরিকা ও ইউরোপে বিশ্বায়নবিরোধী ঝোঁক, অশোধিত তেলের দাম চড়া এবং বিশ্ব অর্থনীতির ঢিমেতালে চাঙ্গা হওয়াটা ভারতের অর্থনীতিতে অনিশ্চয়তার ছায়া ফেলেছে অনেকখানি।

এহেন অনিশ্চয়তার মাঝে, বাজেট নিয়ে জমেছিল প্রত্যাশার পাহাড় ধরেই নেওয়া হয়েছিল যে কর্মসংস্থান বাড়াতে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য ব্যবস্থা থাকবে। বাজেটটি বোঝা এবং সেই সঙ্গে অর্থনীতিতে এর প্রভাব খতিয়ে দেখার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এখানে। অর্থমন্ত্রীর কথায়, এবারের বাজেটের এজেন্ডা হল "TEC India" (Transform, Energise and Clear India—অর্থাৎ ভারতকে বদলাও, শক্তি জোগাও ও স্বচ্ছ কর)।

"বাজেটের আগে ঘটে গেছে দু'টি বড়ো অদলবদল : বিমুদ্রায়ন বা ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাজার থেকে তুলে নেওয়া এবং পণ্য ও পরিষেবা বিল পাস। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, আমেরিকা ও ইউরোপে বিশ্বায়নবিরোধী ঝোঁক, অশোধিত তেলের দাম চড়া এবং বিশ্ব অর্থনীতির ঢিমেতালে চাঙ্গা হওয়াটা ভারতের অর্থনীতিতে অনিশ্চয়তার ছায়া ফেলেছে অনেকখানি।"

চলতি সমষ্টিগত অর্থনৈতিক ধারা

কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান কার্যালয়ের অনুমান, ২০১৬-'১৭-এ ভারতের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (আগাম হিসেব)-এর বিকাশ হার দাঁড়াবে ৭.১ শতাংশ। কার্যালয় অবশ্য নিজেই স্বীকার করেছে, এই আগাম হিসেবে, বিমুদ্রায়নের প্রভাব ধরা হয়নি। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে, বিমুদ্রায়নের দরুন মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন কমবে ১ থেকে ২ শতাংশ। অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের মধ্যে, ভালো বর্ষার সুবাদে কৃষিক্ষেত্রে বাম্পার ফলনের আশা করা হচ্ছে। পরিষেবা ক্ষেত্রে বিকাশ হার দাঁড়াবে ৯ শতাংশের মত। শিল্পে বিকাশ হবে ৫.২ শতাংশ (সারণি-১ দ্রষ্টব্য)। গত ডিসেম্বরে ক্রেতা মূল্য সূচক ভিত্তিক মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে ৩.৪ শতাংশ, যা কিনা রিজার্ভ ব্যাংক নির্দেশিত লক্ষ্যের ঢের নিচে। বাণিজ্য ক্ষেত্রে, আমদানি ও রপ্তানি দুইই কমছে, এ এক উদ্বেগের হেতু বৈকি। ২০১৬-'১৭-এ প্রথম ৬ মাসে চলতি হিসাবে ঘাটতি অনেক নেমে দাঁড়ায় ০.৩ শতাংশ। রাজস্ব আয় বাড়ছে। এপ্রিল-ডিসেম্বর রাজস্ব ঘাটতি লক্ষ্যমাত্রার ৮৬ শতাংশ ছুঁয়েছে বলে হিসেব করা হচ্ছে। এর ভিত্তিতে আশা করা যায় ২০১৬-'১৭-এ রাজকোষ বা সরকারি কোষ ঘাটতি ৩.৫ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রায় আটকে রাখা যাবে।

ব্যাংকিং ক্ষেত্রে, নোট বাতিলের পর, টাকা জমা বেশি পড়ায়, ঋণ ও আমানতে ব্যাংকগুলি সুদের হার কমিয়েছে। এর ফলে বাড়বে ঋণের চাহিদা এবং সেই বিকাশ হার যাবে বেড়ে। লগ্নির (মোট স্থায়ী মূলধন গঠন) বিকাশ বর্তমানে ০.২ হওয়াটা উদ্বেগের এক হেতু। Centre for Monitoring

Indian Economy-র তথ্য মোতাবেক নোট নাকচের ৫০ দিন আগে ও পরে ঘোষিত নতুন প্রকল্পের সংখ্যা ২২৭ থেকে ব্যাপক কমে দাঁড়িয়েছে ১৭৭।

বাজেটের উল্লেখযোগ্য দিক

গত বছর দেউলিয়া বিধি, আধার, পণ্য ও পরিষেবা করের মতো সংস্কারের পর, এবার বাজেট বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরও কিছু নীতি পরিবর্তন করেছে।

● **সাবেক ক্ষেত্র :**

তিনটি পর্যায়ে চাষি সমস্যার মুখে পড়ে—বীজ বোনার আগে, ফসল কাটার সময় এবং ফসল তোলার পর। চাষের সময় তার লাগে ঋণ, সার ও সেচ। ফলনের সময় খরা বা বন্যার আশঙ্কা এবং ক্ষয়ক্ষতি বাঁচাতে বিমার সুরক্ষা। ফসল তোলার পর তা বিক্রি, ন্যায্য দাম মেলার অনিশ্চয়তা। গত বছরে জমির ডিজিট্যাল স্বত্ত্ব, গ্রামে বিদ্যুদয়ন এবং গ্রামে অপটিক্যাল ফাইবার কেবল পাতার মতো কর্মসূচির সঙ্গে তাল মিলিয়ে, এবার চলছে জমির স্বাস্থ্য কার্ড, ফসল বিমা যোজনা, দীর্ঘমেয়াদি ও ক্ষুদ্র সেচ তহবিল, ই-ন্যাম (বৈদ্যুতিন জাতীয় কৃষি বাজার) কর্মসূচি। ঠিকঠাক রূপায়িত হলে এসবের মাধ্যমে চাষবাসের ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা খানিকটা কাটবে বলে আশা করা যায়। এবার বাজেটে কৃষি ঋণ বাবদ ধার্য হয়েছে ১০ লক্ষ কোটি টাকা। গত বাজেটে তা ছিল ৯ লক্ষ কোটি। দীর্ঘমেয়াদি ও ক্ষুদ্র সেচ তহবিলের জন্য আছে বাড়তি ২০ হাজার কোটি টাকা সহায়তার সংস্থান। বাজারে কায়েমি স্বার্থের অশুভ জোট বা আঁতাতের কোমর ভাঙ্গতে ও দেশজুড়ে কৃষি বাজারকে সংযুক্ত করার জন্য e-NAM-এর সংখ্যা ২৫০ থেকে বাড়ানো হবে ৫৮৫-তে। চুক্তি চাষ, বিশেষত, ডেয়ারি, ফল ও সবজির জন্য সরকার এক মডেল আইনেরও পরিকল্পনা করেছে।

● **পরিকাঠামো :**

ভারতে বেসরকারি ও সেই সঙ্গে বিদেশি লগ্নি টানার ক্ষেত্রে হতশ্রী পরিকাঠামো এক বাধা। এই খামতি ঢাকতে বাজেট জোর দিয়েছে পথ-ঘাট, বিদ্যুৎ ও ডিজিট্যাল পরিকাঠামোয়। ২০১৮-র পয়লা মে-র মধ্যে সব গ্রামে বিদ্যুতের বন্দোবস্ত করা সরকারের লক্ষ্য। দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রাম জ্যোতি যোজনায় বরাদ্দ হয়েছে ৪৮১৪ কোটি টাকা। ২০১৬-'১৭-তে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় প্রতিদিন রাস্তা তৈরি হয়েছে ১৩৩ কিলোমিটার। ২০১১-'১৪-এ গড়ে ফি দিন রাস্তা নির্মাণ হয় মাত্র ৭৩ কিলোমিটার। এ প্রকল্প বাবদ এবার বরাদ্দ ১৯ হাজার কোটি টাকা। রেলপথ বিস্তারের জন্য রেল খাতে ৫৫ হাজার কোটি টাকা ধার্য হয়েছে. গোটা পরিবহণ ক্ষেত্রের জন্য দেওয়া হয়েছে মবলগে ২.৪১ লক্ষ কোটি টাকা। পরিবহণ ক্ষেত্রের প্রসার মারফত বিকাশ হার ফের চাঙ্গা করারই ইঙ্গিত মেলে এ থেকে। এই ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ বেশি এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য ক্ষেত্রের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ যোগ থাকায়, এই বরাদ্দ বৃদ্ধিতে সব ক্ষেত্রের বিকাশ হওয়া উচিত।

সারণি-১
কিছু সমষ্টিগত নির্দেশকের সাম্প্রতিক প্রবণতা

নির্দেশক/বছর	২০১২-'১৩	২০১৩-'১৪	২০১৪-'১৫ ব্যয়ের শতাংশ	২০১৫-'১৬ মোট ব্যয়	২০১৬-'১৭
মোট সংযোজিত মূল্য (বিকাশ হার)	৫.৪	৬.৩	৭.১	৭.২	৭.১
মোট স্থায়ী মূলধন গঠন (বিকাশ হার)	৪.৯	৩.৪	৪.৯	৩.৯	–০.২
মোট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় (মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের শতাংশ)	৩৩.৮	৩৩	৩৩	—	—
কৃষি (বিকাশ হার)	১.৫	৪.২	–০.২	১.২	৪.১
শিল্প (বিকাশ হার)	৩.৬	৫.	৫.৯	৭.৪	৫.২
পরিষেবা (বিকাশ হার)	৮.১	৭.৮	১০.৩	৮.৯	৮.৮
মুদ্রাস্ফীতি-ক্রেতা মূল্য সূচক (বার্ষিক গড়)	১০	৯.৪	৫.৮	৪.৯	৩.৪১#
চলতি হিসেবে ঘাটতি (মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের শতাংশ)	৪.৮	১.৭	১.৩	১.১	০.৩*
রপ্তানি (বিকাশ হার)	৬.৭	৭.৮	১.৭	–৫.২	২.২
আমদানি (বিকাশ হার)	৬	–৮.২	০.৮	–২.৮	–৩.৮
রাজস্ব ঘাটতি (মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের শতাংশ)	৩.৭	৩.২	২.৯	২.৫	২.৩
আর্থিক ঘাটতি (মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের শতাংশ)	৪.৯	৪.৫	৪.১	৩.৯	৩.৫
আর্থিক ঘাটতি (মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের শতাংশ)	৪.৯	৪.৫	৪.১	৩.৯	৩.৫

উৎস : অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৬-'১৭; *২০১৬-র প্রথমার্ধে চলতি হিসেবে ঘাটতি; #২০১৬-র ডিসেম্বরের তথ্য

● **বাজেট ও সমষ্টিগত অর্থনীতি :**

বাজেটে এক অন্যতম বড়ো নীতি সিদ্ধান্ত হচ্ছে রাজকোষ বা সরকারি কোষ এবং রাজস্ব ঘাটতির পরিমাণ সংক্রান্ত লক্ষ্য। আন্তর্জাতিক মূল্যায়নকারী (Rating) সংস্থাগুলির চাপ থাকায়, সরকারি কোষ আর্থিক দায়িত্ব ও বাজেট ব্যবস্থাপনার (FRBM) বিধি অনুযায়ী ঘাটতি ৩ শতাংশে বেঁধে রাখতে সরকার অটল থাকবে বলে আশা করা হয়েছিল। বিনিয়োগে ফের জোয়ার আনতে নয়া আর্থিক দায়িত্ব ও বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সুপারিশ কি তা স্পষ্ট নয়, তবে সরকারি ঘাটতির লক্ষ্য থেকে বাজেট কিঞ্চিৎ সরে এসেছে এবং এই ঘাটতি ৩.২ শতাংশে বেঁধেছে (এক্ষেত্রে লক্ষ্য ছিল ৩ শতাংশ)। এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, বাজেট রাজস্ব ঘাটতি নামিয়েছে ১.৯ শতাংশে (২.৩ শতাংশ থেকে), মূলধনী

ব্যয় বাড়িয়েছে ১.৩ শতাংশ (১.১ শতাংশ থেকে)। আমাদের মত, এর উদ্দেশ্য অর্থনীতির সম্প্রসারণ এবং তা আর্থিক মজবুতির লক্ষ্যের সঙ্গে মানানসই। আর্থিক দায়িত্ব ও বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি অবশ্য ২০২৩ সালের মধ্যে ৬০ শতাংশ (কেন্দ্র ৪০ শতাংশ ও রাজ্য ২০ শতাংশ) মাঝারি ঋণের পথ বাতলিয়েছে বলে মনে হয়, এটা ভানুমূর্তি ও অন্যান্যের (২০১৫)[১] হিসেবের কাছাকাছি ও তার সঙ্গে সুসমঞ্জস। মাঝারি মেয়াদের বিকাশ ও উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনের জন্য এ ধরনের আর্থিক পথের উচিত আর্থিক পরিসরের সংস্থান রাখা।

● রাজস্ব সংগ্রহ নীতি :

পণ্য ও পরিষেবা কর (GST) ও বিমুদ্রায়নের পর, আশা করা যায় যে কর মিটিয়ে দেওয়ার প্রবণতা বাড়বে। Tax Information Network বা কর তথ্য সমন্বয় চালু হওয়ার পর ২০০৩-২০০৭ সময়কালে ভারতে এই কর আদায় বাড়ার অভিজ্ঞতা আছে। মূলধনী আদায়ের ক্ষেত্রে, গত কয়েক বছরের মতো, এবারও বাজেটে অন্যান্য প্রাপ্য (মূলত বিলগ্নীকরণ) বাবদ ধরা হয়েছে প্রায় ৭২,৫০০ কোটি টাকা। এটা অবশ্য বেশ কঠিন কাজ বলে মনে হয়। অনুরূপভাবে, সরকারের আশা, নিজস্ব ভাঁড়ার থেকে পাওয়া যাবে ২ লক্ষ কোটি টাকা। এ আশা-ভরসার ভিত্তি হচ্ছে যে, ২০১৬-'১৭-র ১১ শতাংশের জায়গায় ২০১৭-'১৮-এ (মুদ্রাস্ফীতিকে হিসেবের মধ্যে না ধরে) মোট অভ্যন্তরীণ বৃদ্ধি হবে ১১.৭৫ শতাংশ। এছাড়াও, এই বৃদ্ধি নির্ভর করবে আগামী পয়লা জুলাই থেকে GST চালু হওয়ার উপর। প্রত্যক্ষ করের বেলায়, অর্থনৈতিক সমীক্ষা জানিয়েছে ১০০ জনের মধ্যে করদাতার সংখ্যা মাত্র ৭। করদাতার সংখ্যা বাড়াতে, আয়ের নিচের ধাপে কর-হার কমিয়ে বাজেট মাত্র ৫ শতাংশ করেছে। আমাদের মতে, এর দরুন হয়তো করের আওতায় আসবে আরও বেশি লোক, তবে এতে কার্যকর কর হারে সৃষ্টি হচ্ছে অস্থিরতাও। অন্যান্য সংস্কার প্রস্তাবের মধ্যে আছে রিটার্ন জমা ও ই-ফাইলিং সহজ-সরল করা।

সারণি-২
পরিকাঠামোর জন্য বরাদ্দের ধাঁচ

খাত	২০১৫-'১৬	২০১৬-'১৭ সংশোধিত হিসেব	২০১৭-'১৮ বাজেট হিসেব
মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প	৩৮৫০০	৪৭৪৯৯	৪৮০০০
প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা	২০০৭৫	২০৯৩৬	২৯০৪৩
প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা	১৯০০০	১৯০০০	১৯০০০
অম্রুত	৭২৯৬	৯৫৫৯	৯০০০
প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য অপটিক্যাল কেবল নেটওয়ার্ক	২৭১০	৩২১০	৩০০০
ভারত নেট	০	৬০০০	১০০০০
মেট্রো প্রকল্প	১০০০০	১৫৭০০	১৮০০০
দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রাম জ্যোতি যোজনা	৮৫০০	৭৮৭৪	১০৬৩৫
সাগর মেলা	৪৫০	৪০৬	৬০০
গরিব পরিবারে রান্নার গ্যাস	২০০০	২৫০০	২৫০০
রেলে বাজেট বরাদ্দ	৩০১২১.২	৩৫০০৭.৯	৫৫০০০
মোট	**১৩৮৬৫২.২**	**১৬৭৬৯১.৯**	**১৮৭৬৭৮**

উৎস : অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৬-'১৭; *২০১৬-র প্রথমার্ধে চলতি হিসেবে ঘাটতি; #২০১৬-র ডিসেম্বরের তথ্য

● ব্যাংকিং সঙ্কট ও অনুৎপাদনশীল সম্পদ :

সুদের হার কমা সত্ত্বেও, ভারতে বেসরকারি লগ্নি না বাড়ার এক বড়ো কারণ হল ব্যাংক ব্যবসায় সঙ্কট। বিমুদ্রায়ন হয়তো কম ব্যয়ে আমানত সংগ্রহ ও ব্যাংকের ব্যালান্স শিট স্বাভাবিক অবস্থায় আনতে সাহায্য করবে— এই আশার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল যে বাজেট ফের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংককে মূলধন জোগাবে। কিন্তু গত বছরের এবাবদ ২৫ হাজার কোটি টাকার জায়গায় এবারের বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছে মাত্র ১০ হাজার কোটি। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে অনুৎপাদনশীল সম্পদ বা সোজা কথায় অনাদায়ী ঋণ বেড়ে যাওয়ায় এই সামান্য বাড়তি পুঁজি দিয়ে কাজের কাজ বিশেষ হবে না। গত বছর থেকে অবশ্য আরও অনেক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, যেমন, দেউলিয়া বিধি, ঋণ আদায় ট্রাইবুনাল বা বিশেষ আদালত, সারফেসি আইন (Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002) সংশোধন, ব্যাংক বোর্ড ব্যুরো এবং ইন্দ্রধনুষ প্রকল্প। এ বই দীর্ঘমেয়াদে ব্যাংককে সাহায্য করবে।

"প্রত্যক্ষ করের বেলায়, অর্থনৈতিক সমীক্ষা জানিয়েছে ১০০ জনের মধ্যে করদাতার সংখ্যা মাত্র ৭। করদাতার সংখ্যা বাড়াতে, আয়ের নিচের ধাপে কর-হার কমিয়ে বাজেট মাত্র ৫ শতাংশ করেছে। আমাদের মতে, এর দরুন হয়তো করের আওতায় আসবে আরও বেশি লোক, তবে এতে কার্যকর কর হারে সৃষ্টি হচ্ছে অস্থিরতাও।"

বিমুদ্রায়ন ও বাজেট

৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাজার থেকে তুলে নেওয়ার পর অর্থনীতির কিছু ক্ষেত্র একটু-আধটু সংকোচন ও বিপত্তির মুখে পড়ে। Society of Indian Automobile Manufactures-এর তথ্য অনুযায়ী, যানবাহন শিল্পে ২০১৬-র ডিসেম্বরে

বিক্রি কম হয় ১৮.৬৬ শতাংশ। দুই ও তিন চাকা গাড়ি বিক্রি কমে যথাক্রমে ২২.০৪ এবং ৩৬.২৩ শতাংশ। মনে রাখা দরকার, এসব গাড়ি বেশিরভাগ কেনা হয় নগদানগদি। আর্থিক উপদেষ্টা ও গবেষণা সংস্থা Knight Frank-এর হিসেবে ২০১৬-র শেষ তিন মাসে রিয়্যাল এস্টেটের বিক্রিবাটা কমেছে ৫০ শতাংশের বেশি। অর্থনৈতিক সমীক্ষার মতে বিমুদ্রায়নের দরুন মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ক্ষতি হবে ০.২৫ থেকে ১ শতাংশ।

পক্ষান্তরে, বিমুদ্রায়নের পর মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে অধোগতি সত্ত্বেও, কর রাজস্ব কিন্তু বেড়েছে অনেকখানি : কোম্পানি কর (৪.৪ শতাংশ), আয়কর (২৪.৬ শতাংশ), কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক (৪৩ শতাংশ), পরিষেবা কর (২৩.৯ শতাংশ) এবং বহিঃশুল্ক (৪.১ শতাংশ)। এর একটা হেতু হয়তো বিমুদ্রায়নের পর কর ভিত্তির প্রসার ঘটেছে। এটা সম্ভবত; আগে হিসেবের মধ্যে না পড়া এমন বেশ কিছু লেনদেন এখন হিসেবের আওতায় এসে যাওয়ায় কর ফাঁকি বা কারচুপি কমার দরুন। অর্থনৈতিক সমীক্ষা ও ভারতের National Payments Corporation-এর মতে 'Pos' মারফৎ বিক্রিবাটায় RuPay-ভিত্তিক বৈদ্যুতিন লেনদেন বেড়েছে ১৩ হাজার কোটি টাকার মতো এবং ই-বাণিজ্যে বৃদ্ধি প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা, গত কয়েক মাসে বৃদ্ধি ৩০০-৪০০ শতাংশের বেশি।

এসব সত্ত্বেও, সাধারণ মত হচ্ছে—নগদ লেনদেন চললে কালো টাকা রোখা সম্ভব নয়। এজন্য, বাড়তি দাওয়াই হিসেবে বাজেটের প্রস্তাব হল ৩ লক্ষ টাকার বেশি নগদ কারবারে কর বসানো। এর মারফৎ, দীর্ঘমেয়াদে, অর্থনীতিতে নগদের চল কমবে, কর মেটানো বাড়বে, ফলে কমে যাবে কালো টাকার উৎপত্তি।

বাজেট ও ডিজিট্যাল অর্থনীতি

অর্থনীতিকে সীমিত বা কম নগদের ব্যবস্থায় রূপান্তরের জন্য চাই পাওনা মেটানোর পরিকাঠামোর যথেষ্ট উন্নতি। এ ব্যাপারে, এখন ভারতের সামনে খাড়া আছে তিন তিনটি বড়োসড়ো চ্যালেঞ্জ : সাইবার নিরাপত্তা, ডিজিট্যাল পরিকাঠামো ও ডিজিট্যাল লেনদেনের খরচপাতি। প্রথম দু'টি ইস্যু সামলাতে বাজেট কিয়ৎ চেষ্টা করেছে।

"সাধারণ মত হচ্ছে—নগদ লেনদেন চললে কালো টাকা রোখা সম্ভব নয়। এজন্য, বাড়তি দাওয়াই হিসেবে বাজেটের প্রস্তাব হল ৩ লক্ষ টাকার বেশি নগদ কারবারে কর বসানো। এর মারফৎ, দীর্ঘমেয়াদে, অর্থনীতিতে নগদের চল কমবে, কর মেটানো বাড়বে, ফলে কমে যাবে কালো টাকার উৎপত্তি।"

● **সাইবার নিরাপত্তা** : ক্রমশ বেড়ে চলা সাইবার হানা থেকে আর্থিক ক্ষেত্রের স্থিতিশীলতা ও সততা সুরক্ষিত করতে, বাজেট আমাদের আর্থিক ক্ষেত্রের জন্য এক Computer Emergency Response Team গঠনের পরিকল্পনা করেছে।

● **ডিজিট্যাল পরিকাঠামো** : ডিজিট্যাল পরিকাঠামোর উন্নতির জন্য, Bharat Net, Gigi Gaon, Modified Special Package Scheme (M-SIPS)-এর মত কর্মসূচিতে বাজেট নবোদ্যমে গুরুত্ব দিয়েছে। এসবের সুবাদে ডিজিট্যাল পরিকাঠামো গড়ে ওঠার আশা করা যায়। এর ফলে ভারত এক দেশীয় কলকারখানার পরিবেশ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

বাজেট কি পারবে সবার বিকাশ সুনিশ্চিত করতে?

ভারতে সরকারের নীতির সামনে অন্যতম চ্যালেঞ্জ হল আরও বেশি কর্মসংস্থানের উপযোগী বিকাশ অর্জন কিভাবে সম্ভব? এজন্য, শিল্পক্ষেত্রের অংশভাক বাড়িয়ে ২৫ শতাংশে নিয়ে যাওয়ার এক মাঝারি মেয়াদের টার্গেট থাকলেও, সম্প্রতি শিল্পের নেতিবাচক বিকাশ বড়ো চ্যালেঞ্জ খাড়া করেছে। এহেন পরিস্থিতিতে, এই ইস্যু কিছুটা সামাল দিতে বাজেট বেশি নজর দিয়েছে আবাসন, পর্যটন, সড়ক এবং অন্যান্য পরিকাঠামোর মতো শ্রম নিবিড় ক্ষেত্রে। তবে বহু প্রতীক্ষিত গঠনগত রূপান্তরের জন্য জমি ও শ্রমের মতো অন্যান্য দিকে নীতি সংস্কার দরকার।

সবশেষে

মোটের উপর, ঘরে ও বাইরের অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক অর্থনীতির পরিবেশে অনিশ্চয়তার পটভূমিতে বাজেটে বিভিন্ন ব্যবস্থা মারফৎ চেষ্টা আছে দেশে বিকাশ ফের চাঙ্গা করার। 'Incentives' বা উৎসাহ দানের পরিবর্তে মনোযোগ বেশি দেওয়া হয়েছে বিকাশ প্রক্রিয়ায়। উৎসাহ দানের স্ট্র্যাটেজি এক-আধ বছরের নয়, বহুকালের। এতে অবশ্য সাফল্য মেলেনি তেমন একটা। এসব ব্যবস্থার পরিপূরক হিসেবে অবশ্য চাই আঞ্চলিক স্তরে সবার বিকাশের আরও কিছু নীতি। মাঝারি মেয়াদে বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য এর ভূমিকাও কম নয়।❑

(লেখকদ্বয় 'National Institute of Public Finance and Policy', New Delhi-এর সঙ্গে জড়িত। ইমেল : nrbmurthy@gmail.com, hari.nayudu@mipfg.ong.in)

উল্লেখপঞ্জি :

(১) ভানুমূর্তি এন. আর., সুকন্যা বোস এবং পরমা দেবী অধিকারী (২০১৫) "Targeting Debt and Deficits in India : Structural Macroeconometric Approach" NIPFP Working Paper-148, May, 2015.

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০১৭-'১৮

একটি পর্যালোচনা

*দেশের অভ্যন্তরে তথা আন্তর্জাতিক স্তরেও এক কঠিন সময়ের মধ্যে এ বছরের কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ হয়েছে। দেশে গত ৮ নভেম্বর, ২০১৬ তারিখের বিমুদ্রীকরণের পর তার কতটা কী প্রভাব পড়েছে তা বিচার-বিশ্লেষণের কাজ এখনও বাকি। বস্তুত, পাঁচশো ও হাজার টাকার নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত কার্যকর হওয়ার পর কত পরিমাণ নগদ টাকা জমা পড়েছে তার সঠিক তথ্য ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক এখনও প্রকাশ করেনি। তথা দেশের শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রের উপর এর সম্ভাব্য প্রভাবের ছবিটা এখনও স্পষ্ট হয়নি। তার উপর স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর সংস্কার "পণ্য ও পরিষেবা কর" (GST)-এর আকারে লাগু হওয়ার দোরগোড়ায়। বাইরের দুনিয়ায়, বিশ্ব অর্থনীতিতে বৃদ্ধির হার মন্থর এবং একই জায়গায় দাঁড়িয়ে; তেলের দাম ঊর্ধ্বমুখী, তথা সংরক্ষণের নীতির সপক্ষে মতামত জোরদার হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্বায়নের ধারণায় সাম্প্রতিক ভোলবদল, যুক্তরাজ্যে 'Brexit'-এর দৌলতে অনিশ্চয়তা, পাশাপাশি ইউরোপে অন্যান্য রাজনৈতিক ঘটনাবলী দৃঢ় ও পাকাপোক্ত আর্থিক বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা-প্রস্তুতিকে ক্রমশ কঠিন করে তুলছে। লিখেছেন—***চরণ সিং***

রাজস্ব নীতির এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল বাজেট। যে কোনও বৃহত্তর অর্থনৈতিক নীতি (Macro-economic policy)-র উদ্দেশ্যই হল দৃঢ় ও পাকাপোক্ত আর্থিক বৃদ্ধি। আর্থিক নীতি (Monetary policy) এবং রাজস্ব নীতি (Fiscal policy)-র সঠিক রূপায়ণের মাধ্যমে তা অর্জন করা সম্ভব। রাজস্ব নীতির উদ্দেশ্য কর্মসংস্থান বাড়ানো এবং সুস্থায়ী আর্থিক বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করা। পক্ষান্তরে, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অর্থনীতির শ্রীবৃদ্ধির জন্য এক উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি হল আর্থিক নীতির উদ্দেশ্য। বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের প্রসারের লক্ষ্য নিয়ে রাজস্ব নীতি উচ্চমানের শিক্ষা সুনিশ্চিত করতে তথা দক্ষতা গঠনের জন্য বহুবিধ হাতিয়ার প্রয়োগ করে। কর্মদক্ষ জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে নিয়োজিত কর্মীবাহিনী, ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা করে দিতে মজবুত পরিকাঠামো, কঠোরভাবে দায়বদ্ধ নিরাপত্তা বাহিনী, প্রশাসন এবং বিচার ব্যবস্থা। এ সব অত্যাবশ্যক খাতে ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য, যা কি না সরকারেরই প্রাথমিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে, সরকারকে সম্পদের জোগাড়যন্ত্র করতে হয়। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কর আরোপ, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলির (Public Sector Enterprises) থেকে লাভাংশ এবং মুনাফা সংগ্রহ এবং একেবারে শেষ উপায় হিসাবে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সূত্র থেকে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ নিয়ে। সরকার যে আর্থিক সম্পদের জোগাড়যন্ত্র এবং ব্যয় করে থাকে তা কাজকর্ম, ভোগ, সঞ্চয়, অবসর এবং

রেখাচিত্র-১
মুখ্য ঘাটতিসমূহ

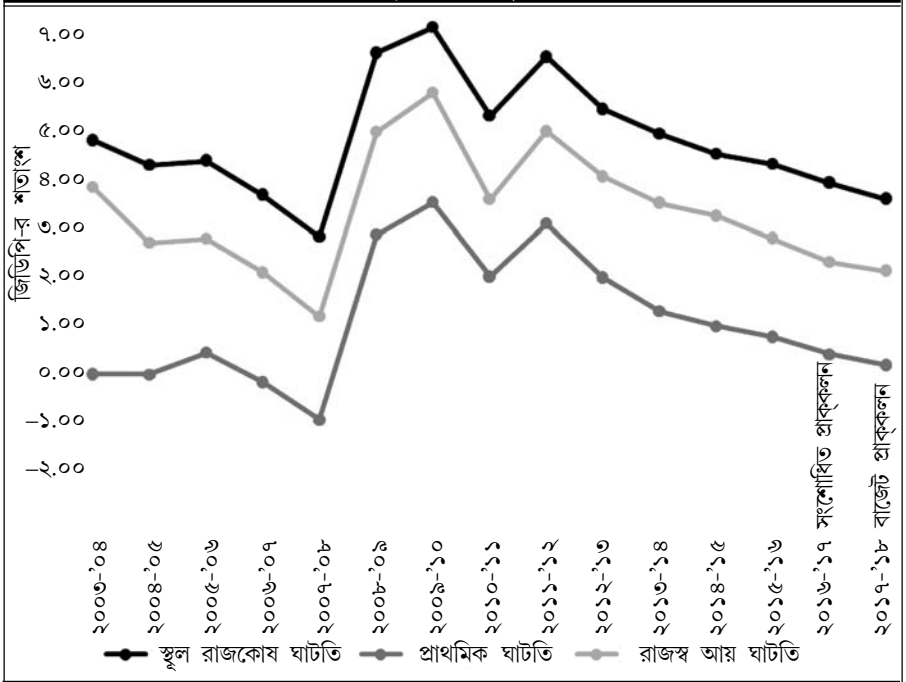

সূত্র : রাজস্ব আয়ের প্রবণতা, কেন্দ্রীয় বাজেট ২০১৭-'১৮, ভারত সরকার

বিনিয়োগের সঙ্গে জড়িত; তথা এসবই রাজস্ব নীতির এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে। দেশের অভ্যন্তরে তথা আন্তর্জাতিক স্তরেও এক কঠিন সময়ের মধ্যে এ বছরের কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ হয়েছে। দেশে গত ৮ নভেম্বর, ২০১৬ তারিখের বিমুদ্রীকরণের পর তার কতটা কী প্রভাব পড়েছে তা বিচার-বিশ্লেষণের কাজ এখনও বাকি। বস্তুত, পাঁচশো ও হাজার টাকার নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত কার্যকর হওয়ার পর কত পরিমাণ নগদ টাকা জমা পড়েছে তার সঠিক তথ্য ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক এখনও প্রকাশ করেনি। তথা দেশের শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রের উপর এর সম্ভাব্য প্রভাবের ছবিটা এখনও স্পষ্ট হয়নি। তার উপর স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর সংস্কার "পণ্য ও পরিষেবা কর" (GST)-এর আকারে লাগু হওয়ার দোরগোড়ায়। বাইরের দুনিয়ায়, বিশ্ব অর্থনীতিতে বৃদ্ধির হার মন্থর এবং একই জায়গায় দাঁড়িয়ে; তেলের দাম ঊর্ধ্বমুখী, তথা সংরক্ষণের নীতির সপক্ষে মতামত জোরদার হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্বায়নের ধারণায় সাম্প্রতিক ভোলবদল, যুক্তরাজ্যে 'Brexit'-এর দৌলতে অনিশ্চয়তা, পাশাপাশি ইউরোপে অন্যান্য রাজনৈতিক ঘটনাবলী দৃঢ় ও পাকাপোক্ত আর্থিক বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা-প্রস্তুতিকে ক্রমশ কঠিন করে তুলছে। সাম্প্রতিক বাজেটের অ্যাজেন্ডা হল, নয়ারূপের এক কর্মশক্তিতে ভরপুর সাফসুতরো ভারত গড়ে তোলা। বাজেট প্রস্তাবকে বিন্যস্ত করা হয়েছে দশটি স্বতন্ত্র বিষয়ের সাপেক্ষে। কৃষক, গ্রামীণ জনসংখ্যা, যুব সম্প্রদায়, দরিদ্র ও বঞ্চিত শ্রেণি, পরিকাঠামো, আর্থিক ক্ষেত্র, ডিজিট্যাল অর্থনীতি, জন কৃত্যক, বিচক্ষণ রাজস্ব ব্যবস্থাপনা এবং কর প্রশাসন।

রাজস্ব পুনর্বিন্যাস

বিবিধ প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও বাজেটে রাজস্ব পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণে নাছোড়বান্দার মতো লেগে থাকা হয়েছে। কমানো সম্ভব হয়েছে সমস্ত ধরনের ঘাটতিই (রেখাচিত্র-১ দ্রষ্টব্য)।

সারণি-১
কেন্দ্রীয় বাজেটের সারসংক্ষেপ
(জিডিপি-র শতাংশ হিসাবে অংকগুলি ধরা হয়েছে)

আয়	২০১৬-'১৭ (সংশোধিত প্রাক্কলন)	২০১৭-'১৮ (বাজেট প্রাক্কলন)	ব্যয়	২০১৬-'১৭ (সংশোধিত প্রাক্কলন)	২০১৭-'১৮ (বাজেট প্রাক্কলন)
রাজস্ব আয়	৯.৪	৯.০	রাজস্ব ব্যয়	১১.৫	১০.৯
রাজস্ব ব্যয় থেকে রাজস্ব আয়ের অন্তরফল = রাজস্ব আয় ঘাটতি				২.১	১.৯
মূলধনী আয়	৩.৯	৩.৮	মূলধনী ব্যয়	১.৯	১.৮
মোট ব্যয় থেকে রাজস্ব আয়ের বিয়োগফল = স্থূল রাজস্ব ঘাটতি*				৩.৫	৩.২

*বিলগ্নীকরণের মতো অ-ঋণ সূত্রে মূলধনী আয়ের জন্য adjusted।
সূত্র : কেন্দ্রীয় বাজেট ২০১৭-'১৮, ভারত সরকার

সারণি-২
জিডিপি-র শতাংশ হিসাবে রাজস্ব এবং মূলধনী খাত

বছর	রাজস্ব আয়	মূলধনী আয়	রাজস্ব ব্যয়	মূলধনী ব্যয়
১৯৫০-'৫১	৩.৯০	১.১৬	৩.৩৪	১.৭৬
১৯৬০-'৬১	৪.৮৯	৬.৪৪	৪.৬০	৫.৭৪
১৯৭০-'৭১	৬.৯১	৪.২৯	৬.৫৭	৫.২৪
১৯৮০-'৮১	৮.২৭	৫.২৯	৯.৬৩	৫.৫৯
১৯৯০-'৯১	৯.৩৭	৬.৬৫	১২.৫৪	৫.৪২
২০০০-'০১	৮.৮৫	৬.১৬	১২.৭৬	২.১৯
২০১০-'১১	১০.১৩	৫.১৭	১৩.৩৭	২.০১
২০১১-'১২	৮.৬০	৬.৫১	১৩.১২	১.৮২
২০১২-'১৩	৮.৮৪	৫.৮৫	১২.৫০	১.৬৮
২০১৩-'১৪	৯.০০	৫.০০	১২.১৭	১.৬৬
২০১৪-'১৫	৮.৮২	৩.৮৮	১১.৭৫	১.৫৭
২০১৫-'১৬	৮.৭৫	৩.৯৭	১১.২৬	১.৮৫
২০১৬-'১৭ (রাজস্ব অনুমান)	৯.৪৪	৩.৯২	১১.৫১	১.৮৬
২০১৭-'১৮ (বাজেট অনুমান)	৯.০০	৩.৭৫	১০.৯০	১.৮৪

সূত্র : ১) Handbook of Statistics on Indian Economy, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক
২) কেন্দ্রীয় বাজেট ২০১৭-'১৮, ভারত সরকার

সরকার সফলভাবে রাজস্ব আয় ঘাটতি এবং স্থূল রাজস্ব ঘাটতি কাটছাট করতে চেষ্টা চালিয়েছে। যাই হোক, মূলধনী ব্যয়, মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের শতাংশ হিসাবে, হ্রাস করা গেলেও রাজস্ব ব্যয় রাজস্ব আয়কে বহুল পরিমাণে ছাড়িয়ে গেছে (সারণি-১ দ্রষ্টব্য)।

প্রবণতা বিশ্লেষণ করে স্পষ্টত দেখা যাচ্ছে, ভারতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরুর সময় থেকেই অন্যান্য সূচকের ওঠা-পড়ার ধাক্কা প্রশমনের জন্য বাফার হিসাবে কাজ করছে মূলধনী ব্যয় এবং ঊনিশশো ষাটের দশক থেকে তা ক্রমশ কমছে (সারণি-২ দ্রষ্টব্য)।

রাজস্বের খাতায় সূদ প্রদান, ভরতুকি এবং পেনশন দিতেই রাজস্ব আয়ের অর্ধেক পরিমাণ বেরিয়ে যাচ্ছে (সারণি-৩ দ্রষ্টব্য)।

১৯৭০-'৭১ সাল থেকে রাজস্ব প্রবণতা বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, লাভাংশ সমেত অ-কর রাজস্ব আয় প্রায় একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে; পক্ষান্তরে কর রাজস্ব খাতে

আয় খুব উৎসাহিত হওয়ার মতো না হলেও বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে (সারণি-৪ দ্রষ্টব্য)।

বিভিন্ন দেশের মধ্যে তুলনা

বিবিধ সমস্যা সত্ত্বেও বিশ্ব অর্থনীতিতে বেশ ভালো জায়গায় রয়েছে ভারত। তার কারণ এদেশে রাজস্ব আয়ের পরিসর পর্যাপ্ত (সারণি-৫ দ্রষ্টব্য)।

কেন্দ্রীয় বাজেটের সম্ভাব্য প্রভাব

সারণি-৬ সূত্রে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটকে বৃদ্ধি অনুকূল এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির সহায়ক বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

গোটা বিশ্বের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে, সরকার যে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে এক নয়ারূপের কর্মশক্তিতে ভরপুর সাফসুতরো ভারত (Transform, Energize and Clean India) গড়ার লক্ষ্যে কাজ করছে, সে বিষয়ে আস্থা অর্জন করাটা খুব জরুরি। বাজারে আস্থা সঞ্চারের জন্য সরকার এক গুচ্ছ পদক্ষেপ নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে (সারণি-৭ দ্রষ্টব্য)।

নির্দিষ্ট কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু

কেন্দ্রীয় বাজেট কেবল জমা-খরচের এক খতিয়ান মাত্র নয়; তা রাজস্ব নীতির এক্তিয়ারভুক্ত এক গুরুত্বপূর্ণ নীতি দস্তাবেজও বটে। এবারের বাজেটে এক গুচ্ছ ইস্যুকে তুলে ধরা হয়েছে।

● কর প্রদানে অনীহ ভারত :

অর্থমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন যে ভারত এমন এক দেশ যেখানে কর প্রদানে প্রবল অনীহা চোখে পড়ে (সারণি-৮ এবং সারণি-৯ দ্রষ্টব্য)। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলির সংগৃহীত করের মিলিত পরিমাণ (বিভিন্ন রাজ্যের স্থানীয় প্রতিষ্ঠান মারফৎ কর সংগ্রহ বিষয়ক সাযুজ্যবিশিষ্ট পরিসংখ্যানের অভাবে) দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ১৮ শতাংশেরও কম। তুলনায়, সিংহভাগ উন্নত দেশে এর পরিমাণ ৩০ শতাংশেরও বেশি। ভারতের জনসংখ্যার ৩০ শতাংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে এবং প্রায় ৬০ শতাংশ মানুষ গ্রামাঞ্চলে বাস করেন, তথা কৃষিক্ষেত্রের আয়ের (কর ছাড়ের আওতাধীন) উপর নির্ভরশীল। এই অর্থনৈতিক ছবির মধ্যে দিয়েই এ দেশে আর্থিক সম্পদের সংগ্রহের বৃদ্ধির সামনে প্রতিবন্ধকতার স্বরূপ উন্মোচিত হয়। এর পাশাপাশি আবার কিছু পণদ্রব্যের ক্ষেত্রে অন্তঃশুল্ক আদায় সম্ভব হলেও তা ছাড়ের আওতায় রাখা হয়। উপরন্তু, কর এমন একটা জিনিস যা কেবল উপার্জনের সূত্রেই সংগ্রহ করা সম্ভব। তাই শ্রীলঙ্কা, মেক্সিকো, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিন্স-এর মতো গরিব তথা বর্ধনশীল দেশগুলিতে কর সংগ্রহের পরিমাণ উন্নত দেশগুলির তুলনায় যথেষ্ট কম হবে এমনটাই আশা করা হয়।

এই সব বাস্তবতাকে মাথায় রেখে সরকার ভারতকে স্বচ্ছ বা ভ্রষ্টাচার মুক্ত করার অভিপ্রায় ব্যাখ্যা করেছে। বিলাসবহুল গাড়ি ক্রয় এবং বিদেশ ভ্রমণ সংক্রান্ত সঠিক তথ্য পেতে কর প্রশাসনকে আরও বেশি সতর্ক হয়ে এবং দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে হবে। জাপানের মতো দেশে কর প্রদানের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার চল আছে সরকারের তরফে। অন্য দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কর ফাঁকি দিয়ে ধরা পড়লে কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে।

কর-জিডিপি অনুপাত বেশি এমন বিভিন্ন উন্নত দেশে জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবহণ এবং

সারণি-৩
রাজস্ব বাজেট (জিডিপি-র শতাংশ হিসাবে)

রাজস্ব আয়			রাজস্ব ব্যয়		
খাত	২০১৬-'১৭ (সংশোধিত প্রাক্কলন)	২০১৭-'১৮ (বাজেট প্রাক্কলন)	খাত	২০১৬-'১৭ (সংশোধিত প্রাক্কলন)	২০১৭-'১৮ (বাজেট প্রাক্কলন)
বাণিজ্য-মুনাফা কর	৩.৩	৩.২	সুদ প্রদান	৩.২	৩.১
আয়কর	২.৩	২.৬	ভরতুকি	১.৭	১.৬
বহিঃশুল্ক	১.৪	১.৫	পেনশন	০.৯	০.৮
কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক	২.৬	২.৪			
পরিষেবা কর	১.৬	১.৬			
লাভাংশ এবং মুনাফা	১.০	০.৮			
মোট	৯.৪	৯.০	মোট	১১.৫	১০.৯

সূত্র : রাজস্ব আয়ের প্রবণতা, কেন্দ্রীয় বাজেট ২০১৭-'১৮, ভারত সরকার

সারণি-৪
নির্দিষ্ট রাজস্ব সূচকসমূহ (জিডিপি-র শতাংশ হিসাবে)

বছর	নেট কর রাজস্ব	অ-কর রাজস্ব	রাজস্ব আয়
১৯৭০-'৭১	৫.২	১.৮	৬.৯
১৯৮০-'৮১	৬.৩	২.০	৮.৩
১৯৯০-'৯১	৭.৩	২.০	৯.৪
২০০০-'০১	৬.৩	২.৬	৮.৯
২০১৪-'১৫	৭.২	১.৬	৮.৮
২০১৫-'১৬	৬.৯	১.৮	৮.৮
২০১৬-'১৭ (সংশোধিত প্রাক্কলন)	৭.২	২.২	৯.৪
২০১৭-'১৮ (বাজেট প্রাক্কলন)	৭.৩	১.৭	৯.০

সূত্র : রাজস্ব আয়ের প্রবণতা, কেন্দ্রীয় বাজেট ২০১৭-'১৮, ভারত সরকার

সরকারি জনপালন-কৃত্যক ইত্যাদির মান বেশ উঁচু। পাশাপাশি মহিলা-পুরুষের জীবনের নিরাপত্তা, মেয়েদের কর্মস্থলে নিরাপদ পরিবেশ, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিচার ব্যবস্থা বিবাদ নিষ্পত্তিতে পারদর্শিতা দেখালে তা কর প্রদানের হার বাড়াতে উৎসাহ জোগায়।

জনসংখ্যাগত দিক থেকে আমরা সুবিধাজনক জায়গায়। ভারতের জনসংখ্যার ৬৬ শতাংশেরই বয়স ৩৪ বছরের কম। কাজেই ভ্রষ্টাচার মুক্ত ভারত আমাদের আগামী প্রজন্মের জন্য কাজে আসবে। "Start-up" এবং "Stand-up" ভারত গড়তে সহায়ক হবে। ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতে সহায়ক পরিবেশ রচনা করবে। সরকার বেশ কয়েকবার বিভিন্ন প্রকল্প এনে (কর-জরিমানা মিটিয়ে কালো টাকা সাদা করার জন্য) স্বেচ্ছায় আয় ঘোষণার সুযোগ দিয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিয়ম মেনে লুকানো টাকার হিসাব দাখিল করলে শাস্তির হাত থেকে নিস্তার মিলবে এমন আশ্বাসন সমেতও প্রকল্প (Amnesty Schemes) আনা হয়েছে। পাশাপাশি সরকার হিসাব-বহির্ভূত টাকা বা কালো টাকা উদ্ধারের জন্য এক গুচ্ছ পদক্ষেপ নিয়েছে। এতো কিছু সত্ত্বেও ভারত দুর্নীতির সূচকের নিরিখে অত্যন্ত হতাশাজনক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে। কাজেই হিসাব-বহির্ভূত টাকা উদ্ধারের জন্য নাছোড়বান্দার মতো লেগে থেকে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য বিকল্প নেই আমাদের সামনে। চাটার্ড অ্যাকাউন্টট্যান্ট, আইন বিশারদ, সমাজবিদ্যা বিশেষজ্ঞ, ধর্মীয় নেতৃবর্গ এবং সংবাদ মাধ্যম ও রাজনীতির ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত সামাজিক নেতৃবর্গ সবাইকে আন্তরিকভাবে উদ্যোগী হয়ে এক সার্বিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে এই লক্ষ্যপূরণে।

● **আর্থিক ক্ষেত্র :**

বিগত বছরের প্রবণতার সঙ্গে তাল মেল রেখে সরকার ব্যাংকগুলিকে ফের মূলধন জোগানোর কথা ঘোষণা করেছে। ব্যাংকগুলির জন্য এ ধরনের ত্রাণের ব্যবস্থা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তথা নিয়মিত চালিয়ে যাওয়া জরুরি, না কি কিছু চুক্তিবদ্ধ শর্তের সাপেক্ষে অগ্রগতির খতিয়ান বিচার-বিশ্লেষণ করে তবেই দেওয়া দরকার—সেই বিষয়টি নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে বাণিজ্যিক নিয়ম মেনেই কাজকর্ম চালিয়ে টিকে থাকতে হবে। এ ধরনের ত্রাণ দেওয়ার সময় তাদের লোকসান পুষিয়ে দিতে তথা ব্যয় হ্রাস করতে নির্দিষ্ট শাখা-সহ তাদেরকে নিজেদের কিছু সম্পত্তি জমা রাখার বিষয়টি বিবেচনা করতে বলা যেতে পারে। উপরন্তু দেখা যায়, মুনাফা করুক বা লোকসানেই চলুক, যাবতীয় সরকারি ব্যাংকই নিজেদের কর্মীদের মাইনে সমান হারে বাড়িয়ে চলে। কাজেই নিরীহ করদাতাদের সম্পদ এভাবে ছিদ্রপথে বেরিয়ে যাওয়া ঠেকাতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে নিজেদেরই এগিয়ে আসতে হবে কিছু আঁটসাঁট বন্দোবস্তের সাহারা নিয়ে। মনে রাখা দরকার বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিতে যদি এভাবে ক্রমাগত মূলধন ঢালা হতে থাকে তবে তা নৈতিক ঝুঁকি ডেকে আনতে পারে।

সারণি-৫
জিডিপি-র শতাংশ হিসাবে স্থূল ঋণের পরিমাণ

দেশ	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১
ব্রাজিল	৬০.৪	৬৩.৩	৭৩.৭	৭৮.৩	৮২.৪	৮৫.২	৮৭.৯	৯০.৮	৯৩.৬
চিন	৩৬.৯	৩৯.৮	৪২.৯	৪৬.৩	৪৯.৯	৫২.৬	৫৪.৬	৫৬.১	৫৭.২
ফ্রান্স	৯২.৪	৯৫.৩	৯৬.১	৯৭.২	৯৭.৮	৯৭.৯	৯৭.৪	৯৫.৯	৯৩.৮
জার্মানি	৭৭.১	৭৪.৫	৭১.০	৬৮.২	৬৫.৯	৬৩.৬	৬১.১	৫৮.৯	৫৬.৭
ভারত	৬৮.০	৬৮.৩	৬৯.১	৬৮.৫	৬৭.২	৬৫.৬	৬৩.৫	৬১.৪	৫৯.২
ইন্দোনেশিয়া	২৪.৮	২৪.৭	২৭.৩	২৭.৫	২৮.২	২৯.২	২৯.৯	৩০.৪	৩০.৯
জাপান	২৪৪.৫	২৪৯.১	২৪৮.০	২৫০.৪	২৫৩.০	২৫৪.৯	২৫৪.৭	২৫৪.৫	২৫৩.৯
রাশিয়া	১৩.১	১৫.৯	১৬.৪	১৭.১	১৭.৯	১৮.৬	১৯.১	১৮.৯	১৮.৫
দক্ষিণ আফ্রিকা	৪৪.০	৪৬.৯	৪৯.৮	৫১.৭	৫৩.৩	৫৪.৬	৫৫.৪	৫৫.৯	৫৬.২
যুক্তরাজ্য	৮৬.০	৮৭.৯	৮৯.০	৮৯.০	৮৮.৮	৮৮.৬	৮৬.৬	৮৪.৩	৮২.১
যুক্তরাষ্ট্র	১০৪.৬	১০৪.৬	১০৫.২	১০৮.২	১০৮.৪	১০৭.৯	১০৭.৮	১০৭.৯	১০৮.৩

সূত্র : World Economic Outlook Report, অক্টোবর, ২০১৬, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার

সারণি-৬
বাজেট বরাদ্দ ও অনুমান

বিশদ	বৃদ্ধি	কর্মসংস্থান	ব্যবহার/ভোগ	বিনিয়োগ
কৃষি-ঋণ ১০ লক্ষ কোটি টাকা	✓			✓
দীর্ঘমেয়াদি সেচ তহবিল ৪০ হাজার কোটি টাকা	✓			✓
মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইনে ৪৮ হাজার কোটি টাকা	✓	✓	✓	
গ্রাম সড়ক যোজনায় ২৭ হাজার কোটি টাকা	✓	✓		✓
আবাস যোজনায় ২৩ হাজার কোটি টাকা	✓	✓		✓
রেলওয়ে খাতে ১.৩ লক্ষ কোটি টাকা	✓	✓		✓
সড়ক ক্ষেত্রে-রাজপথগুলির জন্য ৬৪ হাজার ৯০০ কোটি টাকা	✓	✓		✓
পরিবহণ ক্ষেত্রে ২.৪ লক্ষ কোটি টাকা	✓	✓		✓
মুদ্রা যোজনার লক্ষ্যমাত্রা ২.৪ লক্ষ কোটি টাকা	✓	✓		✓

সূত্র : কেন্দ্রীয় বাজেট ২০১৭-'১৮, ভারত সরকার

● **কেন্দ্রীয় বাজেট পেশের দিন এগোনো :**

কেন্দ্রীয় বাজেট পেশের দিন এগিয়ে আনা হয়েছে। যাতে করে সংসদ মার্চের শেষ নাগাদ তা অনুমোদন করতে পারে এবং মন্ত্রকগুলি পয়লা এপ্রিল থেকেই উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য সম্পদ হাতে পায়। ভারতে বর্ষার সূচনা হয় জুন মাসে। কাজেই বর্ষা নামার আগে ব্যয় পরিকল্পনা এবং প্রকল্প রূপায়ণের জন্য মন্ত্রকগুলির হাতে খানিকটা সময় থাকবে। বাজেট পেশের দিন এগিয়ে আনার ফলে অর্থবছরের শুরু থেকেই রাজস্ব আয় সংগ্রহ তথা মূলধনী ব্যয়ের সূচনা করতে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়। এক মাস এগিয়ে বাজেট ঘোষণার অতিরিক্ত যুক্তি হিসাবে বলা যায়, পয়লা ফেব্রুয়ারির আগে তা ঘোষণা করা সম্ভব নয়; কারণ, দিনটি প্রজাতন্ত্র দিবসের খুব কাছাকাছি বলে গতিবিধির উপর নিয়ন্ত্রণের দরুন আলাপ-আলোচনার জন্য দিল্লিতে যাতায়াত করাটা কঠিন। পাশাপাশি আরও একটা প্রস্তাব, বাজেট কি কোনও কাজের দিন সকালবেলা ঘোষণা করা উচিত; না কি তা পেশ করার জন্য স্পষ্ট করে ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম শুরুবার দুপুর দু'টো বা প্রথম শনিবার বেলা এগারোটার মতো নির্দিষ্ট দিনক্ষণ ধার্য করা উচিত?

● **রেল বাজেট :**

ব্রিটিশ রেলওয়ে অর্থনীতিবিদ উইলিয়াম অকওয়ার্থ-এর সুপারিশ অনুযায়ী ১৯২৪ সাল থেকে পৃথক রেল বাজেট পেশ করে আসা হচ্ছে। যাই হোক, ১৯৪৯ সাল থেকেই বেশ কিছু সংখ্যক কমিটি কেন্দ্রীয় বাজেটের সঙ্গে রেল বাজেটকে মিলিয়ে দিতে পরামর্শ দিয়ে আসছে। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে তা এত দিন মান্য করা যায়নি। এবারে রেল বাজেটকে সাধারণ বাজেটে মিশিয়ে দেওয়ার ফলে গ্রাহকরা রেলওয়ের কাজেকর্মে পেশাদারিত্ব, সেরা মানের পরিষেবা, আধুনিক সরঞ্জাম এবং সুরক্ষা ব্যবস্থাপত্র তথা বাজার নির্ধারিত যুক্তিযুক্ত ও প্রতিযোগিতা সাপেক্ষিক ভাড়া বা মাশুল আশা করতে পারেন। একইভাবে, রেলও অবিরত সংসদীয় নজরদারির/জবাবদিহির থেকে নিস্তার পেয়ে এক বাড়তি মেদবিহীন এবং প্রযুক্তিগত দিক থেকে সেরা মানের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলার উপর জোর দিতে পারবে। যেমনটি সফলভাবে করা গেছে কোঙ্কণ রেলওয়ের ক্ষেত্রে।

সারণি-৭
বাজেটে আস্থা সঞ্চারের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ

বিশদ	বৃদ্ধি	হিসাব-বহির্ভূত টাকা	আস্থা
রেলের PSE-গুলির শেয়ার শেয়ার বাজারে	✓		✓
ব্যাংকগুলিকে ফের ১০ হাজার কোটি টাকা মূলধন জোগানো	✓		✓
ঋণের পরিমাণ জিডিপি-র ৬০ শতাংশ	✓		✓
পরবর্তী ৩ বছরের জন্য ৩ শতাংশ রাজস্ব ঘাটতি	✓		✓
৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত বার্ষিক টার্নওভারের ক্ষেত্রে আয়করে সুবিধা	✓		✓
মার্চ, ২০১৭-র মধ্যে ১০ লক্ষ নতুন PoS terminal	✓	✓	✓
নগদে লেনদেনের ঊর্ধ্বসীমা ৩ লক্ষ টাকা	✓	✓	✓
রাজনৈতিক দলগুলির অর্থ সংগ্রহের উপর কড়াকড়ি	✓	✓	✓

সূত্র : কেন্দ্রীয় বাজেট ২০১৭-'১৮, ভারত সরকার

● **বাজেটীয় পরিভাষার যুক্তিপূর্ণ শ্রেণিবিভাগ :**

কেন্দ্রীয় বাজেটে পরিকল্পনা এবং পরিকল্পনা-বহির্ভূত এভাবে শ্রেণিভাগের অবসান এক গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার। পরিকল্পনা (Plan) শব্দটি আর্থ-সামাজিক কল্যাণ কর্মসূচিগুলির মধ্যে এক অনাকাঙ্ক্ষিত ভেদাভেদের পাঁচিল তুলে দেয়। এই বিষয়টি মাথায় রেখে নীতিগত সিদ্ধান্তের দৃষ্টিকোণ থেকে এই সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ভারতে এক বহুল প্রচলিত সাধারণ বিশ্বাস হল, পরিকল্পনা ব্যয় সঠিক এবং পরিকল্পনা-বহির্ভূত ব্যয় হল এক অপচয়। এই

অভিমতের দরুন এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে, এমন কি সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও পরিকল্পনা-বহির্ভূত ব্যয় না করায় অবহেলিত হয়। একইভাবে, কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয়ের তরফেই পরিকল্পনা ব্যয়ের পরিমাণ উত্তরোত্তর বাড়ানোর প্রতি একনিষ্ঠ আগ্রহ চোখে পড়ে। এই শ্রেণিবিভাগ তুলে দেওয়ার ফলে, ব্যয় এবং ফলাফলের মধ্যে এক সরাসরি যোগসূত্র স্থাপিত হবে। যা কি না সরকারি ব্যয়ের কার্যকারিতার মূল্যায়ন করতে উপযোগী হবে। কাজেই এখন বাজেট প্রস্তুতের ফোকাসটি রাজস্ব এবং মূলধনী ব্যয়ের উপর সরে গেছে। যেমনটি কি না আদতে সংবিধানে বলা ছিল। কার্যকর, ধোঁয়াশাহীন তথা বিশ্লেষণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য এক সুস্পষ্ট বিভেদরেখা থাকা দরকার রাজস্ব ব্যয় এবং মূলধনী ব্যয়ের মধ্যে। এই বিভেদরেখা সরকার চালানোর ব্যয় এবং সরকারি বিনিয়োগের হিসাবনিকাশ করতে সহায়ক।

সংবিধানের ১১২ নং ধারা অনুযায়ী, বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন রাজস্ব খাতে ব্যয়কে অন্যান্য ব্যয়ের থেকে অবশ্যই আলাদা করে তুলে ধরবে। সরকারের সাধারণ আর্থিক বিধি, ২০০৫ (General Financial Rule, 2005) অনুযায়ী, ব্যয়ের হিসাবনিকাশ করার সময় রাজস্ব খাতে ব্যয়ের জন্য অন্যান্য ব্যয়ের থেকে পৃথক একটি অনুবিধি থাকবে। উল্লেখিত অন্যান্য ব্যয়ের মধ্যে পড়ছে মূলধনী খাতে ব্যয়, সরকার যে ঋণ করেছে, ঋণ পরিশোধ এবং স্বল্পমেয়াদি ঋণ গ্রহণ।

আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতায় অবশ্য ব্যয়ের ক্ষেত্রে ভেদাভেদ করাকে চূড়ান্ত আবশ্যক বলে সুপারিশ করা হচ্ছে না। বাস্তবে, দেখা গেছে বহু উন্নত দেশই তাদের বিকাশশীল অবস্থাকালীন সময়ে সম্পদের সুষ্ঠুতর বিলিবণ্টনের জন্য রাজস্ব এবং মূলধনী খাতের মধ্যে পার্থক্য বজায় রেখে চলত। এর মধ্যে কিছু দেশ তা এখনও ধরে রেখেছে, পক্ষান্তরে কিছু দেশ পৃথক শ্রেণিবিভাগের এই রীতি তুলে দিয়েছে।

সারণি-৮
ভারতে কর প্রদানের পরিসংখ্যান—সাধারণ

শ্রেণি	সংখ্যা
অসংগঠিত ক্ষেত্রে নিযুক্ত মানুষজন	৪.২ কোটি
বেতন বাবদ আয়ের জন্য রিটার্ন দাখিলকারী ব্যক্তিবিশেষ	১.৭ কোটি
চিরাচরিত ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগ	৫.৬ কোটি
রিচার্ন দাখিলের সংখ্যা	১.৮ কোটি
নিবন্ধীকৃত কোম্পানি	১৩.৯ লক্ষ
রিটার্ন দাখিলকারী কোম্পানি	৫.৯ লক্ষ
শূন্য আয়/লোকসানে চলছে বলে ঘোষণাকারী কোম্পানি	২.৮ লক্ষ
কোম্পানির ঘোষিত মুনাফা ১ কোটিরও কম	২.৮ লক্ষ
কোম্পানির দেখানো মুনাফা ১ থেকে ১০ কোটির মধ্যে	২৮,৬৬৭
কোম্পানির দেখানো মুনাফা ১০ কোটির বেশি	৭,৭৮১

সূত্র : কেন্দ্রীয় বাজেট বক্তৃতা ২০১৭-'১৮, ভারত সরকার

সারণি-৯
ভারতে কর প্রদানের পরিসংখ্যান—ব্যক্তিগত

শ্রেণি	সংখ্যা
ব্যক্তিগত আয়কর রিটার্ন দাখিল	৩.৭ কোটি
কর রেহাই সীমার নিচে	৯৯ লক্ষ
আয় ২.৫ থেকে ৫ লক্ষ টাকার মধ্যে	১.৯ কোটি
আয় ৫ থেকে ১০ লক্ষ টাকার মধ্যে	৫২ লক্ষ
আয় ১০ লক্ষ টাকার উপর	২৪ লক্ষ
আয় ৫ লক্ষ টাকার উপর	৭৬ লক্ষ
এর মধ্যে বেতনভূক শ্রেণি	৫৬ লক্ষ
আয় ৫০ লক্ষ টাকার উপর	১.৭ লক্ষ

সূত্র : কেন্দ্রীয় বাজেট ২০১৭-'১৮, ভারত সরকার

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, বিমুদ্রীকরণের প্রভাব কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে তথা আন্তর্জাতিক দুনিয়ার অনিশ্চয়তার পরিপ্রেক্ষিতে যে বাজেট প্রস্তাব ঘোষণা করা হয়েছে তা এক কথায় বাস্তবধর্মী। যাই হোক বিমুদ্রীকরণের দৌলতে সরকার নিজের ভাঁড়ারে যে ফসল ওঠাতে পেরেছে, সেই সূত্র ধরে দুর্নীতি মুক্ত ভারত গঠন সুনিশ্চিত করতে সরকারকে আরও কড়া কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে। শুধুমাত্র নগদে লেনদেনের ঊর্ধ্বসীমা ৩ লক্ষে বেঁধে দেওয়া বা রাজনৈতিক দলগুলিকে ব্যক্তিগত অনুদানের পরিমাণ ন্যূনতম করার মতো দাওয়াই দিয়ে বসে থাকলে হবে না। সাধারণভাবে বাজেটে যে সব পদক্ষেপের ঘোষণা করা হয়েছে তা কর ভিত্তির পরিসর বাড়াবে। অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির সঙ্গেও তা সাযুজ্যপূর্ণ। কিন্তু এই বাজেটে যুক্তির জোর তথা দীর্ঘমেয়াদি দূরদৃষ্টির অভাব আছে। কীভাবে আমাদের জনসংখ্যাগত সুবিধাজনক অবস্থানকে সার্থকভাবে কাজে লাগানো সম্ভব; ভারতকে কোন পথে ডিজিট্যাল করে তোলা যাবে; আর্থিক ক্ষেত্রের দীর্ঘমেয়াদি সংস্কার হাতে নেওয়া এসব বিষয়েও কোনও সুস্পষ্ট রোড ম্যাপ তুলে ধরা হয়নি এই বাজেটে।❑

(লেখক IIM, বেঙ্গালুরু-এর অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞান ক্ষেত্রে অধ্যাপক। তিনি ডিসেম্বর, 2016 পর্যন্ত রিজার্ভ ব্যাংকের চেয়ার প্রফেসর ছিলেন। ইমেল : charansingh60@gmail.com)

WBCS - 2017 মেনস্ : সাফল্য আসুক এবারেই

২৯ শে জানুয়ারী আয়োজিত হল WBCS - 2017 -র প্রিলি পরীক্ষা। বিগত কয়েক মাস/বছরের শ্রম সাধনাকে উজাড় করে দিয়ে আসতে হয়েছে OMR শীটের আটশোটি খোপে। প্রশ্নের ধরন বা কাঠিন্য যাই হোক না কেন, সকলের জিজ্ঞাস্য এখন একটাই — কাট অফ ! মিলিয়ন ডলার এই প্রশ্নটি আর এখন শুধু মুখে মুখে ফিরছে না, প্রশ্নটির বিপুল স্রোত আছড়ে পড়ছে ফেসবুক, টুইটার ও হোয়াটস্-অ্যাপেও। সন্দেহের অবকাশ নেই যে, প্রিলির প্রশ্ন গত বছরের তুলনায় একটু সহজ হয়েছে। বিজ্ঞান ছাড়া বাকি বিষয়গুলির প্রশ্ন মোটামুটি সহজই ছিল। ভূগোলের প্রশ্নগুলিতে অবশ্য নেগেটিভ হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। বিগত বছরের প্রশ্ন থেকে রিপিট প্রশ্নের সংখ্যা ছিল **৬৮টি**, যার মধ্যে শুধুমাত্র ইতিহাসে রিপিট প্রশ্নের সংখ্যা **৩৬ টি**। এই সব কারণে কাট অফ মার্কস ১০ % অর্থাৎ ২০ নম্বর বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অনুমান করা যায়, এ বছর কাট অফ হবে ১০৪-১০৫ এর আশে পাশে। মেনসের আসন সংখ্যা যদি বাড়ে তবে কাট অফ ১০০ এর নীচেও নামতে পারে।

আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বলা যায়, প্রিলি এক অতীত ঘটনা, উত্তর মেলানো বা কাট অফ জানা কিংবা প্রিলি পাশ করছি কি না — এ সমস্ত বিষয়ের ওপর মেনসের প্রস্তুতি থমকে থাকতে পারে না। কেউ যদি ভেবে থাকে প্রিলি পাশের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে তবেই মেনসের প্রস্তুতি শুরু করব — সে অবশ্যই মূর্খের স্বর্গে বাস করছে। প্রিলি পাশের নিশ্চয়তা থাক বা না থাক, মেনসের লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। আজ থেকে, এখন থেকেই।

মনে রাখতে হবে প্রিলি হল 'এলিমিনেশন টেষ্ট', আর মেনস হল 'সিলেকশন টেষ্ট'। অর্থাৎ চাকরী লাভের আসল লড়াই শুরু মেনস থেকে। বাড়িতে বসে গাইডেন্সহীন খাপছাড়া প্রস্তুতি একচান্সে মেনসে কাঙ্খিত সাফল্য আনতে পারবে না। এখানে সাফল্যের জন্য চাই নিখুঁত পরিকল্পনা সহযোগে এক নাগাড়ে বুদ্ধিদীপ্ত প্রস্তুতি। দিন রাত এক করে শুধু পড়ে গেলেই চলবে না, পড়ার পাশাপাশি নিজের মগজটাকেও ব্যবহার করতে হবে। জানতে হবে মেনসের প্রশ্ন কোথা থেকে আসে, কুল কিনারাহীন অথৈ সিলেবাসে ডুব দিয়ে মণিমুক্তোর মতো তুলে আনতে হবে শুধুমাত্র প্রাসঙ্গিক বিষয় বা টপিকগুলিকে। পড়তে হবে কম, বাদ দিতে হবে বেশী। পরিশ্রম করতে হবে কম, ভাবতে হবে বেশী। **হার্ড ওয়ার্ক নয়, দরকার স্মার্ট ওয়ার্ক।**

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন এমন এক প্রতিষ্ঠান যেখানে শুধুমাত্র WBCS পড়ানো হয়। অর্থাৎ এই সংস্থা WBCS এর ব্যাপারে স্পেশালাইজড্ বলা যায়। WBCS টপাররা এখানে ক্লাস নেন। এখানকার নোটস উন্নত মানের, যেখান থেকে প্রচুর প্রশ্ন কমন পাওয়া যায়। এবারের প্রিলি পরীক্ষায় **এখানকার দুটি বই-'স্ক্যানার' এবং 'প্র্যাকটিস সেট ও কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স'** থেকে ১৩০টিরও বেশী প্রশ্ন কমন ছিল। সুতরাং আর দেরি নয়, এই বছরের অন্ততঃ একটা চাকরী নিশ্চিত করতে চাইলে আজই যোগদান করতে হবে **WBCS-২০১৭ এর 'মেনস ব্যাচে'**। এই ব্যাচটি খুব শীঘ্রই শুরু হচ্ছে। এই ব্যাচের ক্লাসরুম গাইডেন্স চলবে মেনস পরীক্ষার আগে পর্যন্ত, নেওয়া হবে ৫০টি ক্লাস টেস্ট এবং প্রায় ৩০টি মকটেস্ট। ক্লাসরুম গাইডেন্স একদিকে মেন পরীক্ষার্থীদের targeted preparation এ সাহায্য করবে, অপর দিকে উন্নত মানের মকটেস্ট প্রার্থীদের performance কে বহুলাংশে ইমপ্রুভ করবে, ফলে প্রার্থীরা পরীক্ষার খাতায় নিজের সেরাটা দিয়ে আসতে পারবে। **তোমাদের একটি সঠিক পদক্ষেপ এবং আমাদের এক্সপার্ট গাইডেন্সের যুগপৎ প্রয়াসে অতি সহজেই আসবে তোমাদের সাফল্য, এবারেই।**

WBCS - 2017 মেনস্ মকটেস্ট

কোর্সটিতে আছে — • প্রতিটি বিষয়ের ২০০ নম্বরের মকটেস্ট • ৪০-৫০ টি ক্লাসটেস্ট • কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের সম্পূর্ণ নোটস্ • S&T এবং EVS এর নোটস্ • সামিম স্যারের স্ট্র্যাটেজী ক্লাস

MOCK TEST SCHEDULE FOR WBCS MAINS-2017

VSTs	DATE	TIME	SUBJECTS	VSTs	DATE	TIME	SUBJECTS
VST-01	05.03.2017	2 - 4.30 pm	HIST	VST-15	30.04.2017	2 - 4.30 pm	GK & CA
VST-02			GEO	VST-16			ST & EVS
VST-03	19.03.2017	2 - 4.30 pm	ECO	VST-17	07.05.2017	2 - 4.30 pm	BNG/HINDI/URDU
VST-04			COI	VST-18			ENG
VST-05	26.03.2017	2 - 4.30 pm	GK & CA	VST-19	14.05.2017	2 - 4.30 pm	HIST
VST-06			ST & EVS	VST-20			GEO
VST-07	02.04.2017	2 - 4.30 pm	BNG/HINDI/URDU	VST-21	21.05.2017	2 - 4.30 pm	ECO
VST-08			ENG	VST-22			COI
VST-09	09.04.2017	2 - 4.30 pm	ARITH	VST-23	28.05.2017	2 - 4.30 pm	ARITH
VST-10			GI	VST-24			GI
VST-11	16.04.2017	2 - 4.30 pm	HIST	VST-25	04.06.2017	2 - 4.30 pm	ST & EVS
VST-12			GEO	VST-26			GK & CA
VST-13	23.04.2017	2 - 4.30 pm	ECO				
VST-14			COI				

আপনি কি গ্র্যাজুয়েট ?

তাহলে আপনার লক্ষ্য হওয়া উচিত WBCS

কারণ **WBCS** সহজ পরীক্ষা এবং **WBCS** কাউকে খালি হাতে ফেরায় না। অতি সাধারণ মেধার ছাত্রছাত্রীরা **WBCS** অফিসার হতে পারে যদি থাকে তার তীব্র জেদ, পরিশ্রম করার মানসিকতা এবং সঠিক গাইডেন্স। **WBCS** এর প্রস্তুতি নিলে কোনও না কোন একটা চাকরি পাওয়াই যায়।

২০১৮ - এর ব্যাচের ভর্তি চলছে। আসন সংখ্যা সীমিত।

POSTAL COURSE

প্রিলি ও মেনসের জন্য পোস্টাল কোর্স চালু আছে। পোস্টাল কোর্সে রয়েছে— • প্রিলি এবং মেনসের কমনযোগ্য নোটস্ • ১৫০টিরও বেশি ক্লাসটেস্ট এবং মকটেস্ট • ডব্লুবিসিএস অফিসার দ্বারা ইন্টারভিউয়ের জন্য বিশেষ গ্রুমিং সেশন • নির্বাচিত কিছু ক্লাস • প্রিলি এবং মেনস্-এর জন্য স্ট্র্যাটেজী এবং নেগেটিভ কন্ট্রোলের বিশেষ ক্লাস।

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন

হেড অফিস ঃ দ্য সেল্ফ কালচার ইন্সটিটিউট, ৫৩/৬ কলেজস্ট্রীট (কলেজ স্কোয়ার), কলকাতা - ৭০০০৭৩

9038786000
9674478644

Website : www.academicassociation.in ❋ Uluberia-9051392240 ❋ Barasat-9800946498
❋ Berhampur-9474582569 ❋ Birati-9674447451 ❋ Siliguri-9474764635 ❋ Medinipur Town-9474736230

Budget forbetter INDIA 2017-18

আর্থিক সমীক্ষা ও অর্থনীতির সাম্প্রতিক প্রবণতা

*২০১৬-'১৭-এর আর্থিক সমীক্ষায় ভারতীয় অর্থনীতির শক্তি, দুর্বলতা, সুযোগ ও ঝুঁকিগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনার প্রচেষ্টা রয়েছে এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ ও দুর্বলতার মোকাবিলার উদ্দেশ্যে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট সংস্কার ও কর্মকাণ্ডের সুপারিশ করা হয়েছে। যেসব প্রায়োগিক তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে সমীক্ষাটি ব্যাখ্যাত বা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে অথবা অর্থনীতির শক্তি বা সুযোগের মূল্যায়ন করা হয়েছে, তা নিয়ে মতের বিভিন্নতা থাকতেই পারে। এসব নগণ্য সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এবারের আর্থিক সমীক্ষাটি এক প্রশংসনীয় কাজের পরিচয় রেখেছে। লিখেছেন—***রবীন্দ্র এইচ. ঢোলাকিয়া**

চলতি বছরের গত ৩১ জানুয়ারি সংসদে পেশ হওয়া ২০১৬-'১৭ সালের আর্থিক সমীক্ষায় বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে ভারতীয় অর্থনীতির একাধিক সাম্প্রতিক বৈশিষ্ট্য। সমীক্ষাটির নেপথ্যে রয়েছে ব্যাপক গবেষণা ও প্রায়োগিক তথ্যপ্রমাণ। গবেষক, বিশেষজ্ঞ ও সরকারি আধিকারিকদের সম্মিলিত প্রয়াসলব্ধ এবারের সমীক্ষাটি মাত্র এক খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে যা এক ব্যতিক্রমী ঘটনা। বলা হয়েছে যে অর্থনীতির বার্ষিক কাজকর্ম সম্বলিত আর একটি বিশদ খণ্ড পরে প্রকাশ করা হবে। সমীক্ষায় বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে অর্থনীতির মৌলিক শক্তি, নিহিত দুর্বলতা, সম্ভাব্য সুযোগ-সুবিধা ও ঝুঁকির বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করার ওপর। এগুলি সম্পর্কিত যাবতীয় অগ্রগণ্য বিষয় নিয়ে সংক্ষেপে নিচে আলোচনা করা হচ্ছে।

শক্তি

(১) বলা যেতেই পারে যে বিশ্ব অর্থনীতির বেহাল দশা ও প্রভূত মন্থরতার পরিবেশে ভারতীয় অর্থনীতি তার সার্বিক কাজকর্মের নিরিখে এখনও এক উজ্জ্বল ছবি বজায় রাখতে পেরেছে। সমীক্ষায় ২০১৬-'১৭ সালে অগ্রগতির হারের পূর্বাভাস ৬.৫ শতাংশ থেকে ৬.৭৫ শতাংশ বলে উল্লেখ করা হলেও আর্থিক নীতি কমিটির মতে ওই বৃদ্ধি প্রায় ৭ শতাংশে পৌঁছবে এবং ভারত বিশ্বের দ্রুততম বিকাশশীল বড়ো অর্থনীতি হয়ে উঠবে। মুদ্রাস্ফীতির হার ৪ থেকে ৫ শতাংশে এবং আরও কমার দিকে। বৈদেশিক লেনদেনে চলতি খাতের ঘাটতি মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপি-র ১ শতাংশের নিচে থাকবে এবং মোটামুটিভাবে স্থিতিশীল হবে ডলার-টাকা বিনিময় হার। বৈদেশিক ঋণ-এর পরিমাণ নিরাপদ সীমার মধ্যেই বাঁধা থাকবে এবং উদয় যোজনার রূপায়ণ হোক বা না হোক কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলিও আর্থিক সংহতি ও শৃঙ্খলা অনুসরণ করার সাম্প্রতিক নজির বজায় রাখবে।

"প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের অন্তর্প্রবাহের হিসাবে বৃহত্তম দেশগুলির মধ্যে ভারতও রয়েছে। এর কারণ এই বিনিয়োগ বিধির সংস্কার সাধন। জিডিপি-র অনুপাতে এক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার ২০১৫-'১৬-র ১.৭ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১৬-'১৭-র দ্বিতীয়ার্ধে দাঁড়িয়েছে ৩.২ শতাংশ। গত ডিসেম্বর অবধি হিসাবের ভিত্তিতে বিদেশি মুদ্রার সঞ্চিত তহবিল হল ৩৬০ বিলিয়ন ডলার।"

(২) প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের অন্তর্প্রবাহের হিসাবে বৃহত্তম দেশগুলির মধ্যে ভারতও রয়েছে। এর কারণ এই বিনিয়োগ বিধির সংস্কার সাধন। জিডিপি-র অনুপাতে এক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার ২০১৫-'১৬-র ১.৭ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১৬-'১৭-র দ্বিতীয়ার্ধে দাঁড়িয়েছে ৩.২ শতাংশ। গত ডিসেম্বর অবধি হিসাবের ভিত্তিতে বিদেশি মুদ্রার সঞ্চিত তহবিল হল ৩৬০ বিলিয়ন ডলার।

(৩) ২০১৫-'১৬-তে পাইকারি মূল্য সূচক ও ক্রেতা মূল্য সূচকের মধ্যে মুদ্রাস্ফীতির হারের যে বিরাট ব্যবধান ছিল তা এখন দূর হয়েছে এবং আপেক্ষিক মূল্য স্তরে এসেছে উল্লেখযোগ্য স্থিতি।

(৪) উচ্চ মূল্যের নোট বাতিলের প্রক্রিয়া সফল হওয়াতে যেসব সুফল পাবার সম্ভাবনা রয়েছে, সেগুলি হচ্ছে দুর্নীতির প্রবণতা হ্রাস, গার্হস্থ্য সঞ্চয়ের প্রসার ও করদাতাদের সংখ্যা বৃদ্ধি।

(৫) পণ্য পরিষেবা কর বা জিএসটি সংসদে পাস হবার পর সেটি রূপায়িত হলে দেশব্যাপী একটি অভিন্ন বাজার সৃষ্টি হবে, উন্নত হবে কর মান্যতা, গতিসঞ্চার ঘটবে লগ্নী ও বৃদ্ধির হারে এবং সুনিশ্চিত হবে সুষ্ঠু প্রশাসন পদ্ধতি।

(৬) ম্যানুফ্যাকচারিং রপ্তানিতে বিশ্ব বাজারে ভারতের অংশভাক বৃদ্ধি পাচ্ছে; কারণ উচ্চ হারে মূলধন প্রবেশ ও মুদ্রাস্ফীতি

সত্ত্বেও দেশের অর্থনীতির প্রতিযোগিতামূলক পরিচিতি অটুট রয়েছে।

(৭) আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যের প্রবণতা অনুযায়ী ভারতে অভ্যন্তরীণ পণ্য চলাচলের পরিমাণ জিডিপি-র ৫৪ শতাংশ যা কি না আবার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বহরের চেয়ে ১.৭ গুণ বেশি। একইভাবে কাজের সন্ধানে স্থানান্তরী মানুষের সংখ্যা এ দেশে যথেষ্ট বেশি।

(৮) জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতি পালনের প্রশ্নে ভারত পেট্রোলিয়াম ও ডিজেলের ওপর কর আরোপ করে বিশ্বের অধিকাংশ দেশের তুলনায় ভালো ফল দেখাতে পেরেছে।

(৯) জনসংখ্যার মাপকাঠিতে প্রতি-তুলনীয় দেশগুলির চেয়ে ভারত স্পষ্টত এক সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে। একাধিক, বড়ো রাজ্যের মধ্যে জনসংখ্যার বিপুল তারতম্য ভারতের পক্ষে দীর্ঘমেয়াদে এক অনুকূল সূচক।

(১০) ভারতে রয়েছে জন-ধন যোজনা, আধার কার্ড ও মোবাইল ফোনের এক সুবিস্তৃত নেটওয়ার্ক ও পরিকাঠামো। বিশেষ করে টার্গেট জনগোষ্ঠীর কাছে ও দুর্গম এলাকায় সরাসরি পৌঁছনোর ক্ষেত্রে এগুলি কার্যকর ভূমিকা নেবে।

(১১) গড়পরতা আয়ু, উর্বরতার হারের মতো স্বাস্থ্য পরিমাপকের ক্ষেত্রে সারা দেশের সমকেন্দ্রিকতা লক্ষণীয় বিষয়।

(১২) অর্থনীতির শক্তিশালী দিকগুলি অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে ভারতে মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদে প্রকৃত অর্থে ৮ থেকে ১০ শতাংশ বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে।

সমীক্ষায় অবশ্য অর্থনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ শক্তির কথা উল্লেখিত হয়নি। সেটি হলে বিভিন্ন স্তরে ভারতে একটি সর্বজন স্বীকৃত গণতন্ত্রের অধিষ্ঠান; যার আওতায় রয়েছে সুপরিচালিত একাধিক প্রতিষ্ঠান, ব্যাপক জনমুখী প্রশাসন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া। আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের কাছে এটি নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক দিক।

দুর্বলতা

(১) আর্থিক সম্ভাবনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার পথে বড়ো দুর্বলতা হল আয় ও সম্পদের পুনর্বণ্টন এবং পরিষেবা প্রদান ও বাজার নিয়ন্ত্রণ বিধির সক্ষমতা অর্জনের প্রশ্নে যেসব প্রচলিত সামাজিক আদর্শ, মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে সেগুলি সম্পর্কিত।

"দেশের বড়ো বড়ো রাজ্যগুলির মধ্যে জনসংখ্যার দিক থেকে অনেকটা তারতম্য রয়েছে। এ ব্যাপারে রাজ্যগুলিতে মোটামুটিভাবে দু'টি গোষ্ঠীতে বিভক্ত করা যেতে পারে। এক দিকে থাকবে পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কেরালা ও কর্ণাটকের মতো সমুদ্র-সংলগ্ন রাজ্যগুলি, অন্য দিকে থাকবে মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের মতো পশ্চাৎবর্তী রাজ্যগুলি। দেখা যাচ্ছে, সমুদ্র-সংলগ্ন রাজ্যগুলির তুলনায় পশ্চাৎবর্তী রাজ্যগুলিতে তরুণতর মানুষজনের সংখ্যা অনেক বেশি। জনসংখ্যার এই বিশিষ্টতা এটাই প্রমাণ করে যে, দেশে শ্রমিক স্থানান্তরের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে, যা অবশ্যই উচ্চতর বিকাশ ও জনকল্যাণ অর্জনের সহায়ক।"

এছাড়া সম্পত্তির অধিকার ও বেসরকারি ক্ষেত্রের ভূমিকা নিয়েও রয়েছে অস্বাভাবিক বিভ্রান্তি। ঐতিহাসিকভাবে বেড়ে ওঠা কায়েমি স্বার্থের সঙ্গে মিলিত হয়ে এই সব দুর্বলতা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সম্ভাবনাকে প্রতিকূলতার দিকে ঠেলে দিয়েছে।

(২) কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির উদ্যোগে অনেকগুলি পুনর্বণ্টন নীতি থাকা সত্ত্বেও এগুলির ক্ষেত্রে সঠিক টার্গেট নেওয়া হয়নি। এমন কী পণ্য ও পরিষেবা করের আসন্ন রূপায়ণও অত্যধিক জটিল পরিকাঠামো ও কার্যকর নক্শার অভাবে ক্ষুণ্ণ হতে পারে।

(৩) সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রের ভূমিকা কী হবে তা নিয়েও রয়েছে আদর্শগত ও দার্শনিক বিভ্রান্তি। এর ফলে এসেছে অফলপ্রসূ বিলম্ব এবং সৃষ্টি হয়েছে সরকারি সংস্থার বিলগ্নীকরণ, সম্পত্তির অধিকার রক্ষা ইত্যাদি নিয়ে বিতর্ক।

(৪) নিত্য প্রয়োজনীয় জনকৃত্যগুলির মধ্যে বিভিন্ন রাজ্যে স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ব্যবস্থাপনা আদৌ অনুকরণযোগ্য হয়ে ওঠেনি। এক্ষেত্রে দক্ষতার অনুপস্থিতি একটি বড়ো দুর্বলতা।

(৫) বেসরকারি বিনিয়োগ কম এবং রপ্তানিও বাড়ছে না উল্লেখযোগ্য হারে। অগ্রগতির অন্যতম চালিকা শক্তি এই দু'টি ক্ষেত্র সাম্প্রতিককালে মন্দীভূত হয়েছে।

(৬) কর্পোরেট ক্ষেত্র ও বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি একযোগে তাদের ব্যালান্স শিট নিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। ইতোমধ্যেই ঋণ খেলাপের দরুন বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি নতুন লগ্নীর প্রতি বিমুখ হচ্ছে; অন্যদিকে, ব্যাংকগুলিও তাদের বিপুল অনুৎপাদক সম্পদের বোঝার কারণে ঋণ দিতে এগিয়ে আসছে না।

(৭) স্পেকট্রাম নিলাম, বিলগ্নীকরণ এবং লাভাংশ বাবদ সরকারের আদায়ীকৃত অর্থ প্রত্যাশিত পরিমাণে পৌঁছায়নি এবং এর দরুন কেন্দ্রীয় সরকারের কর-বহির্ভূত রাজস্বও লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতেও এক্ষেত্রে আদায় বাড়ার সম্ভাবনা নেই।

(৮) রাজ্য বাজেটগুলিতে সম্প্রতি রাজস্ব ঘাটতির প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। উদয় প্রকল্পের রূপায়ণ এর একটি অন্যতম কারণ। চলতি বছর থেকে অবস্থার উন্নতি হবে বলে আশা করা হলেও রাজ্য বন্ডগুলিতে সুদ বাবদ ব্যয় গত বছরের অক্টোবরের তুলনায় ২০১৭-এর জানুয়ারির নিলামে অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

(৯) ঋণ-জিডিপি অনুপাত হ্রাসের লক্ষ্যে প্রাথমিক ঘাটতি লাঘবের প্রচেষ্টার বদলে উচ্চ হারে আয় বৃদ্ধির ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতার ফলে কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার কারও পক্ষেই প্রত্যাশিত ফল পাওয়া সম্ভব হয়নি।

(১০) গড়পরতা হিসাবে দেশের জেলাগুলিতে পরিচালিত বিভিন্ন প্রকল্পে সরকারি তহবিলের বণ্টন ত্রুটিপূর্ণ হয়েছে। এর ফলে দারিদ্র্য অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে তহবিলের ঘাটতি লক্ষ্য করা গেছে।

(১১) ভারতে কর্মক্ষম বয়সের জনসংখ্যা ও অ-কর্মক্ষম বয়সী জনসংখ্যার অনুপাত ২০২০ নাগাদ সর্বোচ্চ মান ১.৭-এ পৌঁছবে। ব্রিকসভুক্ত অন্যান্য দেশের সমতুল্য সর্বোচ্চ মানের চেয়ে ভারতের মান যথেষ্ট নিচে। জনসংখ্যাজনিত সুফলের লক্ষ্যে ওই মানের নিম্নমুখিতা অনস্বীকার্য। আরও দীর্ঘতর সময়ের ব্যবধানে ভারতে অবশ্য ওই অনুপাতের মূল্য বাড়তে পারে।

(১২) সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বিনিয়োগ ও সঞ্চয় হার হ্রাসপ্রাপ্ত হচ্ছে।

(১৩) রাজ্যভেদে আয় ও ক্রয়ের অসাম্য ভারতে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সুযোগ

(১) কর্পোরেটগুলির লকড-আপ বা আবদ্ধ সম্পদ মুক্ত করার স্বার্থে দেউলিয়া আইন সংশোধন করা হোক।

(২) আধার কার্ডের আইনি ভিত্তি আরও মজবুত করা হোক, যাতে করে সরকারি কর্মসূচিগুলির সুদক্ষ পরিচালনা ও ডিজিট্যাল অর্থ প্রদান সুনিশ্চিত হয়।

(৩) প্রতিযোগিতামূলক ও সমবায়ভিত্তিক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যবর্তিতায় দক্ষতা, বিনিয়োগ ও প্রযুক্তির ব্যবহারকে আকর্ষণীয় করা হোক।

(৪) সুদৃঢ় রাজনৈতিক সদিচ্ছা নিয়ে কাঠামোগত সংস্কারের অসমাপ্ত অ্যাজেন্ডাগুলিকে সম্পূর্ণ করা হোক। উচ্চ মূল্যের কারেন্সি বাতিল করার পর এটার প্রয়োজনীয়তা আরও জরুরি হয়ে উঠেছে; কারণ দীর্ঘ দিন পরে ক্ষমতাশীল সরকারের সংসদে নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা রয়েছে।

(৫) মার্কিন অর্থনীতিতে সাম্প্রতিককালে ডলারের উত্থান ঘটায় চিন তার রপ্তানি কমিয়ে জোর দিতে পারে তাদের অভ্যন্তরীণ ক্রয়ের ওপর। এর দরুন ভারত ও বিশ্বের আরও অনেক দেশের ওপর ইতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। চিনের পরিত্যক্ত জায়গার দখল নেবার জন্য ভারত-সহ একাধিক দেশের মধ্যে শুরু হতে পারে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

(৬) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি প্রভৃতির মতো শিল্পোন্নত দেশে উচ্চতর বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা দিলে ভারতের মতো বিকাশশীল দেশ থেকে রপ্তানির পুনরুজ্জীবন ঘটতে পারে।

(৭) ব্রেক্সিট-পরবর্তী পরিস্থিতিতে শ্রমনিবিড় রপ্তানি প্রসারের সম্ভাবনা বেড়েছে। এর ফলে যুক্তরাজ্য ও ইউরোপের সঙ্গে অবাধ বাণিজ্য চুক্তিগুলি পুনর্বিবেচনার সুযোগ ভারতের সামনে এসেছে এবং রপ্তানি ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সম্ভাবনাও উন্নততর হয়েছে।

(৮) আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তিগুলির প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অপ্রতিকূল দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) ও বহুপাক্ষিক ব্যবস্থার প্রাসঙ্গিকতা ও কার্যকারিতা স্বভাবত বৃদ্ধি পাবে, যার ফলে আখেরে ভারতই উপকৃত হবে।

(৯) দেশের বড়ো বড়ো রাজ্যগুলির মধ্যে জনসংখ্যার দিক থেকে অনেকটা তারতম্য রয়েছে। এ ব্যাপারে রাজ্যগুলিতে মোটামুটিভাবে দু'টি গোষ্ঠীতে বিভক্ত করা যেতে পারে। এক দিকে থাকবে পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কেরালা ও কর্ণাটকের মতো সমুদ্র-সংলগ্ন রাজ্যগুলি, অন্য দিকে থাকবে মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের মতো পশ্চাৎবর্তী রাজ্যগুলি। দেখা যাচ্ছে, সমুদ্র-সংলগ্ন রাজ্যগুলির তুলনায় পশ্চাৎবর্তী রাজ্যগুলিতে তরুণতর মানুষজনের সংখ্যা অনেক বেশি। জনসংখ্যার এই বিশিষ্টতা এটাই প্রমাণ করে যে, দেশে শ্রমিক স্থানান্তরের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে, যা অবশ্যই উচ্চতর বিকাশ ও জনকল্যাণ অর্জনের সহায়ক।

(১০) সমুদ্র-সংলগ্ন রাজ্যগুলিতে জনসংখ্যার এই বিশিষ্টতা ২০২০ নাগাদ সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছবে, অন্যদিকে পশ্চাৎবর্তী রাজ্যগুলিতে তেমনটা ঘটবে ২০৪০ নাগাদ। স্পষ্টত জনসংখ্যা বিন্যাসের এই সুফল অন্য অনেক দেশের তুলনায় ভারতে দীর্ঘ দিন স্থায়ী হবে। এর আর একটি ইতিবাচক দিক হল বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে যে, অর্থনৈতিক ফারাক রয়েছে তা সময় মতো কমিয়ে আনার সুযোগ পাওয়া যাবে। এই সুযোগের সদ্ব্যবহারের জন্য প্রাসঙ্গিক আর্থিক সংস্কারের কথা ভাবা দরকার।

(১১) সুযোগ রয়েছে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পদ পুনর্বাসন এজেন্সি গঠন করারও। এটির সাহায্যে বৃহৎ ও জটিল কেসগুলি হাতে নিয়ে এবং প্রয়োজন সাপেক্ষে কড়া সিদ্ধান্ত নিয়ে জোড়া ব্যালান্স শিট সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হতে পারে।

ঝুঁকি

(১) আন্তর্জাতিক রেটিং এজেন্সিগুলির পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট সময় ধরে বিভিন্ন দেশের ম্যাক্রো-অর্থনীতির মূল্যায়নের দ্বারা রেটিং-এর মানোন্নয়ন করা হয়ে থাকে। তাদের এই কাজে ধারাবাহিকতার অভাব রয়েছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, বিগত সাত বছরে অর্থনৈতিক কাজকর্মের প্রভূত উন্নতি সত্ত্বেও ভারতের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ে রেটিং-এর হার সংশোধিত হয়নি। এটা এ দেশে বিনিয়োগ বাড়ানোর পথে বাধাস্বরূপ।

"আন্তর্জাতিক রেটিং এজেন্সিগুলির পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট সময় ধরে বিভিন্ন দেশের ম্যাক্রো-অর্থনীতির মূল্যায়নের দ্বারা রেটিং-এর মানোন্নয়ন করা হয়ে থাকে। তাদের এই কাজে ধারাবাহিকতার অভাব রয়েছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, বিগত সাত বছরে অর্থনৈতিক কাজকর্মের প্রভূত উন্নতি সত্ত্বেও ভারতের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ে রেটিং-এর হার সংশোধিত হয়নি। এটা এ দেশে বিনিয়োগ বাড়ানোর পথে বাধাস্বরূপ।"

(২) যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতন্ত্রে প্রতিযোগিতামূলক জনমোহিনী পদক্ষেপগুলির দ্বারা আর্থিক শৃঙ্খলা ও প্রশাসনের মান ব্যাহত হতে পারে।

(৩) বেতন ক্রম সংশোধন, উদয় বন্ড ইত্যাদির ফলে উদ্ভুত সমস্যাবলি রাজ্যগুলিকে তাদের আর্থিক শৃঙ্খলার লক্ষ্যপূরণের পথে উদ্বেগজনক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করছে।

(৪) আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও আবহ দ্রুত পালটিয়ে স্বতন্ত্রীকরণ ও রক্ষণশীলতার প্রতি ধাবমান হচ্ছে। উন্নত দেশগুলিতে এখন পণ্য, পরিষেবা ও শ্রমের প্রশ্নে বিশ্বায়ন বিরোধী মানসিকতা প্রবল হয়ে উঠছে। এর ফলে ভারতের পক্ষে আগামী দিনে ১৫-২০ শতাংশ রপ্তানি বৃদ্ধি এবং ৮-১০ শতাংশ জিডিপি বৃদ্ধি অর্জন করা অসম্ভব হতে পারে।

(৫) আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের পাশাপাশি পণ্যসামগ্রীর মূল্যস্তর ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে। একদিকে তেলের উৎপাদনে লক্ষ্যমাত্রা বাধাপ্রাপ্ত হলে এবং অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শেল গ্যাসের উৎপাদন সংক্রান্ত হুমকির ফলে যেসব সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে, আর্থিক সমীক্ষায় তার কোনও উল্লেখ নেই।

(৬) মার্কিন অর্থনীতির ঘটনাপ্রবাহের ধাক্কায় বিশ্বের উন্নত দেশগুলিতে সুদ ও মুদ্রাস্ফীতির হার সবল হওয়ার পথে। এর দ্বারা ভারতে মূলধনের অন্তর্প্রবাহ ও বহির্প্রবাহ তথা বিনিয়োগের পরিবেশ প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে পারে।

(৭) মার্কিন অর্থনীতির ঘটনাপ্রবাহে ডলারের উত্থান যদি ইউয়ানের অবচয় (ডেপ্রিসিয়েশন) ঘটায় তাহলে চিনে প্রবল কাঠামোগত রূপান্তর ও বিঘ্ন ঘটতে বাধ্য। এই পরিস্থিতি ভারতীয় লগ্নী প্রসারের সহায়ক হবে না। প্রকৃতপক্ষে মার্কিন-চিন বাণিজ্য যুদ্ধ যদি ঘটে তাহলে সমগ্র বিশ্ব অর্থনীতি টালমাটাল হয়ে উঠবে।

(৮) বিগত ৬ বছর যাবৎ বিশ্ব বাণিজ্য-জিডিপি অনুপাত নিম্নগামী হচ্ছে। এই উদ্বেগজনক অবস্থায় বিশ্ব বাণিজ্যে ভারতের রপ্তানি বৃদ্ধির প্রয়াস চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে।

(৯) ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ ও ফিলিপিন্সের মতো উত্থানশীল দেশের আগমনে বিশ্ব বাজারে ভারতের প্রতিযোগিতা-সামর্থ্য বড়ো রকমের ধাক্কা খেতে পারে। নানা ধরনের পণ্য ও পরিষেবা রপ্তানি করে এই সব উত্থানশীল দেশ ভারতকে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন করছে।

(১০) প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হারের নিরিখে ভারতীয় মুদ্রার দাম অন্যান্য কারেন্সির তুলনায় বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এর ফলে গড় হিসাবে ভারতীয় পণ্য ও পরিষেবার প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সুবিধাও হ্রাস পাচ্ছে। ২০১৪-এর জানুয়ারি থেকে ২০১৬-এর অক্টোবর পর্যন্ত সময়কালে ওই বিনিময় মূল্য বৃদ্ধি আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের (আইএমএফ) হিসাব অনুযায়ী ১৯.৪ শতাংশ, রিজার্ভ ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী ১২ শতাংশ এবং আর্থিক সমীক্ষা অনুযায়ী ৮.৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। হিসাবে তারতম্য থাকলেও এটা এখন অনস্বীকার্য যে, ভারতীয় সামগ্রীর প্রতিযোগিতা-সামর্থ্য আন্তর্জাতিক বাজারে নিম্নগামিতার আভাস দিচ্ছে।

(১১) ২০২০ সাল নাগাদ শিখর স্পর্শ করার পর ভারতের জনসংখ্যা সম্পর্কিত সুফল হ্রাস পেতে পারে। চিন ও ব্রাজিলের সঙ্গে তুলনায় ভারতের এই সর্বোচ্চতা অর্জন পিছিয়ে থাকছে।

* * * * *

২০১৬-'১৭-এর আর্থিক সমীক্ষায় ভারতীয় অর্থনীতির শক্তি, দুর্বলতা, সুযোগ ও ঝুঁকিগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনার প্রচেষ্টা রয়েছে এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ ও দুর্বলতার মোকাবিলার উদ্দেশ্যে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট সংস্কার ও কর্মকাণ্ডের সুপারিশ করা হয়েছে। যেসব প্রায়োগিক তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে সমীক্ষাটি ব্যাখ্যাত বা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে অথবা অর্থনীতির শক্তি বা সুযোগের মূল্যায়ন করা হয়েছে, তা নিয়ে মতের বিভিন্নতা থাকতেই পারে। যেমন 'ভারতে কর্মসূত্রে স্থানান্তর গমন উচ্চমাত্রায় রয়েছে' বলে সমীক্ষায় মন্তব্য করা হয়েছে। প্রায়োগিক তথ্য-প্রমাণ থেকে দেখা যায় যে মাত্র চারটি রাজ্যতে (দিল্লি, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু ও গোয়া) এ ধরনের মোট স্থানান্তরিতদের ৭৫ শতাংশ গিয়ে থাকেন এবং কেবলমাত্র চারটি রাজ্য থেকেই (উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড ও মধ্যপ্রদেশ) স্থানান্তরীদের ৬৬ শতাংশ রাজ্যের বাইরে গিয়ে থাকেন। বাকি রাজ্যগুলিতে কাজের সন্ধানে খুব একটা বাইরের মানুষ আসেন না বা সেখানকার মানুষ রাজ্যের বাইরে যান না এবং এগুলিতে শ্রমিক চলাচলের হার বেশি নয়। একই ধরনের সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা যায় পণ্য ও মূলধন সচলতার বিশ্লেষণে। এসব নগণ্য সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এবারের আর্থিক সমীক্ষাটি এক প্রশংসনীয় কাজের পরিচয় রেখেছে।❑

(লেখক আইআইএম আমেদাবাদের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক। ইমেল : rdholkia@iima.ac.in)

Budget for better INDIA 2017-18

বাজেট, কর্মসংস্থান ও শিল্পবৃদ্ধি

*কর্মসংস্থান ও শিল্পক্ষেত্রের বৃদ্ধির দিকে নজর দেওয়াটা সরকারের প্রাথমিক লক্ষ্যের অন্যতম। ভারতই হোক বা অন্য যে কোনও উন্নয়নশীল দেশ; নিজেদের শিল্পক্ষেত্রকে মজবুত করে তোলা একারণেই নিতান্ত জরুরি যে, দেশের সমস্ত স্বল্পদক্ষ তথা অ-দক্ষ শ্রম-বলকে উৎপাদনশীল কাজে নিয়োগের সুযোগ করে দিতে একা পরিষেবা ক্ষেত্র অপারগ। অন্যদিকে কৃষিক্ষেত্রও বর্তমানে ব্যাপক হারে আংশিক বেকারত্বের দৌলতে জেরবার। শিল্পক্ষেত্রে সার্বিক ফ্যাক্টর-নির্ভর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ছবিটা বেশ ভালো রকম উজ্জ্বল করে তোলা সম্ভব প্রযুক্তিগত অগ্রগতির মাধ্যমে। প্রচলিত ধারণা, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনার জন্য প্রয়োজন বিপুল পরিমাণ পুঁজির বিনিয়োগ। কিন্তু, মূলধন ও কাঁচামালের পরিমাণ তুলনামূলক ভাবে না বাড়িয়েও পণ্য উৎপাদনে বৈচিত্র্য এনে, নতুন ধরনের পণ্য ও উপজাত পণ্য উৎপাদন করে; তথা বিশেষ করে নতুন নতুন প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনাকে ব্যাপক হারে কাজে লাগিয়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া সম্ভব। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, কোনও রকম আপোষে না গিয়েও একই সাথে উৎপাদনশীলতা এবং কর্মসংস্থান দু'দিক থেকেই লাভের কড়ি ঘরে ওঠানো সম্ভব। এই পরিপ্রেক্ষিতে, স্বল্পমেয়াদি সম্ভাবনার দিকগুলি জেনে বুঝে নিতে, তথা তার দৌলতে দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রাগুলি পূরণ কত দূর কী হয়ে উঠতে পারে এর একটা আন্দাজ পেতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেটের উপর এক বার দ্রুত নজর বুলিয়ে নেওয়া দরকার। লিখেছেন—***অরূপ মিত্র***

মাত্র কিছু দিন আগেই দেশে বিমুদ্রীকরণের মতো এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, স্বল্পমেয়াদে হলেও বৃদ্ধির উপর এর প্রতিকূল প্রভাব পড়বে। যার দৌলতে বাড়বে বেকারত্ব। অ-কৃষি খাতে বিনিয়োগ এবং বৃদ্ধি মূলত শহরাঞ্চলকেন্দ্রিক। বিমুদ্রীকরণের সূত্রে এই দু'টি দিকের ভুক্তভোগী হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। ফলত, শহরাঞ্চলে বেকারত্ব তথা আংশিক বেকারত্বের হার বাড়ার সম্ভাবনা প্রবল। উৎপাদন ও পরিষেবা—এই দুই ক্ষেত্রেই ক্ষুদ্র ও মাঝারি মাপের উদ্যোগগুলির বিনিয়োগ, বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের নিরিখে প্রভূত প্রতিকূলতার মুখে পড়ার সম্ভাবনা। বড়ো শিল্প-কারখানাগুলিও পুরোপুরি ঝুঁকি এড়ানোর মতো জায়গায় আছে এমন কথাও বলা যায় না। তার অন্যতম কারণ নিজেদের ব্যবসা পরিচালনার জন্য তথা নিয়ন্ত্রণের বেড়াজাল এড়াতে এরকম বহু শিল্পোদ্যোগই উৎকোচ প্রদানের পথ গ্রহণ করে এসছে এযাবৎ কাল। বিনিয়োগের পরিমাণ কমলে তার প্রতিকূল প্রভাব প্রথম চোখে পড়ে শ্রমিক চাহিদা হ্রাসের মধ্যে দিয়ে। তার অন্যতম কারণ, বিশেষ করে আজকের দিনে, যেখানে চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগই প্রথা, শ্রমের জোগানই উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য বিষয়গুলির তুলনায় সবচেয়ে বেশি নমনীয়। সুতরাং, বাজারের পড়তি চাহিদার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে শ্রমিক খাতে ব্যয় কমানোটাই উদ্যোগপতিদের কাছে সবচেয়ে সহজ এবং (রূপায়ণ উপযোগী) বিকল্প রাস্তা। গ্রামীণ ক্ষেত্রে বেকারত্ব বৃদ্ধির আশঙ্কাও বাড়ছে। কারণ কৃষিক্ষেত্র এখন যথেষ্ট পরিমাণে শ্রমিকদের কর্মনিযুক্তির বন্দোবস্ত করার মতো জায়গায় নেই। এর মধ্যে অনেকেই গ্রামীণ অ-কৃষি ক্ষেত্র থেকে সম্পদের জোগাড় করে, যেখানে ব্যবসা চালতে প্রতিদিন নগদ টাকার দরকার পড়ে। কাজেই, গ্রামীণ অ-কৃষি ক্ষেত্রের বৃদ্ধির উপর বিমুদ্রীকরণের কোপ পড়বে না—এমনটা মনে করার কোনও কারণ নেই। আশঙ্কার যে ছবি আঁকা হচ্ছে, তার অনেকটাই অতিরঞ্জিত। কারণ, ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত থাকে বহু ধরনের লেনদেনের ব্যাপার-স্যাপার, যার ব্যাপ্তি গোটা দেশে জুড়ে তথা দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ। কাজেই, সমন্বয়সাধক ব্যবস্থাপত্র (adjustment mechanisms) বিমুদ্রীকরণের হেতু বৃদ্ধির উপর কোপ পড়ার মতো বিষয়গুলির প্রভাব উপশমে কাজে আসতে পারে। যেমন কি না, গত শতকের সত্তরের দশকে ব্যাংকগুলির জাতীয়করণের সময় বিমুদ্রীকরণ জরুরি তথা দীর্ঘ প্রতিক্ষিত ছিল। আচমকা করা দরকার ছিল; কারণ তা না হলে পুরো উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হ'ত।

সম্ভাব্য স্বল্পমেয়াদি ক্ষয়ক্ষতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটে "মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইন (MGNREGA) খাতে এযাবৎ কালীন সবচেয়ে বেশি পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। যাতে করে ঠেকা দেওয়ার মতো ব্যবস্থা হিসাবে মানুষের কর্মনিযুক্তির সুযোগ করে দেওয়া যায়। এই কর্মসূচির বিরুদ্ধে বরাবরের এক অভিযোগ হল তা ভবিষ্যতে বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে এমন পর্যাপ্ত সম্পদ সৃষ্টি করে না। যাইহোক, অনেকটা সময়ের সদব্যবহার করে MGNREGA-র কাজকর্মের পরিকল্পনায় নতুন ভাবে চিন্তাভাবনার ছাপ দেখা যাচ্ছে এবারের

কেন্দ্রীয় বাজেটে। যাতে করে অর্থবছরের একেবারে শেষ দিকে শেষ মুহূর্তে কাজের বরাত না দেওয়া হয়; কারণ সে সময় খরচ করতে না পারলে টাকা ফেরত চলে যাবে বলে যেনতেনপ্রকারেণ বরাদ্দ অর্থের খরচটাই পাখির চোখ হয়ে দাঁড়ায়। ২০১৭-১৮ সালে খরা মোকাবিলায় আরও ৫ লক্ষ পুকুর কাটার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এই সেচ প্রকল্পের সঙ্গে যদি MGNREGA কর্মসূচিকে জুড়ে দেওয়া হয়, তা এক অত্যন্ত ফলদায়ী কৌশল হতে পারে। পাশাপাশি কৃষি-বৃদ্ধির দৃষ্টিকোণ থেকেও তা উৎপাদনশীল প্রতিপন্ন হবে। গ্রামীণ, কৃষি এবং কৃষি-সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলিতে মোট বরাদ্দ গত বছরের তুলনায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২৪ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। সরকার যে গ্রামীণ এলাকার বেকারত্ব, আংশিক বেকারত্ব এবং দারিদ্র্যের মতো ইস্যুগুলির মোকাবিলায় কোমর বেঁধে নামতে চায়; এই পদক্ষেপের মধ্যে দিয়ে তা স্পষ্ট হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী কর্মসংস্থান সৃষ্টি কর্মসূচি (PMEGP) এবং ঋণ সহায়তা প্রকল্পে বরাদ্দ তিনগুণ বাড়ানো হয়েছে। PMEGP মূলত গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি কর্মসূচি (Rural Employment Generation Programme বা REGP) ও প্রধানমন্ত্রী রোজগার যোজনা (PMRY) মিলিয়ে তৈরি একটি ঋণদান সম্পর্কিত ভরতুকি কর্মসূচি। অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ বিষয়ক মন্ত্রক (Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises বা MoMSME)-এর মাধ্যমে এই কর্মসূচি পরিচালিত এবং খাদি গ্রামোদ্যোগ কমিশন (KVIC)-এর মাধ্যমে তা রূপায়ণের কাজটি হয়। রাজ্য স্তরে KVIC নির্দেশালয় থেকে এই কর্মসূচি পরিচালিত হয়। প্রাথমিক উদ্দেশ্য স্বনিযুক্তি উদ্যোগ, অতিক্ষুদ্র উদ্যোগ এবং অন্যান্য প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রাম ও শহর উভয় এলাকাতেই কাজের সুযোগ তৈরি। পাশাপাশি, দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি হল, গ্রাম-ভারতের কারিগরি ঐতিহ্যের পরম্পরাকে ফিরিয়ে আনা; তথা শহরের যেসব তরুণ-তরুণী পেশাগত কাজকর্ম জোগাড় করে উঠতে পারেনি তাদের সাহায্য করা। কর্মসূচিটি ধারাবাহিকভাবে ও দীর্ঘমেয়াদে জীবিকা অর্জনের সুযোগ করে দিচ্ছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপার্জন ক্ষমতা বাড়াচ্ছে।

"৯০ শতাংশ প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগই এখন আসে সরাসরি, বিদেশি বিনিয়োগ উন্নয়ন পর্ষদ (Foreign Investment Promotion Board)-এর মাধ্যমে নয়। অর্থ মন্ত্রকের অধীনস্থ বিদেশি বিনিয়োগ উন্নয়ন পর্ষদের তাই অবলুপ্তি ঘটাচ্ছে সরকার, বাজেট ভাষণে এ কথা ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী। বিদেশ থেকে আসা বিনিয়োগের প্রস্তাবকে আর পর্ষদের সিলমোহরের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। এ বার থেকে মন্ত্রক সরাসরি অনুমোদন দেবে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের যে কোনও প্রস্তাবকে। এভাবে আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রিতা ও লাল ফিতের ফাঁসের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হওয়ায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জোয়ার আসার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।"

দেশজুড়ে এখন ডিজিটাল পথে হাঁটার কর্মসূচির উপর ব্যাপক ঝোঁক। এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই বাজেটে প্রথাগত ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র এবং অতিক্ষুদ্র উদ্যোগগুলিতে ডিজিট্যাল লেনদেন বাড়ানোর উপর জোর দেওয়া হয়েছে। ফলত, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির দৌলতে দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (GDP)-এ এই উদ্যোগগুলি তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে। এভাবেই উল্লিখিত উদ্যোগগুলি নিজেরাই বিমুদ্রীকরণের প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠবে বলে আশা করা যায়। গোটা দেশ জুড়েই অসংখ্য ক্ষুদ্র ও অতিক্ষুদ্র উদ্যোগের দেখা মিলবে; কিন্তু, মূল্য সংযুক্তিতে এদের অবদান যৎসামান্য। উদাহরণ হিসাবে অনিবন্ধিত (unregistered) উৎপাদনের কথা ধরা যাক। এদের অংশভাগ মোট ম্যানুফ্যাকচারিং মূল্য সংযুক্তিতে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বা তার কাছাকাছি।

ডিজিট্যাল অর্থনীতির পথে বিচরণের দেশের যে বৃহত্তর উচ্চাশা তার সঙ্গে তাল রেখে উল্লিখিত উদ্যোগগুলির পুনঃরুজ্জীবনের চেষ্টা চালালে তা একটা কাজের কাজ হতে পারে। বিশেষ করে এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে, সংগঠিত ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রের একার দ্বারা শ্রমের চাহিদা ও জোগানের মধ্যে তাল মেলের যে অভাব রয়েছে তা যথেষ্ট পরিমাণে কমানো সম্ভব নয়। এমন বহু উদ্যোগ আছে যারা কর দেওয়ার হাত থেকে বাঁচতে নিজেদের উৎপাদন কর্মকান্ডকে বিভিন্ন ইউনিটে ভাগ ভাগ করে অনিবন্ধিত/অসংগঠিত ক্ষেত্রের আওতায় থেকে যায়। প্রান্তীয় অবস্থানে রয়ে যাওয়া ইউনিটগুলি যদি নিজেদের আর্থিক সামর্থ্য ও কর্মদক্ষতার পরিসর প্রকৃতই বাড়িয়ে তোলে, তাহলে কর পুনর্বিন্যাসের ও কর সংগ্রহের সুযোগ বাড়াতে 'Digitization' বেশ কাজে আসবে। যাদের কাছে ডেবিট কার্ড বা মোবাইল ফোন নেই, তাদের জন্য আধার পেমেন্ট ব্যবস্থা (merchant enabled Aadhaar payment system) চালু করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। ছোটো কারবার, যাদের বার্ষিক টার্নওভার ৫০ কোটি বা তার কম, এখন থেকে কম হারে (২৫ শতাংশ) কর দেবে। কাজেই আধুনিক স্বল্পায়তন শিল্পোদ্যোগগুলি বেশি পরিমাণে বিনিয়োগ করবে। এই সূত্রেই শিল্পবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে বলে আশা করা যায়। অন্য দিকে, বৈদেশিক বিনিয়োগ, যার সাথে সাথে কি না অত্যাধুনিক প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনা কাজে লাগানোর সুযোগ আসে, এবারের বাজেটে প্রভূত গুরুত্ব পেয়েছে।

বাস্তব ছবিটা হল, ৯০ শতাংশ প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগই এখন আসে সরাসরি, বিদেশি বিনিয়োগ উন্নয়ন পর্ষদ (Foreign Investment Promotion Board)-এর মাধ্যমে নয়। অর্থ মন্ত্রকের অধীনস্থ বিদেশি বিনিয়োগ উন্নয়ন পর্ষদের তাই অবলুপ্তি ঘটাচ্ছে সরকার, বাজেট ভাষণে এ কথা ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী। বিদেশ থেকে আসা বিনিয়োগের প্রস্তাবকে আর পর্ষদের সিলমোহরের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। এ বার থেকে মন্ত্রক সরাসরি অনুমোদন দেবে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের যে কোনও প্রস্তাবকে। এভাবে আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রিতা ও লাল ফিতের ফাঁসের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হওয়ায় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে জোয়ার আসার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগে ৩৬ শতাংশ বৃদ্ধি পুঁজিনিবেশ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে।

শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির নির্ণায়ক হিসাবে এক গুচ্ছ কার্যকারণ (factors) চিহ্নিত করা হয়েছে। TFPG (total factor productivity growth)-এর উপর গবেষণা করতে গিয়ে আমরা তা দেখেছি। এর মধ্যে ব্যবসার খোলামেলা পরিবেশ/সুযোগ (trade openness), জমাট বাঁধা/শক্তপোক্ত অর্থনীতি (agglomeration economies), পরিকাঠামো (infrastructure) এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) হল চার প্রধান ফ্যাক্টর। উদ্ভাবনা (Innovation) হল আর একটি বিষয়, যা উৎপাদনশীলতা বাড়াতে পারে। উদ্ভাবনার সাহায্যে উন্নত মানের প্রযুক্তির নাগাল মেলা সম্ভব, যা কালক্রমে শ্রমিক, কাঁচামাল, পুঁজির মতো পরিযোজন
(Input) বাড়িয়ে নয়; শিল্পক্ষেত্রে তা ব্যতীতই (non-input driven) বৃদ্ধির সহায়ক। খাতায়-কলমে পরিকাঠামোর গুরুত্ব ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, উৎপাদনশীলতা এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতা বাড়াতে এক গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হিসাবে সরকারি পরিকাঠামোকে গণ্য করা হয়। যা উৎপাদনের অন্যান্য ফ্যাক্টর এবং অর্থনীতির বাহ্যিক মাত্রাগুলির সঙ্গে পরিপূরক সম্পর্কের ভিত্তিতে কাজ করে। কর্মনিযুক্তির ক্ষেত্রে শ্রমশক্তির সঠিক দক্ষতার ঘাটতিকে বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির এক বড়ো প্রতিবন্ধকতা বলে মনে করা হয়। এবং সময়ের সাথে দক্ষতার এই অমিল ব্যাপক আকার ধারণ করে; বিশেষত ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রের বিষয়ে তা বেশি ঘটে (Mitra, 2013)। কেন্দ্রীয় বাজেটে অত্যন্ত সুচারু ভাবে এই প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে ওঠার দিকে নজর দেওয়া হয়েছে। বাজেট প্রস্তাব অনুযায়ী ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সরকার "সংকল্প (Skill Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion Programme—SANKALP) নামে একটি প্রকল্প চালু করবে। এই প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ৪ হাজার কোটি টাকা। প্রায় ৫ কোটি যুবাকে সংকল্প প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। বাজারের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে এদের জন্য। ৬০০ জেলায় প্রধানমন্ত্রী কৌশল কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। মানুষকে সাহায্য করার জন্য ১০০-টি আন্তর্জাতিক দক্ষতা কেন্দ্র খোলা হবে। কৌশল কেন্দ্রগুলি গ্রামীণ জনসংখ্যাকে ফোকাস করে গোষ্ঠী দক্ষতা কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা হবে। এই সব কেন্দ্রে ভাষা শিক্ষা, ডিজিট্যাল পাঠাগার, মূল্যায়ন এবং পেশা বিষয়ে গাইডেন্স তথা দক্ষতা কক্ষের সুযোগ মিলবে। এসবই কর্মনিযুক্তির জন্য উপযুক্ত হতে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

"বাজেট প্রস্তাব অনুযায়ী ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সরকার "সংকল্প (Skill Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion Programme—SANKALP) নামে একটি প্রকল্প চালু করবে। এই প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ৪ হাজার কোটি টাকা। প্রায় ৫ কোটি যুবাকে সংকল্প প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। বাজারের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে এদের জন্য। ৬০০ জেলায় প্রধানমন্ত্রী কৌশল কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। মানুষকে সাহায্য করার জন্য ১০০-টি আন্তর্জাতিক দক্ষতা কেন্দ্র খোলা হবে। কৌশল কেন্দ্রগুলি গ্রামীণ জনসংখ্যাকে ফোকাস করে গোষ্ঠী দক্ষতা কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা হবে।"

গোটা দেশ জুড়ে ভারত আন্তর্জাতিক দক্ষতা কেন্দ্র (India International Skills Centers; IISC) গড়ে তোলার বিষয়টি বেশ চিত্তাকর্ষক; কারণ এই সব কেন্দ্র বিদেশি ভাষায় উন্নত মানের প্রশিক্ষণ ও কোর্সের ব্যবস্থা করবে। যারা দেশের গন্ডি ছাড়িয়ে চাকরিবাকরির সন্ধানে রত এই উদ্যোগ তাদের কাজে আসবে বলে আশা করা যায়। দেশের ITI-গুলি ঘিরে প্রায়শই কঠোর সমালোচনা কানে আসে; সেখানকার পড়ুয়াদের প্রশিক্ষণের নিচুমান সম্পর্কে। বলা হয়, ITI থেকে প্রশিক্ষিত কোনও কলমিস্ত্রি কাজে যোগ দিতে মধ্যপ্রাচ্যের কোনও দেশে রওনা দেওয়ার আগে কর্মনিয়োগ এজেন্সিকে ফের প্রশিক্ষণদানের কাজটা করতে হয়। এই দিক থেকে দেখলে এই সাম্প্রতিক পদক্ষেপ খুব উৎসাহব্যঞ্জক। দেশের সীমা ছাড়িয়ে শ্রমশক্তির গতিবিধির সুযোগ বাড়তে দেশীয় অর্থনীতিতে অতিরিক্ত শ্রমিকের জোগানের সমস্যা কমবে। অন্যদিকে, এই শ্রমশক্তি বিদেশ থেকে নিজেদের উপার্জনের যে অংশভাক দেশে পাঠাবে তার মাধ্যমে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা ভান্ডারের আয়তন স্ফীত হবে। এদের পাঠানো টাকা-পয়সার দৌলতে

দেশে যেসব আত্মীয় স্বজন থাকেন মূলত তাদেরই পৌষমাস। যার মাধ্যমে এই অর্থ উৎপাদনশীল সম্পদ সৃষ্টির কাজে লাগানো যেতে পারে, এমন বন্দোবস্ত করা গেলে এই প্রক্রিয়ায় উৎসাহের বাতাবরণ গড়ে উঠবে। এই পুরো বিষয়টিই ভবিষ্যতে নীতি অ্যাজেন্ডা হয়ে উঠতে পারে। প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে সরকারের তরফে কর্মনিযুক্তির উপযুক্ত আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ শ্রমশক্তি তৈরি তথা তার আনুসঙ্গিক লক্ষ্য পূরণের এই সুস্পষ্ট উদ্যোগ নিঃসন্দেহে বাহবাযোগ্য। সরকার যে এক অত্যন্ত প্রগতিশীল দীর্ঘমেয়াদি ভিসনকে পাখির চোখ করে এগোচ্ছে তার ঝলক চোখে পড়ছে এর মধ্যে দিয়ে।

পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বরাদ্দ চোখে পড়ার মতো পরিমাণে বাড়ানো হয়েছে। এর দরুনও কর্মসংস্থানের পরিসর বাড়বে; কারণ, বিপুলায়তন পরিকাঠামো গড়ে তুলতে প্রচুর লোকের দরকার পরে। যাইহোক, এর থেকে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ লাভ ওঠানো সম্ভব যদি আঞ্চলিক তাৎপর্য্যের দিকটি এর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। সময়ের সাথে সাথে আঞ্চলিক বৈষম্য ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। দেশজুড়ে রাজ্যগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির নিরিখে সমানতার পরিবর্তে দূরত্ব বাড়ছে। আঞ্চলিক বৈষম্যের সমস্যা মেটাতে এক অন্যতম সুফলদায়ী পন্থা হল পিছিয়ে থাকা এলাকায় পরিকাঠামোর উন্নতিসাধন। আমরা এটা অবশ্যই জানি যে, "Agglomeration economies"-এর জন্যই কেন্দ্রীকরণ জরুরি তথা এই ধরনের অর্থনীতির সুফল পেতে যেখানে গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক ভিতটা ইতোমধ্যেই তৈরি আছে সেই অঞ্চলেই আরও বেশি করে পুঁজিনিবেশ করতে হয়। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় কিছু এলাকা সম্পূর্ণ অবহেলিত থেকে যায়। শিল্পায়ন মূলত নির্দিষ্ট অঞ্চলকেন্দ্রিক প্রবণতার রূপ নেয়। ফল স্বরূপ, আঞ্চলিক উত্তেজনা ছড়ায়। এ সমস্যার সমাধানে, যখন পরিকাঠামো তৈরির প্রশ্ন ওঠে, আরও বেশি করে আঞ্চলিক স্বার্থকে মাথায় রেখে এগোনো দরকার। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে শিল্পায়নের গতি ধর্তব্যে আনার মতো নয়, এমন অবস্থাতেই রয়ে গেছে।

এক নতুন মেট্রো রেল নীতি ঘোষণা করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। যুব সম্প্রদায়ের জন্য তা নতুন চাকরির সুযোগ করে দেবে। শহরের শিক্ষিত তরুণ প্রজন্মের জন্য এ এক সুবর্ণ সুযোগ। পরিকাঠামো নেটওয়ার্ক তৈরি, নিত্যযাত্রা সুগম করে তোলা ও কাজকর্মের মানোন্নয়নের নিরিখে মেট্রো রেল প্রকল্প বিশেষ উল্লেখনীয় অবদান রাখবে। গ্রাম ছেড়ে মানুষের শহরমুখী অবিরাম স্রোতের কারণে শহরাঞ্চলের জনসংখ্যা ব্যাপক বেড়ে যাচ্ছে। এর প্রেক্ষিতে এধরনের আরও কর্মসংস্থান-নিবিড় প্রকল্প হাতে নেওয়া দরকার।

যদি শিল্প-নির্ভর বৃদ্ধিকে পাখির চোখ করে এগোতে হয়, ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রের জন্য আরও অনেক কিছু করা দরকার। চর্ম, রত্ন ও গহনার মতো শ্রম-নিবিড় শিল্পগুলির জন্য করের নিরিখে উৎসাহজনক প্রস্তাব রাখা দরকার। "Make in India" উদ্যোগের অঙ্গ হিসাবে উৎপাদনে জোয়ার আনতে, চাকরিবাকরির সুযোগ করে দিতে এবং রপ্তানি ক্ষেত্রকে চনমনে করে তুলতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। স্মার্ট সিটি কর্মসূচির আওতায় চিনের অনুকরণে বিপুল আয়তনের শিল্প-শহর গড়ার কথা বারবার বলা হয়েছে। যেখানে উৎপাদন ইউনিট, জল-বিদ্যুৎ-গ্যাসের মতো সরকারি ব্যবস্থাদির নাগাল, স্কুল-হাসপাতাল ইত্যাদি সব রকম বন্দোবস্ত থাকবে। কিন্তু এধরনের বৃদ্ধি কেন্দ্রের জন্য ২০১৭-১৮'র বাজেটে তাৎপর্যপূর্ণ রাজস্ব বরাদ্দের উল্লেখ চোখে পড়ল তো নাই, এ বিষয়ে খুব কিছু উচ্চবাচ্যও করা হয়নি। শ্রম-নিবিড় পণ্য ভিত্তিক শিল্পায়ন এ বাজেটের মুখ্য ফোকাস ছিল না। দেশের সিংহভাগ মানুষ এখনও বাস করেন গ্রামাঞ্চলে। মোট শ্রমশক্তির প্রায় অর্ধেক নিয়োজিত আছে কৃষিক্ষেত্রে। সম্ভবত এজন্যই বরং বাজেট হয়েছে অনেক বেশি কৃষি ও গ্রাম কেন্দ্রিক। যাই হোক, শ্রম-নিবিড় পণ্য শিল্পোদ্যোগগুলির আধুনিকীকরণে সহায়তা করা, রপ্তানির চাহিদা বাড়ানোর জন্য কারখানাগুলিকে উন্নত মানের পণ্য উৎপাদনে সক্ষম করে তোলা, তথা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি দু'ক্ষেত্রেই তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখার জন্য তাদের কর্মকান্ডের পরিধি বাড়াতে সাহায্য করার মতো বিষয়গুলি এখনও তালিকায় অপেক্ষা করে আছে। স্রেফ প্রযুক্তি আমদানি করার বদলে কীভাবে এমন উদ্ভাবনার বিকাশ ঘটানো যায়, যার মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা ও কর্মসংস্থানের মতো উভয় ক্ষেত্রেই অবদান রাখা যাবে—ভবিষ্যতের জন্য তা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। ❑

(লেখক দিল্লিস্থিত Institute of Economic Growth-এর সঙ্গে যুক্ত। ই-মেল : arup@iegindia.org)

উল্লেখপঞ্জি :

- Mitra, Arup (2016), Productivity Growth in India : Determinants and Policy Initiatives Based on the Existing Literature, Working Paper Series, Macroeconomic Policy and Financing for Development Division, WP/16/08, June, ESCAP.
- Mitra, Arup (2013), Can Industry be the Key to Pro-poor Growth? An Exploratory Analysis for India, ILO Asia-Pacific Working Paper Series.
- Vivarelli, Marco, (2013). Technology, Employment and Skills : An Interpretative Framework, *Eurasian Business Review*, 3, 66-89.

বাজেট প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী

বিগত আড়াই বছর ধরে সরকার উন্নয়নের লক্ষ্যে যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তথা উন্নয়নের এই গতি বজায় রেখে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে যে 'ভিসন' স্থির করা হয়েছে, তারই এক ঝলক হল এবারের বাজেট।

জাতির সার্বিক বিকাশের দিশায় এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এই বাজেট। নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেবে এই বাজেট; সহায়ক হবে সার্বিক অর্থনৈতিক বৃদ্ধির; কৃষকদের উপার্জন বাড়ানোর সংস্থান করবে।

এবারের বাজেটে বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয়েছে কৃষি, গ্রামোন্নয়ন এবং পরিকাঠামোর উপর। দেশে বিনিয়োগ বাড়ানো এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে এই সরকারের দায়বদ্ধতার ছবিটা স্পষ্ট ধরা পড়ে এর মধ্যে দিয়ে।

সরকারের লক্ষ্য আগামী ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের উপার্জন বেড়ে যাতে দ্বিগুণ হয় তার ব্যবস্থা করা। বিষয়টিকে মাথায় রেখেই নীতি এবং প্রকল্পসমূহের রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে।

গোটা দেশ জুড়েই ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগগুলি মানুষের কর্মসংস্থানের এক প্রধান উৎস। এসব শিল্পোদ্যোগ বিশ্ব বাজারের প্রতিযোগিতার মুখে নানা ধরনের সমস্যায় নাকাল। এদের তরফে দাবি, কর কমানো হোক। কর কমালেই আমাদের দেশের অন্তত ৯০ শতাংশ স্বল্পায়তন শিল্পোদ্যোগ উপকৃত হবে। কাজেই সরকার স্বল্পায়তন শিল্পের সংজ্ঞা সংশোধন করছে। এদের চৌহদ্দি বাড়ানোর সাথে সাথে কর-হারও ৩০ থেকে কমিয়ে ২৫ শতাংশ ধার্য করা হয়েছে।

আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আমাদের স্বপ্নের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এই বাজেট এবং এক অর্থে আমাদের ভবিষ্যতের ছবিটা এঁকেছে তা। আমাদের নতুন প্রজন্মের ভবিষ্যৎ, আমাদের কৃষকদের ভবিষ্যৎ.....।

ভবিষ্যতে "FUTURE" শব্দটির 'F' অক্ষরটি বোঝাবে 'Farmer' (কৃষক); 'U' অক্ষরটি বোঝাবে 'Underprivileged' (বঞ্চিত শ্রেণি)—যার মধ্যে পড়ছে 'দলিত, নিপীড়িত, মহিলা ইত্যাদি'; 'T' অক্ষরটি বোঝাবে 'Transparency' (স্বচ্ছতা) ও 'Technology Upgradation' (প্রযুক্তিগত উন্নতি)—এক আধুনিক ভারতের স্বপ্ন; 'U' অক্ষরটি বোঝাবে 'Urban Rejuvenation' (শহরাঞ্চলের পুনরুজ্জীবন)—শহরোন্নয়ন; 'R' অক্ষরটি বোঝাবে 'Rural Development' (গ্রামোন্নয়ন) এবং 'E' অক্ষরটি বোঝাবে 'Employment for youth' (যুবাদের কর্মসংস্থান), 'Enterpreneurship' (উদ্যোগ স্থাপন), 'Enhancement' (বৃদ্ধি)—নতুন কর্মসংস্থানের গতি বাড়াতে তথা তরুণ উদ্যোগপতির সাহায্য করতে।❑

বাজেট প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী

এবারের বাজেট তৈরির সময় মোটের উপর আমার চেষ্টাটা ছিল গ্রামীণ এলাকা, পরিকাঠামো এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ খাতে আরও বেশি অর্থ খরচ। এরই পাশাপাশি, রাজস্ব আয়ের ক্ষেত্রে বিচক্ষণতার চূড়ান্ত মান বজায় রাখা।

বৃদ্ধির সুফল যাতে কৃষক, শ্রমিক, গরিব মানুষজন, তপশিলি জাতি ও উপজাতি, মহিলা এবং আমাদের সমাজের অন্যান্য অরক্ষিত শ্রেণির কাছে পৌঁছায় তা সুনিশ্চিত করতে আরও বেশি বেশি পদক্ষেপ নেওয়ার কাজটা চালিয়েই যেতে হবে।

মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের কাজটা চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি আগামী বছরের জন্য আমাদের অ্যাজেন্ডা হল 'TEC India' বা 'Transform, Energize and Clean India"।

- প্রশাসনের মান এবং আমজনতার জীবনযাত্রার মান বদলে ফেলা (Transform)।
- বিশেষ করে যুবা এবং অরক্ষিত শ্রেণি-সহ সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষজনকে কর্মশক্তিতে বলীয়ান (Energize) করা; তথা এদের সবার মধ্যেকার সত্যিকারের সম্ভাবনাকে চাগিয়ে তোলা।
- দুর্নীতি, কালো টাকা, রাজনৈতিক দলের তহবিল জোগাড়ে ধোঁয়াশার মতো শনির হাত থেকে দেশকে শত হস্ত দূরে রাখা (Clean)।

প্রশাসনিক ব্যবস্থা বা 'System'-কে সাফসুতরো রাখতে এবং দেশ থেকে ভ্রষ্টাচার ও কালো টাকাকে নিশ্চিহ্ন করতে ডিজিট্যাল অর্থনীতির প্রসার সরকারের কৌশলের এক অভিন্ন অংশ বিশেষ।❑

আগামী সংখ্যার প্রচ্ছদ কাহিনী

শ্রম সংস্কার

এছাড়াও থাকছে বিশেষ নিবন্ধ ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগসমূহ

Budget for better INDIA 2017-18

নয়া-উন্নয়ন ধাঁচ : কৃষিক্ষেত্র, গ্রাম ভারত

এগোচ্ছে আরও সাফল্যের দিকে

*এবার বাজেটের সবচেয়ে বড়ো গুণ হচ্ছে তার সঠিক ভারসাম্য। গ্রামোন্নয়নের ক্ষেত্রে, কৃষক সমাজের পাশাপাশি শহরের গ্রাহককেও সাহায্য করতে এক সামঞ্জস্য রাখা হয়েছে। গত বছরের চেয়ে বরাদ্দ বেড়েছে ২৪ শতাংশ। গ্রামাঞ্চল, কৃষি ও সহযোগী ক্ষেত্রে বরাদ্দ লাফ দিয়ে দাঁড়িয়েছে একুনে ১,৮৭,২২৩ কোটি টাকায়। কৃষক তথা গ্রামাঞ্চলের উন্নতির জন্য ফসলের ভালো দাম মেলাটা অপরিহার্য। এক আধ বছর নয়, দশকের পর দশক চাষি তার ফসলের ভালো দাম পায় না। কেন্দ্র এই খামতি ঘোচাতে এক মডেল আইন নিয়ে রাজ্যগুলির মতামত নেবে। কৃষক ও গ্রামাঞ্চলের উন্নতির লক্ষে এবারের বাজেটে বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেছেন কলমচি—***নীরেন্দ্র দেব**

বর্তমান সরকার কৃষিক্ষেত্র, কৃষকের কল্যাণ, গ্রামের উন্নতি ও কর্মসংস্থানকে গুরুত্ব দিয়ে আসছে সবসময়। এবারের বাজেট এসব ক্ষেত্রে উন্নতি আনার প্রচেষ্টায় জোর দিয়েছে আরও।

এটা জানা কথা যে সম্ভাবনা সত্ত্বেও, কৃষি-অর্থনীতি এবং গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নে মেলেনি প্রত্যাশিত ফল। ২০১৭-'১৮-র বাজেট কিন্তু একাধিকভাবে এই ছবি বদলে দেবে বলে আশা করা হচ্ছে। বরাদ্দ বৃদ্ধি, সঠিক প্রকল্প সনাক্তকরণ এবং এক সুস্পষ্ট পথনির্দেশিকা ছকার ফলে কৃষিক্ষেত্রের ব্যাপক পটভূমি এবং গ্রামোন্নয়নে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও এমনকি মনুষ্যকৃত বাধা-বিপত্তি দূর করার ব্যাপার-স্যাপার বুঝতে পারা যাবে। এবার বাজেটের সবচেয়ে বড়ো গুণ হচ্ছে তার সঠিক ভারসাম্য। গ্রামোন্নয়নের ক্ষেত্রে কৃষক সমাজের পাশাপাশি শহরের গ্রাহককেও সাহায্য করতে এক সামঞ্জস্য রাখা হয়েছে। প্রথমত, গত বছরের চেয়ে বরাদ্দ বেড়েছে ২৪ শতাংশ। গ্রামাঞ্চল, কৃষি ও সহযোগী ক্ষেত্রে বরাদ্দ লাফ দিয়ে দাঁড়িয়েছে একুনে ১,৮৭,২২৩ কোটি টাকায়।

এখানে বোঝা জরুরি যে, 'সবকা সাথ-সবকা বিকাশ' স্লোগানের ভাবনামাফিক দেশের বিকাশ জোরদার এবং সকলের বিকাশ-এর লক্ষ্য অর্জন করতে, কৃষি ও সহযোগী ক্ষেত্রে গ্রামের পরিকাঠামোর উপর মনোযোগ দেওয়া অত্যাবশ্যক।

এক-আধ বছর নয়, দশকের পর দশক চাষি তার ফসলের ন্যায্য দাম পায় না। এজন্য দায়ি হচ্ছে বাজারে অপূর্ণাঙ্গতা। সরকার এখন তাৎক্ষণিক ও ভবিষ্যৎকালীন কৃষিপণ্য কেনাবেচায় এক সমন্বিত বাজারের পরিকল্পনা ছকেছে এবং এর মাধ্যম বিপণনের ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করা যাবে কিছুটা।

ফসলের ভালো দাম

ফসলের ভালো দাম পেতে চাষিকে সাহায্য করার জন্য, অর্থমন্ত্রী চুক্তি চাষ নিয়ে এক মডেল আইন তৈরির বিষয়ে সরকারের চিন্তা-ভাবনা সংসদে তুলে ধরেন। মডেলটি নিয়ে রাজ্যগুলির মতামত জানতে চাওয়া হবে। বলা বাহুল্য, বৈদ্যুতিন জাতীয় কৃষি বাজারে (e-NAM) আরও বেশি সংখ্যায় নিয়ন্ত্রিত কৃষি বাজারকে আনার জন্য তার আগের লক্ষ্যের কথাও ফের জানিয়ে দিয়েছে সরকার।

অর্থমন্ত্রী বাজেট ভাষণে বলেছেন e-NAM-এ নিয়ন্ত্রিত কৃষি বাজারের সংখ্যা এখানকার ২৫০ থেকে বাড়িয়ে করা হবে ৫৮৫। ফসলের ঝাড়াই-বাছাই, শ্রেণিবিন্যাস ও প্যাকেটবন্দি করার ব্যবস্থাদির জন্য প্রতিটি NAM পাবে ৭৫ লক্ষ টাকা।

e-NAM এই বৈদ্যুতিন ব্যবসা মঞ্চটির সূচনা ২০১৬-তে। একে এক বড়োসড়ো পরিবর্তনকারী বলাটা যথার্থই বটে!

ফসলের দাম নিয়ে প্রায়ই অনিশ্চয়তায় ভোগার হাত থেকে e-NAM চাষিকে দেবে রেহাই। কৃষি মন্ত্রকের আধিকারিকরা বলেন চাষিদের কিছু সমস্যার বিষয়ে ওয়াকিবহাল এবং ফড়েদের উৎপাত দমন করা দরকার। সরকারের তাই চেষ্টা হচ্ছে ফড়েদের হঠানো এবং দামে স্বচ্ছতা আনা। সরকার চায় দেশজুড়ে দামের নির্দিষ্ট মাপকাটি নির্ধারণ এবং এক্ষেত্রে e-NAM অনেকখানি কাজের কাজ করবে।

বস্তুত, গত বছরেই কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রক বলেছিল, e-NAM এক অনলাইন মঞ্চ। একে এক সমান্তরাল বিপণন কাঠামো হিসেবে ধরা অনুচিত। মন্ত্রকের এক কর্তা ব্যাখ্যা করেছিলেন, "মাণ্ডিগুলির এক জাতীয় নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার এ এক হাতিয়ার, অনলাইন এর সুযোগ নেওয়া যাবে।"

এক অনলাইন ব্যবসায় পোর্টালের মাধ্যমে মাণ্ডিগুলির পরিকাঠামোর সুযোগ কাজে লাগাতে e-NAM সাহায্য করে। এর মারফৎ এমনকি, মাণ্ডির ব্যবসায় অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয় রাজ্যের বাইরের ক্রেতারাও।

এই কর্মসূচি আটটি রাজ্যের ২১-টি মাণ্ডিকে সংযুক্ত করার লক্ষ্য নিয়েছিল—

উত্তরপ্রদেশ (৬), গুজরাত (৩), তেলেঙ্গনা (৫), রাজস্থান (১), মধ্যপ্রদেশ (১), হরিয়ানা (২), ঝাড়খণ্ড (১) ও হিমাচলপ্রদেশ (২)।

অবশ্য, গুটিকয়েক দিক আছে—যার উপর ফের নজর দেওয়া দরকার। ফড়ে বা দালাল চক্র হঠানো চাষিদের কল্যাণের জন্য জরুরি। স্বচ্ছ ব্যবস্থা গড়ে তোলার স্বার্থে সরকারও চায় পরিবেশকে এদের খপ্পড় থেকে মুক্ত করতে।

সঠিক প্রেক্ষিতে এবং এক সঠিক পথনির্দেশ সংসদ সদস্যদের কাছে তুলে ধরে অর্থমন্ত্রী বাজেট ভাষণে বলেন, "বাজার সংস্কার"-এ হাত দেওয়া হবে। কৃষিপণ্য বিপণন কমিটির আওতা থেকে পচনশীল জিনিসকে মুক্ত করার জন্য আর্জি জানানো হবে রাজ্যগুলিকে।

তিনি বলেন, এতে চাষিদের ফসল বিক্রি করার সুবিধা হবে ও তারা পাবে ভালো দাম।

ফল ও সবজির ভালো দাম মেলা এবং ফসল তোলার পর নষ্ট তামাদি কমাতে কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ সংস্থাগুলির সঙ্গে ফল ও সবজি চাষিদের সংযুক্তির এক সঠিক পদক্ষেপ আছে বাজেট প্রস্তাবনায়।

'প্রতি ফোঁটা জলে আরও ফসল'-এর লক্ষ্য হাসিল করতে সরকার ঘোষণা করেছে চাষিদের জন্য ক্ষুদ্র সেচ তহবিল গড়বে নাবার্ড। এজন্য সরকার ধার্য করেছে ৫০০০ কোটি টাকা পুঁজিও। নাবার্ড ৮০০০ কোটি টাকা দিয়ে ডেয়ারিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ তহবিলও গঠন করবে। ডেয়ারি ক্ষেত্রে এযাবৎ ভালো কাজ দেখিয়েছে গুজরাত, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকের মতো গুটিকয়েক রাজ্য।

যথাসময়ে ঋণ মিটিয়ে দিলে চাষিদের ৩ শতাংশ "বাড়তি ইনসেনটিভেরও" সংস্থান আছে এবারের বাজেটে।

অর্থমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন যে চলতি রাজস্ব বছরে কৃষিক্ষেত্রে বিকাশ হার দাঁড়াবে ৪.১ শতাংশ। খারিফ ও রবি, দুই শস্যই বেশি বোনার সুবাদে এই বেশি বিকাশের প্রত্যাশা আদৌ অযৌক্তির নয়।

চাষিরা সংকটে পড়লে, তাদের পাশে

দাঁড়ানোর ব্যাপারে সরকারের আন্তরিকতার আরও একটি নিদর্শন হল, প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনায় বরাদ্দ গত বছরের বাজেট বরাদ্দ ৫৫০০ কোটি থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ১৩২৪০ কোটি টাকা। এই শস্য বিমা প্রকল্পের হাতেখড়ি হয় সবে গত বছর।

"সম্ভাবনা সত্ত্বেও, কৃষি-অর্থনীতি এবং গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নে মেলেনি প্রত্যাশিত ফল। ২০১৭-'১৮-র বাজেট কিন্তু একাধিকভাবে এই ছবি বদলে দেবে বলে আশা করা হচ্ছে। বরাদ্দ বৃদ্ধি, সঠিক প্রকল্প সনাক্তকরণ এবং এক সুস্পষ্ট পথনির্দেশিকা ছকার ফলে কৃষিক্ষেত্রের ব্যাপক পটভূমি এবং গ্রামোন্নয়নে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও এমনকি মনুষ্যকৃত বাধা-বিপত্তি দূর করার ব্যাপার-স্যাপার বুঝতে পারা যাবে। এবার বাজেটের সবচেয়ে বড়ো গুণ হচ্ছে তার সঠিক ভারসাম্য। গ্রামোন্নয়নের ক্ষেত্রে কৃষক সমাজের পাশাপাশি শহরের গ্রাহককেও সাহায্য করতে এক সামঞ্জস্য রাখা হয়েছে।"

আগামী রাজস্ব বছরে বরাদ্দের অংক ৯০০০ কোটি টাকা। অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, ২০১৬-'১৭-এ এই প্রকল্পের আওতায় পড়ে ৩০ শতাংশ চাষের জমি। ২০১৭-'১৮-এ তা দাঁড়াবে ৪০ শতাংশ। ২০১৮-'১৯-এ ৫০ শতাংশ চাষের জমি এসে যাবে এর এক্তিয়ারে।

ফসল বিমা যোজনা খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর সরকারি সিদ্ধান্ত সাধুবাদ কুড়িয়েছে সরকারে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদেরও—তা সে সংসদে হোক বা তার বাইরে।

এবার বাজেটে, সেচ কর্মসূচি—প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিচাই যোজনাতেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এই সরকারের আরও এক উদ্ভাবনামূলক ধারণা, সয়েল হেলথ কার্ড বা জমির স্বাস্থ্য কার্ড প্রসঙ্গে, অর্থমন্ত্রী বলেছেন মাটির নমুনা চটজলদি পরীক্ষা ও মাটির পুষ্টি বা উর্বরতা জানলে তবেই চাষির উপকার হবে।

সরকার তাই, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে খুলবে ছোটো ছোটো নতুন ল্যাব। ৬৪৮-টি কেন্দ্রেই এই ল্যাব চালু হবে। এছাড়া, উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন স্থানীয় উদ্যোগীরা গড়ে তুলবে ১০০০-টি মিনি ল্যাব।

অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, নাবার্ড ইতোমধ্যে এক দীর্ঘমেয়াদি সেচ তহবিল গঠন করেছে।

কৃষি আধিকারিকরা বলেন যে, গ্রামাঞ্চল ও চাষের জমিতে পরিকাঠামো উন্নয়ন বলতে পুকুর-ডোবায় বর্ষার জল ধরে রাখা ও বিশেষত কম বৃষ্টির এলাকায় সেচের জন্য তা ব্যবহার করাটাও বোঝায়। বৃষ্টির জল ধরে রাখতে আইন বানিয়েছে বহু

রাজ্য, ২০১৪ সালে শুরু প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিচাই যোজনা হল আর এক আনকোরা উদ্যোগ।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, ২০২২ সালের মধ্যে চাষিদের আয় দ্বিগুণ করার জন্য পদক্ষেপ করার অঙ্গীকার আছে ২০১৬-'১৭-র বাজেটে।

গ্রামের জন্য আরও ব্যয়

কেবল কথায় চিঁড়ে ভেজে না। খরচ না বাড়ালে গ্রাম ভারতের উন্নতির ব্যাপারে শুধু বাগজাল বিস্তার অর্থহীন হয়। অর্থমন্ত্রী বাজেটে—২০১৪ ইস্তক তার চতুর্থ—গ্রামের জন্য আরও ব্যয়ে সরকারের প্রচেষ্টার কথা তুলে ধরেছেন গ্রামে বিদ্যুদয়ন, পথঘাট ও পরিকাঠামো উন্নয়নে নজর দেওয়ার উল্লেখ করে। তিনি গরিবি কমাতে সরকারের সংকল্পের কথাও বলেন। তিনি এটাও ঠিক বলেছেন, "অর্থনীতিক সংস্কার, আরও বেশি লগ্নিতে উৎসাহ এবং বিকাশ ত্বরান্বিত করা অব্যাহত রাখার কথাও আমি মাথায় রেখেছি।"

গ্রামের জন্য ফি বছর খরচ হয় ৩ লক্ষ কোটি টাকা। একথা বলে, সরকার দায়বদ্ধতা, ফলাফল এবং এই লক্ষ্যে চলার দিকের উপরও গুরুত্ব দিয়েছে। ২০১৯ সালের মধ্যে ৫০ হাজার গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ১ কোটি পরিবারকে গরিবির কবলমুক্ত করতে চালু হবে মিশন অন্ত্যোদয়। মহাত্মা গান্ধীর ১৫০-তম জন্মবর্ষে এর সূচনা হবে—ভারতকে নতুন রূপ দিতে গান্ধী দর্শনে গ্রামের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

বার্ষিক বরাদ্দ বৃদ্ধির পাশাপাশি সরকার বর্তমান সম্পদের আরও সদ্ব্যবহারের পরিকল্পনাও করেছে। অর্থমন্ত্রী বলেছেন, "এই মিশন প্রতিটি দলিত পরিবারের জন্য স্থায়ী জীবিকার লক্ষ্যে কাজ করবে"।

বহু চর্চিত গ্রামীণ রোজগার প্রকল্প, মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা কর্মসূচি প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী বলেছেন, তার সরকার চাষিদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে এই কর্মসূচি নতুনভাবে গড়ে-পিঠে নেওয়ার জন্য এক "সচেতন প্রচেষ্টা" চালিয়েছে। স্পষ্টভাষায় বলা হয়েছে যে, প্রতিটি পরিবারের জন্য নিদেন ১০০ দিন কাজ জোটাতে কৃষির উৎপাদনশীলতা ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই কর্মসূচি মারফৎ উৎপাদনশীল সম্পদ সৃষ্টির দিকে নজর দেওয়া উচিত।

গত বাজেটে এই কর্মসূচির মাধ্যমে চাষবাসের জমিতে ৫ লক্ষ পুকুর কাটা ও ১০ লক্ষ কমপোস্ট সার তৈরির গর্ত খোঁড়ার ঘোষিত লক্ষ্য পুরোপুরি পূরণ করা হবে। বস্তুত, ৫ লক্ষের জায়গায়, সরকার আশা

গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুয়দয়ন

২০১৭-'১৮-এ বাজেটে এটা স্পষ্ট যে, গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে সরকার সবচেয়ে প্রাধান্য দিচ্ছে। রাজীব গান্ধী গ্রাম বিদ্যুতীকরণ যোজনা সত্ত্বেও, গ্রাম ভারতের কিছু অংশ এখনও বিদ্যুৎ পায় না। এই পটভূমিতে, গত ৯ ফেব্রুয়ারি লোকসভায় প্রশ্নপর্বে শক্তিমন্ত্রী বলেন যে, সব জায়গায় বিদ্যুতের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সঙ্গে কাজ করতে রাজি হয়েছে ২৯-এর মধ্যে ২৮-টি রাজ্য।

বর্তমান সরকার জোর কদমে গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার বিষয়ে গুরুত্ব দিচ্ছে। ২০১৪-'১৫ সালে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক দিল্লির পথ অনুসরণ করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বর্জ্য জল ও নিকাশী নর্দমার জল পুর্ব্যবহারের এক পরিকল্পনাও উপস্থাপন করেছে।

বাজেটে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘোষণা

- চাষিদের জন্য রেকর্ড ১০ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ।
- আরও বেশি সয়েল হেলথ কার্ড বা মাটির স্বাস্থ্য কার্ড বিলিবণ্টন; কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে সরকার গড়বে মিনি ল্যাব।
- নাবার্ডে দীর্ঘমেয়াদি সেচ তহবিল—পুঁজি ৪০ হাজার কোটি টাকা।
- রাজ্যগুলিকে চুক্তি চাষ সংক্রান্ত মডেল আইন পাঠানো হবে।
- ৮ হাজার কোটি টাকার পুঁজি নিয়ে ডেয়ারি প্রক্রিয়াকরণ পরিকাঠামো তহবিল।
- গরিবির কবল থেকে ১ কোটি পরিবারকে মুক্ত করতে মিশন অন্ত্যোদয়।
- মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্পে ৪৮ হাজার কোটি টাকার রেকর্ড বরাদ্দ।
- প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা বাবদ বরাদ্দ ১৯ হাজার কোটি টাকা; রাজ্যগুলির ব্যয় ৯ হাজার কোটি টাকা—সব মিলিয়ে খরচ হবে ২৭ হাজার কোটি।
- ২৩ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায়।
- ২০১৮-র মে-এর মধ্যে সব গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য।

করছে ২০১৭-র মার্চের মধ্যে কাটা যাবে প্রায় ১০ লক্ষ পুকুর । ২০১৭-'১৮-এ আরও ৫ লক্ষ পুকুরের কাজে হাত পড়বে। এই একটি ব্যবস্থাই গ্রামে খরার প্রকোপ সামলাতে কাজ দেবে অনেকখানি।

এটাও উল্লেখ করা দরকার যে, মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্পে মেয়েরা এখন কাজ পাচ্ছে ৫৫ শতাংশ। আগে এতে তাদের কাজ মিলতো ৪৮ শতাংশের কম।

বাজেটের লগ্নিপত্রে অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন ২০১৭-'১৮-এ এই প্রকল্পে বরাদ্দ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৮ হাজার কোটি টাকা। গত বছর ছিল ৩৮,৫০০ কোটি টাকা। এই কর্মসূচি বাবদ এযাবৎ এটাই সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ।

এই কর্মসূচির যাবতীয় সম্পদ জিও ট্যাগ করার উদ্যোগ এবং তা জনগণের কাছে তুলে ধরার ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আসবে আরও বেশি।

অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য, গ্রামের মানুষ ও চাষিদের জীবন এবং পরিবেশের উন্নতিসাধনে সরকার তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে চলবে। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, "আমাদের সরকার এক্ষেত্রে কোনও রকম আপোষ করবে না।"

সরকারের বেশ কিছু পুরোনো ও নতুন কর্মসূচির উল্লেখ করে, এবারের বাজেটে গ্রামের মানুষকে নতুন দক্ষতায় গড়েপিঠে নেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। ২০২২-এর মধ্যে রাজমিস্ত্রির কাজে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে লাখ পাঁচেককে। এই মুহূর্তে, ২০১৭-'১৮-এ নিদেনপক্ষে ২০ হাজার জনকে এই ট্রেনিং দেওয়ার লক্ষ্য আছে।

উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য পঞ্চায়েতিরাজ প্রতিষ্ঠানে মানবসম্পদের ঘাটতি ঘোচেনি এখনও। অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, ২০১৭-'১৮-এ মানবসম্পদ সংস্কারের এক কর্মসূচিতে হাত পড়বে।

গ্রামীণ ও কৃষক সমাজকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে, সরকারের 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ' স্লোগানেরও উল্লেখ করা দরকার। এ ব্যাপারে, ২০১৭-'১৮-র বাজেটে কন্যা শিশু ও মহিলাদের কথা আছে।

"'মহিলা শক্তি কেন্দ্র'। এ জন্য ১৪ লক্ষ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বরাদ্দের অংক ৫০০ কোটি টাকা। এক জায়গা থেকে দক্ষতা বৃদ্ধি, সংস্থান, ডিজিট্যাল সাক্ষরতা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি মেলার সুযোগ দিয়ে গ্রামের মেয়েদের ক্ষমতা বাড়াতে কাজ করবে এ সব কেন্দ্রে। ইতোমধ্যে গত ডিসেম্বরে দেশজুড়ে গর্ভবতী মহিলাদের আর্থিক সহায়তার জন্য এক প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এই প্রকল্পে হাসপাতাল, মাতৃসদন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে প্রসব ও শিশুদের প্রতিষেধক নেওয়ার জন্য প্রত্যেক মহিলার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি জমা পড়বে ৬০০০ হাজার টাকা। এতে উপকার হবে গ্রামের মানুষেরও।"

গ্রামে গ্রামে খোলা হবে 'মহিলা শক্তি কেন্দ্র'। এ জন্য ১৪ লক্ষ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বরাদ্দের অংক ৫০০ কোটি টাকা। এক জায়গা থেকে দক্ষতা বৃদ্ধি, সংস্থান, ডিজিট্যাল সাক্ষরতা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি মেলার সুযোগ দিয়ে গ্রামের মেয়েদের ক্ষমতা বাড়াতে কাজ করবে এ সব কেন্দ্রে।

ইতোমধ্যে গত ডিসেম্বরে দেশজুড়ে গর্ভবতী মহিলাদের আর্থিক সহায়তার জন্য এক প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এই প্রকল্পে হাসপাতাল, মাতৃসদন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে প্রসব ও শিশুদের প্রতিষেধক নেওয়ার জন্য প্রত্যেক মহিলার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি জমা পড়বে ৬০০০ হাজার টাকা। এতে উপকার হবে গ্রামের মানুষেরও।

এসব ছাড়াও, উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা বাবদ সরকার বরাদ্দ করেছে ১৯ হাজার কোটি টাকা। দেশে গ্রামাঞ্চলের সব জনপদকে সড়ক পথে যুক্ত করা এই যোজনার লক্ষ্য। কেন্দ্র ছাড়াও, রাস্তাঘাট তৈরির খাতে রাজ্যগুলির ব্যয়ের অংককে জুড়লে এই যোজনায় মোট মূলধনী খরচ দাঁড়াবে ২৭০০০ কোটি টাকায়। অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, ২০১৬-'১৭-এ এই যোজনায় গড়ে দিনপিছু তৈরি হয়েছে ১৩৩ কিলোমিটার রাস্তা। এছাড়াও, গরিবদের জন্য ঘরবাড়ি তৈরির প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ২০১৭-'১৮-তে বরাদ্দ ৪৪ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ২৩ হাজার কোটি টাকা। এই টাকায় তৈরি হবে ১ কোটি বাড়ি। অনুরূপভাবে, গ্রামীণ বিদ্যুদয়ন কর্মসূচি—দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রাম জ্যোতি যোজনায় বরাদ্দ ২০১৭-'১৮-এ ৪৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৪৮১৪ কোটি টাকা।

পরিশেষে

একথা সর্বজনবিদিত যে, ভারতের অর্থনীতির সার্বিক বিকাশের জন্য গ্রামের পরিকাঠামো উন্নয়ন ও চাষিকে সাহায্য করাটা অন্যতম অগ্রাধিকারের পর্যায়ে পড়ে।

কৃষি উন্নয়নে গুরুত্ব-সহ মৌল গ্রামীণ পরিকাঠামো সংক্রান্ত পরিকল্পনা তাই আগের চেয়ে বেশি সমন্বিত ও সরাসরিভাবে কাজে লাগানো বাঞ্ছনীয়। সেই লক্ষ্যেই পদক্ষেপ করা হয়েছে এবং গত আড়াই বছর যাবৎ গ্রামগঞ্জে সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে ফলপ্রসূ কর্মসংস্থান, কৃষি ও সহযোগী ক্ষেত্রের উন্নয়ন এবং সুখসমৃদ্ধি আনা সুনিশ্চিত করতে কর্মসূচিগুলিকে ঢেলে সাজানো হয়েছে।❑

(লেখক The Statesman, নয়াদিল্লি-র বিশেষ প্রতিনিধি। ইমেল : nirendev1@gmail.com)

স্বাস্থ্য বাজেট : বরাদ্দ বেড়েছে বেশ

*ভারতে স্বাস্থ্য খাতে সরকারের বরাদ্দ বরাবরই কম। এবার কেন্দ্রীয় বাজেটে এই বরাদ্দ বেড়েছে বেশ ভালোই। তবে কি না, এতদিনের কম বরাদ্দের বিষয়টি মাত্র গুটিকয়েক বাজেটে ঘোচানোর আশা করাটা একটু বাড়াবাড়ি। এছাড়া, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সরকারি ব্যয়ের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ করে কেন্দ্র। বাদবাকিটা রাজ্য সরকারগুলি। স্বাস্থ্যে সরকারি ব্যয় বাড়াতে তাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে রাজ্যগুলিকে। স্বাস্থ্য খাতে রাজ্যগুলিকে আরও বেশি ব্যয় করাতে হলে, স্বাস্থ্য পরিষেবা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিষয়ে অবশ্যই উন্নতি দরকার। মানুষের প্রয়োজনের দিকে নজর রেখে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থায় এক গঠনগত সংশোধন করা জরুরি। এই সুরাহার জন্য চাই, রাজ্যে রাজ্যে দৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকার, জোরালো নেতৃত্ব ও দূরদর্শিতা—সুচিন্তিত অভিমত দিয়েছেন—***

রাজীব আহুজা

২০১৭-'১৮-র কেন্দ্রীয় বাজেটে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ বেড়ে হয়েছে ৫০,২৮৩ কোটি টাকা। গত বছরে বরাদ্দের অংক ছিল ৩৩,৫৩৩ কোটি টাকা। অর্থাৎ বৃদ্ধির পরিমাণ বেশ ভালোই, প্রায় ২৭ শতাংশ।[১] টাকার অংকে গত বছর পনেরোর মধ্যে এবারের বাজেটে স্বাস্থ্য বাবদ বরাদ্দ বেড়েছে সবচেয়ে বেশি (রেখাচিত্র-১ দ্রষ্টব্য)।

প্রকৃত অর্থে, অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতিকে হিসেবের মধ্যে ধরার পরও এই বৃদ্ধি যথেষ্ট সন্তোষজনক। এখানে উল্লেখ্য, আগামী অর্থ বছরেও মুদ্রাস্ফীতির হার স্থিতিশীল থাকবে বলে আশা করা যায়।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য বাজেটে বরাদ্দ এবং খরচের দিকটিতে একবার চোখ বুলোলে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য তহবিলের ইস্যুটি সঠিক প্রেক্ষিতে বোঝা সহজ হবে।

রেখাচিত্র-১
কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য বাজেটে বৃদ্ধি

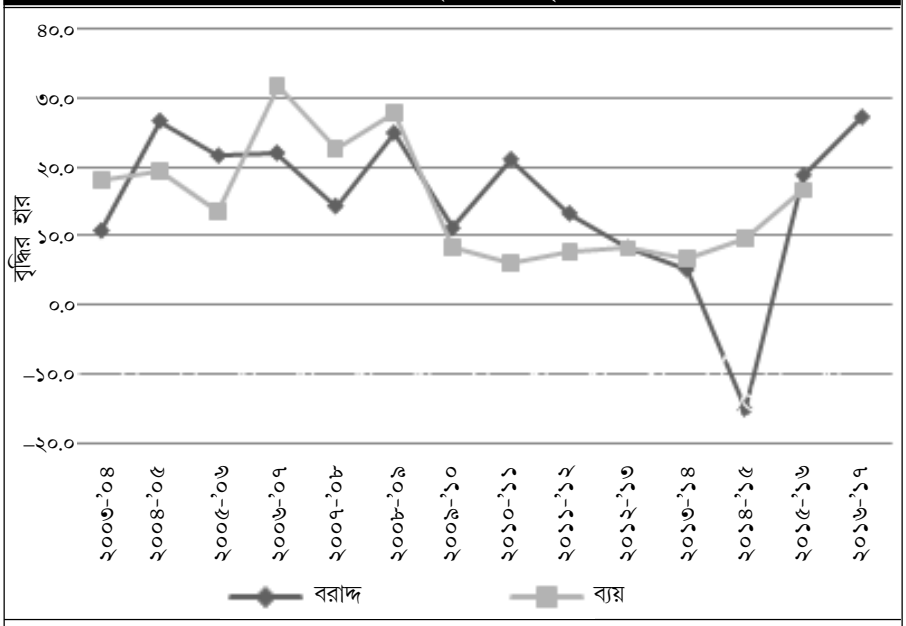

উৎস : বিভিন্ন বছরে কেন্দ্রীয় বাজেটের নথিপত্র

১ নং রেখাচিত্রটি ২০০৪-'০৫ থেকে ২০১৭-'১৮ ইস্তক কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ ও ব্যয় (টাকার অঙ্কে) বৃদ্ধির হার তুলে ধরেছে। এখানে পটভূমির কথাটা মনে করিয়ে দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়কালের আগে, স্বাস্থ্য খাতে সরকারি ব্যয় শুধুমাত্র কমই ছিল না, সেই সঙ্গে বৃদ্ধির হারও যাচ্ছিল কমে। পরিষেবার উন্নতির জন্য ওই ব্যয় বাড়াতে জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন চালু হয় ২০০৫-'০৬-এ। সে সময় দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার ছিল বেশ বেশি এবং সরকারের রাজস্ব ভাঁড়ার ভরন্ত। ২০০৪-'০৫ থেকে ২০১৭-'১৮ অবধি, তাই, ফি বছর কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য বাজেট বরাদ্দ বেড়েছে ১০ শতাংশের বেশি হারে। এর মাঝে ২০১৩-'১৪ থেকে ২০১৫-'১৬ টানা এই তিনটি বছর ছিল ব্যতিক্রম। এ সময় কেন্দ্রে সরকার বদল হয়েছে এবং তাছাড়াও, চতুর্দশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ মোতাবেক রাজ্যগুলিকে দেয় শেয়ারের অংশভাক বেড়েছে। করে রাজ্যের হিস্যা বাড়ার অর্থ তারা সে বাবদ প্রাপ্য টাকা স্বাস্থ্য-সহ তাদের

(১) স্বাস্থ্যখাতে বাজেটের অঙ্কের মধ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক এবং আয়ুষ মন্ত্রক বাবদ বরাদ্দ অন্তর্ভুক্ত। ২০১৪-'১৫ ইস্তক আয়ুষ ছিল স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের অংশ। স্বাস্থ্য বাজেটে বরাদ্দ ও ব্যয়-এর হিসেব করতে হলে আয়ুষ মন্ত্রকেরও ধরা দরকার। স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের বরাদ্দের মধ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ দপ্তর এবং স্বাস্থ্য গবেষণা দপ্তরের বরাদ্দ অন্তর্ভুক্ত।

আওতাভুক্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের বিবেচনা মতো খরচ করতে পারবে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য বাজেটে বরাদ্দ বাড়ায় ২০১০-'১১ অবধি স্বাস্থ্য খাতে খরচও বৃদ্ধি পায়। এরপর অবশ্য বৃদ্ধির হার নেমে দাঁড়ায় ১০ শতাংশের কমে এবং এই ধারা চলে ২০১৫-'১৬ পর্যন্ত। এটা বাড়তে শুরু করেছে এখন। ২০১৬-'১৭-তে স্বাস্থ্য খাতে ব্যয়ের অংক এখনও পাওয়া যায়নি। সংশোধিত হিসেব অনুযায়ী অবশ্য, ব্যয় বৃদ্ধি হবে ১৭ শতাংশের মতো। আর একটি দিক উল্লেখ্য যে, ২০১৫-'১৬-এ স্বাস্থ্য বাজেট বরাদ্দ ১৫ শতাংশ কমে গেলেও (বৃদ্ধির হার ঋণাত্মক ১৫ শতাংশ) স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বেড়েছে ৯ শতাংশের বেশি।

এই প্রেক্ষাপটে, ২০১৭-'১৮ বাজেটে স্বাস্থ্য বাবদ প্রায় ২৭ শতাংশ বরাদ্দ বৃদ্ধি বেশ ভালো লক্ষণ। ২০১৭-'১৮-এ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ব্যয় পরিকল্পনা অনুযায়ী হলে, স্বাস্থ্য খাতে খরচও হবে সন্তোষজনক। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বরাদ্দের সঙ্গে খরচ তালমিল রেখে চলবে, এই প্রত্যাশার হেতু আছে বৈকি। গত দু' বছর বাজেট সদ্ব্যবহারের হারই এই আস্থা জোগায় (সারণি-১ দ্রষ্টব্য)।

সারণি-১
গত কয়েক বছরে বাজেট সদ্ব্যবহারের হার

বাজেট সদ্ব্যবহারের হার	২০১০-'১১	২০১১ '১২	২০১২ '১৩	২০১৩ '১৪	২০১৪ '১৫	২০১৫ '১৬	২০১৬ '১৭
বাজেট বরাদ্দে সংশোধিত হিসেবের অংশ	৯৯.৬	৯২.৯	৮৪.৯	৮২.৬	৮১.৫	১০৫.০	১০৩.৭
বাজেট বরাদ্দে প্রকৃত অংশ	৯৭.২	৮৫.০	৮০.৯	৮০.৭	৮১.৯	১০৫.৭	—

উৎস : বিভিন্ন বছরের কেন্দ্রীয় বাজেটের নথিপত্র

সারণি-২
স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ দপ্তরের বাজেট

কোটি টাকায়

	বাজেট ২০১৬-'১৭ ক	বাজেট ২০১৭-'১৮ খ	টাকার অঙ্ক পরিবর্তন খ-ক	শতাংশ পরিবর্তন শতাংশে
১. কেন্দ্রের চালনা ব্যয়	৩৮০৪	৪৭৩১	৯২৭	২৪.৪
২. কেন্দ্রীয় ক্ষেত্রের কর্মসূচি/প্রকল্প, এর মধ্যে	৪৭৮৯	৬৯৬৭	২১৭৮	৪৫.৫
প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য সুরক্ষা যোজনা অন্তর্ভুক্ত	২৪৫০	৩৯৭৫	১৫২৫	৬২.২
৩. অন্যান্য কেন্দ্রীয় ক্ষেত্রের ব্যয় এর মধ্যে	৬৬০৭	৭৯৬৫	১৩৫৮	২০.৬
বিধিবদ্ধ ও নিয়ামক সংস্থা	১০০	১৭১	৭১	৭১.০
স্বায়ত্তশাসিত সংখ্যা	৫১৭৪	৬০৮৮	৯১৪	১৭.৭
অন্যান্য	১৩৩৩	১৭০৬	৩৭৩	২৮.০
৪. কেন্দ্রের আনুকুল্যপ্রাপ্ত কর্মসূচি (অ+আ)	২১৮৬২	২৭৬৯১	৫৮২৯	২৬.৭
(অ) জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন, এর মধ্যে	১৮০৮৭	২১১৮৯	৩১০২	১৭.২
জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন	৯৫০	৭৫২	–১৯৮	–২০.৮
তৃতীয় পর্যায় বা বর্গের পরিচর্চা কর্মসূচি	৭২৫	৭২৫	০.০	০.০
স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিদ্যার জন্য মানবসম্পদ	৬০০	৪০২৫	৩৪২৫	৫৭০.৮
(আ) জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি	১৫০০	১০০০	–৫০০	–৩৩.৩
মোট	**৩৭০৬২**	**৪৭৩৫৪**	**১০২৯২**	**২৭.৮**

উৎস : কেন্দ্রীয় বাজেট, ২০১৭-'১৮

বাজেট বরাদ্দ : একটু খুঁটিয়ে দেখা

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ দপ্তরের বাজেট ভালো রকম খতিয়ে দেখলে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ধরা পড়ে (২ নং সারণিটিও এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক)। মনে রাখা দরকার, ২০১৭-'১৮-এ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য বাজেটের ৯৪ শতাংশই বরাদ্দ হয়েছে এই দপ্তর বাবদ।

● সহজে বোঝার জন্য বাজেটের হেড বা খাতগুলি পুনর্গঠন করা হয়েছে।

● জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন ও জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষার মতো কেন্দ্রের আনুকুল্যাধীন প্রকল্পের আওতায় স্বাস্থ্য বাজেটের প্রায় ৫১ শতাংশ হস্তান্তর করা হয়েছে রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে।

● প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য সুরক্ষা যোজনার মতো কেন্দ্রের এক্তিয়ারভুক্ত প্রকল্পগুলির বরাতে জুটেছে মাত্র ১৫ শতাংশের মতো বরাদ্দ। এই যোজনার আওতায় পড়ে এইমসের মত প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং মেডিক্যাল কলেজগুলির উন্নয়ন।

● স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিদ্যার জন্য মানবসম্পদ খাতে বাজেট বরাদ্দ বেড়েছে সবচেয়ে বেশি (বৃদ্ধি ৩৪২৫ কোটি টাকা)। এর পর জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন (৩১০০ কোটি টাকা) এবং প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য সুরক্ষা যোজনা (১৫২৫ কোটি টাকা)। দপ্তরের বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রায় ৮০ শতাংশ জুটেছে এই তিন খাতের বরাতে।

● চিকিৎসক, বিশেষত বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের ঘাটতির দরুন, স্বাস্থ্যের জন্য মানবসম্পদ গঠন সরকারের কাছে এক বড়ো বিষয়। তার বাজেট ভাষণে, অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন ফি বছর মেডিক্যালে ৫০০০ আসন বাড়বে। এবারের বাজেটে তাই স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা-বিদ্যার জন্য বরাদ্দ সর্বাধিক বাড়ায় তাজ্জব হওয়ার কিছু নেই।

● জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশনের জন্য সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ এবারেও অব্যাহত— স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা দপ্তর বাবদ বরাদ্দের ৪৫ শতাংশের কাছাকাছি।

● ২০১৭-'১৮ বাজেটে মূলধনী ব্যয় বরাদ্দ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৫১০ কোটি টাকা। গত বছরের ১৭৬০ কোটি টাকার তুলনায় প্রায় দু' গুণ। এর বেশিরভাগটাই ব্যয় হবে সরকারি হাসপাতালের জন্য। এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য সুরক্ষা যোজনার অধীন হাসপাতাল-গুলিও পড়ে।

বেশি ঠিকই, অনেকের কাছে তবুও তা যথেষ্ট নয়

স্বাস্থ্য খাতে ২৭ শতাংশ বরাদ্দ বৃদ্ধি সত্ত্বেও অনেকে তাতে খুশি নন। এই বাজেট থেকে তাদের প্রত্যাশা ছিল আরও বেশি। আরও বেশি প্রত্যাশার পিছনে যুক্তি কী? একটা অবশ্যই হচ্ছে, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সরকারি ব্যয় ভারতে বরাবরই কম। দুই, জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি নিয়ে কোনও ঘোষণা না থাকা এবং সেই সঙ্গে সম্প্রতি ঘোষিত কিছু কর্মসূচিতে তহবিল বা অর্থসংস্থানের ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা। এই দু'টি বিষয় কিছুটা খুঁটিয়ে দেখা যাক।

● **ভারতে স্বাস্থ্য খাতে সরকারের কম ব্যয় :** স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সরকারের ব্যয়ে ভারত তার সমগোত্রীয় দেশগুলির তুলনায় পিছিয়ে। যে কোনও মাপকাঠির বিচারেই একথা সত্যি। মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের শতাংশ (২০১৪-'১৫-এ ১.৩ শতাংশ) বা মোট সরকারি ব্যয়ের অংশভাক (২০১৪-'১৫-এ ৪.৮ শতাংশ) বা মাথাপিছু ব্যয় (২০১৩-'১৪-এ ২০ ডলারের কম) যে দিক দিয়েই দেখা হোক, ব্যাপারটি ঠিক। ভারতে স্বাস্থ্য বাবদ সরকারের ব্যয় বরাবরই কম। এত দিনের এই বিষয়টি মাত্র গুটিকয়েক বাজেটে ঘোচানোর আশা করাটা একটু বাড়াবাড়ি। এছাড়া, সরকারি ব্যয়ের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ করে কেন্দ্র। বাদবাকি দুই-তৃতীয়াংশ রাজ্য সরকারগুলির দায়িত্ব। ভারতে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সরকারি ব্যয় বাড়াতে তাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে রাজ্যগুলিকে। চতুর্দশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ রূপায়ণের পর থেকে, স্বাস্থ্য পরিচর্যায় কর্মসংস্থানের বিষয়ে রাজ্যগুলির ভূমিকা অবশ্যই আরও বেড়েছে।

রাজ্য স্তরে, স্বাস্থ্য পরিচর্যা ইস্যুটি শুধুমাত্র টাকাকড়ি সংক্রান্ত নয়। স্বাস্থ্য পরিষেবা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াটাও রাজ্যের দায়িত্ব। এখানে যে এক মস্ত ফাঁক আছে, তা সকলের জানা। কর্মসূচির রূপায়ণকারী হিসেবে রাজ্যগুলিও বেশ ভালোই বোঝে যে টাকাকড়ির জোগান ও পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া স্বাস্থ্য পরিচর্যা নামক গাড়ির দুই চাকা। সাফল্য পেতে গেলে দু' চাকাকেই তালমিল রেখে এগোতে হবে।

স্বাস্থ্যের জন্য রাজ্যগুলিকে আরও বেশি ব্যয় করতে হলে, স্বাস্থ্য পরিষেবা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কর্মকাণ্ডে অবশ্যই উন্নতি দরকার। স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতি মানে নিছক পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার ত্রুটিবিচ্যুতি শোধরানোর মতো একটি সহজ পথ নয়। মানুষের প্রয়োজনের দিকে নজর রেখে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য ব্যবস্থায় এক গঠনগত সংশোধন করা জরুরি। এই সুরাহার জন্য রাজ্যে রাজ্যে চাই দৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকার, জোরালো নেতৃত্ব ও দূরদর্শিতা।

● **জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি :** ২০১৬-র আগস্টে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে তার ভাষণে, প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে গরিবদের জন্য সরকার এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্বাস্থ্য বিমার ব্যবস্থা করতে চলেছে। অর্থমন্ত্রীও বাজেট ভাষণে হাসপাতালে চিকিৎসা বাবদ গরিবদের খরচ থেকে বাঁচাতে আরও বেশি সাহায্য দিতে জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি চালু করার জন্য সরকারের ইচ্ছার কথা তুলে ধরেন। এর প্রেক্ষিতে ২০১৭-'১৮-র বাজেটে এই কর্মসূচি নিয়ে সরকারি ঘোষণার আশা দানা বাঁধে। অর্থমন্ত্রী এ বিষয়ে চুপচাপ থাকায়, সেই আশা হয় পূরণ হয়নি।

খুব সম্ভবত, এই কর্মসূচি বাতিল হয়নি, ঘোষণাটি পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা ভোটের দরুন হয়তো সে সময়টা ঘোষণার পক্ষে সঠিক ছিল না। ঘোষণাটি হলে পাঁচ রাজ্যে ভোটারদের মন জয় করতে জনতোষিণী পদক্ষেপের অভিযোগ উঠতে পারে, এই সাতপাঁচ ভেবে সরকার হয়তো এগোয়নি।

অনুরূপভাবে, সম্প্রতি ঘোষিত কিছু কর্মসূচিতে অর্থসংস্থানের বিষয়টিও খুব স্পষ্ট নয়। যেমন, হাসপাতাল, মাতৃসদন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে প্রসব ও প্রতিষেধকের জন্য গর্ভবতীদের ৬ হাজার টাকা দেওয়ার প্রকল্প এবং ২০১৭-র মধ্যে কালাজ্বর ও ফাইলেরিয়া বা গোদ, ২০১৮-র মধ্যে কুষ্ঠ, ২০২০-র মধ্যে হাম ও ২০২৫-এর মধ্যে যক্ষ্মা নির্মূল করার কর্মসূচি। এসব উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্য পূরণ নির্ভর করে রাজ্যগুলির প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষমতা ও এসব কাজকর্মে পর্যাপ্ত টাকাকড়ি জোগানোর উপর। এসব প্রকল্পে বাজেটে বরাদ্দের বিষয়টি নিয়ে একটা ধোঁয়াশা থেকে গেছে। ইতোমধ্যে অ্যাকশন প্ল্যান বা কর্মকৌশল বানানো হয়ে থাকলে, টাকাকড়ি সংস্থানের দিকটিও অবশ্যই খতিয়ে দেখা হয়েছে।

এছাড়া, অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, দেশজুড়ে উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিকে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে উন্নীত করা হবে। লাখ দেড়েক উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে রূপান্তরের এই কর্মযজ্ঞে কোনও সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়নি। শুধু কি তাই, এখনও পর্যন্ত টাকাকড়ি জোগানের দিকটিতেও নেই কোনও প্রতিশ্রুতির চিহ্ন। সম্ভবত, এখন কথাবার্তা, বিচার-বিশ্লেষণের জন্য এই কর্মসূচির ধারণাটি উত্থাপন করা হয়েছে। টাকাকড়ির ব্যাপার-স্যাপার দেখা হবে পরে। পরিশেষে, আরও একটি বিষয় খোলসা করা দরকার। ন্যায্য দামে ওষুধপত্র মেলা সুনিশ্চিত করতে ওষুধ ও প্রসাধনী বিধি সংশোধন, বাণিজ্যিক নামের জায়গায় ওষুধের জেনেরিক বা শ্রেণিগত নামের চল বাড়ানো এবং সাধারণের নাগালের মধ্যে রাখার জন্য চিকিৎসা সরঞ্জামের দাম নিয়ন্ত্রণ— বাজেটে এসব ঘোষণার সঙ্গে বাজেটে টাকাকড়ি বরাদ্দের তেমন কোনও সংশ্রব নেই।

সব মিলিয়ে অবশ্য কেন্দ্রের স্বাস্থ্য বাজেট মোটের ওপর ভালোই। সবার নজর এখন রাজ্যগুলির বাজেটের দিকে। স্বাস্থ্য পরিষেবার অর্থসংস্থান ও সেই পরিষেবা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিশাল কর্মযজ্ঞে কোন কোন রাজ্য এগিয়ে থাকে, সেটাই এখন দেখার।❑

(লেখক একজন বিকাশ অর্থনীতিবিদ। 'বিল ও মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন', বিশ্ব ব্যাংক, UNDP, ILO-এর মতো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে তার। ইমেল : ahujaahuja@yahoo.com)

WBCS ই যদি একমাত্র লক্ষ্য হয়

এস. সি. সেন (এক্স.আই.আর.এস)
সাম্মানিক উপদেষ্টা

তাহলে একবার পড়ে নাও

Notes Department
S. Thakur (Delhi Faculty)
A. Bagchi (WBCS)
and others

সমস্যা	সমাধান
কবে BCS হবে	প্রিলি ও মেইন এর সেমি রেসিডেন্সিয়াল ক্লাস, যাতে তাড়াতাড়ি চাকরী হয়
প্রিলি বা মেইন -এ প্রচুর পড়েও হবে কি হবে না	**Hall and exam temperment** ক্লাস যেখানে আমরা শেখাই কোন প্রশ্ন দাগাতে হয় কোনটা ছাড়তে হয়। যাতে নেগেটিভ কম করে কোয়ালিফাই করা যায়।
	প্রথম দিন থেকে শেখানো হয় কি পড়বে কিভাবে পড়বে
সব প্রতিষ্ঠানে ১/২ জন সফল প্রতিবছর থাকে বাকীরা ???	শ্রীশ্রী বিবেকানন্দর ''আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির অনুপ্রেরণায় **upliftment technology** প্রয়োগ

২০১২ তে আমাদের সফল অনুপম চক্রবর্ত্তী (R-013418/BDO)
২০১২ তে আমাদের সফল রতন মণ্ডল (R-093719/CTO+BDO)
২০১৩ তে আমাদের সফল অমিত গণ (R-616413/SCRO)
২০১৩ তে আমাদের সফল অনির্বান গুপ্ত (R-717428/BDO)
২০১৫ তে আমাদের সফল আফিফুল হক (R-213312/Regstr.)

এগুলোই সব নয়। বড়ো কথা তুমি আমাদের বিশ্বাস করবে কি কারনে?
কারণ - পরীক্ষার আগেই আমরা শিখিয়ে দিই তুমি নিজে কিভাবে কমন পাবে (প্রমান সহ)

5 টিচার্স গ্রুপ **9593411432, 8013505753** শিয়ালদা • কাটোয়া • বর্ধমান • বাঁকুড়া

এক নজরে বাজেট ২০১৭-'১৮

ডি. এস. মালিক

- গত দু' বছর ধরে গড়ে ওঠা বলিষ্ঠ রাজস্ব ভিত্তি এবং মজবুত বৃহৎ অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর ভর দিয়ে প্রস্তুত হয়েছে বাজেটের রূপরেখা। বিমুদ্রীকরণ, পণ্য ও পরিষেবা কর এবং JAM (জন-ধন, আধার, মোবাইল) আরও অগ্রগতির জন্য এক সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যৎ গড়ে তুলেছে। বিগত বছরের অন্যান্য সংস্কারসমূহও অর্থনীতিকে শক্তিশালী করেছে।
  - বৃদ্ধির সম্ভাবনা অটুট।
  - রাজকোষ ঘাটতি ৩.২ শতাংশ, আগামী বছর (২০১৮-'১৯) তা ৩ শতাংশে নামিয়ে আনার প্রতি দায়বদ্ধতা।
  - রাজস্ব ঘাটতি চলতি বছর হ্রাস পেয়েছে, আগামী বছর তা আরও কমে ১.৯ শতাংশে দাঁড়াবে।
  - বিগত বছরের তুলনায় ২০১৭-'১৮ অর্থবছরে বাজারে নেট ঋণের পরিমাণ অনেকটা কমে ৩.৪৮ লক্ষ কোটিতে দাঁড়াবে।
  - দীর্ঘমেয়াদি ঋণের উপর রাজস্ব নীতির রূপরেখা তৈরির প্রতি দায়বদ্ধতা।
- **কৃষক :**
  - দীর্ঘমেয়াদি সেচ তহলি—পরিমাণ বাড়িয়ে ৪০ হাজার কোটি টাকা।
  - ক্ষুদ্র সেচ তহবিল গঠন করবে নাবার্ড (পরিমাণ ৫ হাজার কোটি টাকা)।
  - e-NAM বা National Agricultural Market (অর্থাৎ, কৃষি মন্ত্রকের তরফে চালু করা এক অখিল ভারতীয় বৈদ্যুতিন বাণিজ্য পোর্টাল)-কে ৫৮৫-টি APMC (Agriculture Produce Marketing Committee) পর্যন্ত প্রসারিত করা হবে।
  - রাজ্যগুলিকে অনুরোধ করা হবে কৃষিপণ্য বিপণন কমিটির আওতা থেকে পচনশীল জিনিসকে মুক্ত করার জন্য।
  - চুক্তিবদ্ধ চাষ বিষয়ে আদর্শ বিধি রাজ্যগুলির মধ্যে প্রচার করা হবে তা গ্রহণ করার জন্য।
  - ২০১৭-'১৮ অর্থবছরের জন্য শস্য ঋণের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে ১০ লক্ষ কোটি টাকা।
  - ৬৩ হাজার সক্রিয় PAC-কে কম্পিউটারাইজড করে DCCB-এর CBS-এর সঙ্গে যুক্ত করা হবে।
  - ফসল বিমা যোজনার পরিধির আওতায় আসবে ২০১৭-'১৮ অর্থবছরে ৪০ শতাংশ এবং ২০১৮-'১৯ অর্থবছরে ৫০ শতাংশ চাষ এলাকা।

চুম্বকে বাজেট

- **আর্থিক বৃদ্ধি :**
  - ৭ থেকে ৭.৫ শতাংশ ধরে রাখাই চ্যালেঞ্জ
- **রাজকোষ ঘাটতি**
  - চলতি অর্থবর্ষে ৩.৫ শতাংশ
  - ২০১৭-'১৮ অর্থবর্ষে ৩.২ শতাংশ
- **খরচ :**
  - যোজনা ও যোজনা বহির্ভূত ব্যয় মিশলো
  - মূলধনী ব্যয় ২৫.৪ শতাংশ বাড়ল
- **মূল্য বৃদ্ধি :**
  - ২ থেকে ৬ শতাংশে বেঁধে রাখার আশা
- **কৃষি :**
  - পাঁচ বছরে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করা
  - ৪.১ শতাংশ উৎপাদন বৃদ্ধির আশা
- **কোম্পানি কর :**
  - ৫০ কোটি পর্যন্ত ব্যবসায় কর কমে ২৫ শতাংশ
- **নোট বাতিল**
  - জাতীয় আয়, কর রাজস্ব বাড়ার দাবি
  - নগদ লেনদেনের ঊর্ধ্বসীমা ৩ লক্ষ টাকা
  - ব্যাংকে আসা বাড়তি টাকা ঋণে সুদ কমাবে
- **পরিকাঠামো :**
  - পরিবহণে বরাদ্দ ২.৪১ লক্ষ কোটি
  - রেলে বাজেট বরাদ্দ ৫৫ হাজার কোটি
- **প্রবীণ নাগরিক :**
  - স্বাস্থ্য পরিষেবায় আধার-ভিত্তিক কার্ড
  - ৮ শতাংশ সুদে ১০ বছরের পেনশন যোজনা
- **ভরতুকি :**
  - খাদ্যে ভরতুকি বেড়ে ১.৪৫ লক্ষ কোটি
  - জ্বালানিতে ভরতুকি কমে ২৫ হাজার কোটি
- **রাজনৈতিক দলের চাঁদা**
  - এক জনের থেকে নগদে সর্বোচ্চ ২ হাজার

➢ ৩ বছরের মধ্যে ডেয়ারি প্রক্রিয়াকরণ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন তহবিল গঠন করা হবে, পরিমাণ ৮ হাজার কোটি টাকা।

● **গ্রামীণ জনসংখ্যা :**

➢ মিশন অন্ত্যোদয় চালু করা হবে ১ কোটি পরিবারকে দারিদ্র্যের কবলমুক্ত করতে তথা ৫০ হাজার গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে গরিবি হটানোর উদ্দেশ্যে।

➢ মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইন (MGNREGA) খাতে ২০১৭-'১৮ অর্থবছরে এযাবৎ কালীন সর্বোচ্চ, ৪৮ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ। কর্মসংস্থান ও সম্পদ সৃষ্টির উপর বিশেষ জোর।

➢ প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনা (PMGSY) খাতে রাজ্যগুলির দেয় অংশভাক সমেত ২০১৭-'১৮ অর্থবছরে ২৭ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। এই যোজনায় গ্রামীণ সড়ক নির্মাণের গতি ২০১১ থেকে ২০১৪ সাল—এই সময়পর্বের দিনপ্রতি ৭৩ কিলোমিটার থেকে বাড়িয়ে ২০১৬-'১৭ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে দিনপ্রতি ১৩৩ কিলোমিটার।

➢ আগামী চার বছরের মধ্যে ২৮ হাজারেরও বেশি আর্সেনিক ও ফ্লুওরাইড দূষিত বসতি এলাকায় নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহের বন্দোবস্ত করা হবে।

● **যুবা, শিক্ষা এবং নিয়োগ ইত্যাদি :**

➢ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন সংস্কারের কাজে হাত দেওয়া হবে।

➢ অন্তত ৩৫০-টি অনলাইন কোর্স সমেত 'স্বয়ম' (SWAYAM) প্রকল্প চালু হচ্ছে।

➢ ৪ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে 'সংকল্প' (SANKALP) নামক এক দক্ষতা বিকাশ কর্মসূচি চালু হবে ৩.৫ কোটি তরুণ-তরুণীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যে।

➢ বস্ত্র ক্ষেত্রের অনুকরণে চর্ম এবং জুতো শিল্প ক্ষেত্রেও বিশেষ মূল্য সংযুক্তির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য প্রকল্প রূপায়ণ করা হবে।

➢ পাঁচটি বিশেষ পর্যটন অঞ্চল গড়ে তোলা হবে।

● **দরিদ্র এবং বঞ্চিত শ্রেণি :**

➢ দক্ষতা বিকাশ, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির সুযোগ-সুবিধা ব্যবস্থা সমেত মহিলাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য গ্রামাঞ্চলের ১৪ লক্ষ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে "মহিলা শক্তি কেন্দ্র' গড়ে তোলা হবে।

➢ কম দামি আবাসনকে পরিকাঠামোর মর্যাদা দেওয়া হবে। ফলত, আবাসন প্রকল্পগুলি সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ পেতে সক্ষম হবে।

➢ ২০১৭-'১৮ অর্থবছরে ব্যক্তিগত আবাসন ঋণ ক্ষেত্রে জাতীয় আবাসন ব্যাংক (NHB) ২০ হাজার কোটি টাকা পুনঃঅর্থলগ্নী (Refinance) করবে।

➢ কালাজ্বর, ফাইলেরিয়া, কুষ্ঠ, হাম এবং যক্ষ্মা নির্মূল করার জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা স্থির করা হয়েছে।

➢ শিশু মৃত্যুহার এবং মাতৃ মৃত্যুহারও কমানো হবে।

➢ ১.৫ লক্ষ স্বাস্থ্য উপ-কেন্দ্রের ভোলবদল করে "Health and Wellness Centre"-এ পরিণত করা হবে।

কর প্রদানে অনীহা ...

- সংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মীর সংখ্যা ৪.২ কোটি
- কিন্তু রিটার্ন জমা করেন ১.৭৪ কোটি জন
- অসংগঠিত ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ব্যবসার সংখ্যা ৫.৬ কোটি
- কিন্তু রিটার্ন জমা ১.৮১ কোটির
- ৫ লক্ষের বেশি ব্যক্তিগত রোজগার দেখান ৭৬ লক্ষ করদাতা
- এর মধ্যে মাত্র ২০ লক্ষের আয়ের উৎস বেতন নয়
- বছরে রোজগার ৫০ লক্ষ টাকার বেশি ১.৭২ লক্ষ জনের
- অথচ পাঁচ বছরে দেশে গাড়ি বিক্রি হয়েছে ১.২৫ কোটি। ২০১৫ সালে বিদেশে গিয়েছেন দু' কোটি মানুষ

বিভিন্ন ক্ষেত্রে মোট বরাদ্দ

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক সংখ্যা	ক্ষেত্র	২০১৬-'১৭ বাজেট প্রাক্কলন	২০১৬-'১৭ সংশোধিত প্রাক্কলন	২০১৭-'১৮ বাজেট প্রাক্কলন
১.	কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র	৪৮৫৭২	৫২৮২১	৫৮৬৬৩
২.	গ্রামোন্নয়ন	১০২৫৪৩	১১৪৯৪৭	১২৮৫৬০
৩.	পরিকাঠামো	৩৪৮৯৫২	৩৫৮৬৩৪	৩৯৬১৩৫
৩(ক).	এর মধ্যে পরিবহণ	২১৬২৬৮	২১৬৯০৩	২৪১৩৮৭
৪.	সামাজিক ক্ষেত্র	১৬৮১০০	১৭৬২২৫	১৯৫৪৭৩
৪(ক).	শিক্ষা ও স্বাস্থ্য	১১২১৩৮	১১৪৮০৬	১৩০২১৫
৪(খ).	কল্যাণমূলক দিক ঘিরে সামাজিক ক্ষেত্র	৫৫৯৬২	৬১৪১৯	৬৫২৫৮
৫.	কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দক্ষতা এবং জীবিকা	১২০০৬	১৪৭৩৫	১৭২৭৩
৬.	বিজ্ঞান বিষয়ক মন্ত্রকসমূহ	৩৩৪৬৭	৩৪৩৫৯	৩৭৪৩৫

সূত্র : Expenditure Profile and Expenditure Budget 2017-'18

- ডাক্তারি শিক্ষা এবং ডাক্তারি পেশা নিয়ন্ত্রক কাঠামোকে আমূল বদলে ফেলা হবে।
- ঝাড়খণ্ড এবং গুজরাতে AIIMS-এর ধাঁচে দু'টি নতুন হাসপাতাল গড়ে তোলা হবে।
- চালু শ্রম আইনগুলির যৌক্তিকতা বিচার-বিশ্লেষণ করে ৪-টি কার্যবিধিতে সংকলিত করা হবে।

● **পরিকাঠামো :**

- রেলওয়ে-মূলধনী এবং উন্নয়ন খাতে ব্যয় ১ লক্ষ ৩১ হাজার কোটি টাকা; যার মধ্যে ৫৫ হাজার কোটি টাকা ঢালবে সরকার।
- "রাষ্ট্রীয় রেল সংরক্ষা কোষ" গঠন করা হবে; পাঁচ বছরের জন্য তহবিলের পরিমাণ ১ লক্ষ কোটি টাকা।
- রেলের "Throughput" (নির্দিষ্ট দিনে বা সময়ে যে পরিমাণ কাজ কম্পিউটারে করা হয়) আগামী তিন বছরের মধ্যে ১০ শতাংশ বাড়ানো হবে।
- ৯-টি রাজ্যের সরকার এবং রেল দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে রূপায়ণের জন্য ৭০-টি প্রকল্পকে চিহ্নিত করা হয়েছে।
- নির্দিষ্ট কিছু পণ্যের জন্য সংগ্রহস্থল থেকে শুরু করে অন্তিম গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত, অর্থাৎ এক "end-to-end" সংহত পরিবহণ পরিষেবা তথা 'Logistic' সহায়তা দেবে রেল।

আয়করের নতুন হার

করযোগ্য আয়	আগে কর দিতে হ'ত	এখন দিতে হবে	সাশ্রয়
■ ৩ লক্ষ	৩০৯০	০	৩০৯০
■ ৩.৫ লক্ষ	৮২৪০	২৫৭৫	৫৬৬৫
■ ৫ লক্ষ	২৩৬৯০	১২৮৭৫	১০৮১৫
■ ১০ লক্ষ	১২৮৭৫০	১১৫৮৭৫	১২৮৭৫
■ ২০ লক্ষ	৪৩৭৭৫০	৪২৪৮৭৫	১২৮৭৫
■ ৬০ লক্ষ	১৬৭৩৭৫০	১৮২৬৯৬৩	–১৫৩২১৩
■ ১.২ কোটি	৪০৫৬৯১৩	৪০৪২১০৬	১৪৮০৬

**রিবেট ও শিক্ষা সেস হিসাবে ধরা হয়েছে। **৫০ লক্ষ টাকার বেশি কর যোগ্য আয়ের ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ সারচার্জ হিসাবে ধরা হয়েছে।*

- হিসাবরক্ষণ সংস্কার, ২০১৯-এর মধ্যে জমার ভিত্তিতে (Accrual basis) আর্থিক বিবরণ পেশ করার রীতি গ্রহণ করবে রেল।
- এক নতুন মেট্রো রেল নীতি ঘোষণা করা হবে এবং একটি নতুন মেট্রো রেল আইন লাগু করা হবে।
- সড়ক ক্ষেত্রের উপর বিশেষ নজর দেওয়ার ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে।
- দ্বিতীয় শ্রেণির (Tier-II) শহরগুলিতে নির্দিষ্ট কয়েকটি বিমানবন্দরে কর্মচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে চালানো হবে।
- ভূ-সম্পত্তির যথাযথ মূল্য নিরূপণের জন্য ভারতীয় বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ আইন সংশোধন করা হবে।
- ভারতনেট (BharatNet) প্রকল্প : ২০১৭-'১৮ অর্থবছরের শেষতক দেড় লক্ষ গ্রাম পঞ্চায়েতকে OFC (Optical Fibre Cable) ব্রডব্যান্ড সংযোগের আওতায় আনা হবে।
- ওড়িশা এবং রাজস্থানে "Strategic Crude Oil Reserve" (আপতকালীন পরিস্থিতির জন্য অশোধিত তেলের সঞ্চয় ভাণ্ডার)-এর দুটি নতুন খাদান গড়ে তোলা হবে।
- অতিরিক্ত ২০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সৌর পার্ক বিকাশের দ্বিতীয় পর্যায়।
- ভারত যাতে বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম উৎপাদনের ক্ষেত্রে গোটা বিশ্বের গন্তব্য (Global hub) হয়ে ওঠে তার জন্য উপযোগী বাতাবরণ তৈরি করা হবে।

● **আর্থিক ক্ষেত্র :**

- ২০১৮-'১৯ সালে "Foreign Investment Promotion Board" (FIPB) তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
- পণ্য দ্রব্যের "Spot market" এবং "Derivative market"-এর মধ্যে সংহতিসাধনের জন্য পরিচালনগত এবং আইনি কাঠামো প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হবে।
- নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত ফাঁকফোকর বোঁজাতে এবং আর্থিক দিক থেকে তুলনামূলক-ভাবে দুর্বল বিনিয়োগকারীদের স্বার্থরক্ষা করতে 'Multi State Cooperative Societies Act' সংশোধন করা হবে।
- সংসদের বাজেট অধিবেশনে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির 'Resolution' সম্পর্কিত একটি বিল পেশ করা হবে।
- পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বিবাদ এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব সম্পর্কিত নির্মাণ চুক্তি ইত্যাদি নিষ্পত্তি করতে ব্যবস্থাপত্র গড়তে 'Arbitration and Conciliation Act' সংশোধন করা হবে।
- আমাদের আর্থিক ক্ষেত্রের জন্য একটি 'Computer Emergency Response Team (CERT-Fin) গঠন করা হবে।
- নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে CPSE-গুলির তালিকাভুক্তির জন্য সংশোধিত ব্যবস্থাপত্র ঘোষণা করা হবে।

- রেলের আওতাধীন IRCTC, IRFC, IRCON-এর মতো রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলি (PSEs) এখন থেকে শেয়ার বাজারে নথিভুক্ত হতে পারবে।
- তেল ক্ষেত্রে দেশে যে সব PSU-গুলি রয়েছে তাদের একত্রিত করে এক সংহত সরকারি ক্ষেত্র 'Oil major' গঠন করা হবে।

- **ডিজিট্যাল অর্থনীতি :**
  - খুব শীঘ্রই আধার পে (Aadhar Enabled Payment System-এর বাণিজ্যিক রূপ) চালু করা হবে।
  - আর্থিক অন্তর্ভুক্তি তহবিল (Financial Inclusion Fund) বাড়ানো হবে।
  - ডিজিট্যাল মাধ্যমে মূল্যপ্রদান ব্যবস্থার বর্তমান প্রয়োজনের সঙ্গে সংগতি রাখতে দেশের মূল্যপ্রদান এবং নিষ্পত্তি ব্যবস্থার (Payment and Settlement System) সার্বিক পর্যালোচনা করে দেখা হবে। ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধন করা হবে এবং রিজার্ভ ব্যাংকে একটি মূল্যপ্রদান নিয়ামক পর্ষদ (Payments Regulatory Board) গড়া হবে।
  - ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন এবং চেক-এর মাধ্যমে মূল্যপ্রদান প্রভূত বাড়ার ফলে যেসব নতুন চ্যালেঞ্জ দেখা যাচ্ছে তার মোকাবিলায় 'Negotiable Instruments Act' সংশোধন করা হবে।
- **সরকারি কৃত্যক :**
  - পাসপোর্ট সংক্রান্ত পরিষেবা দেওয়ার জন্য মুখ্য ডাকঘরগুলি ফ্রন্ট অফিস হিসাবে কাজ করবে।
  - আর্থিক অপরাধী-সহ বহুদিন ধরে আইন ভঙ্গ করে আসছেন এমন ব্যক্তি তথা আইনের হাত এড়াতে বিদেশে চম্পট দিয়েছেন এ ধরনের অপরাধীদের সম্পত্তি ক্ষমতা বলে

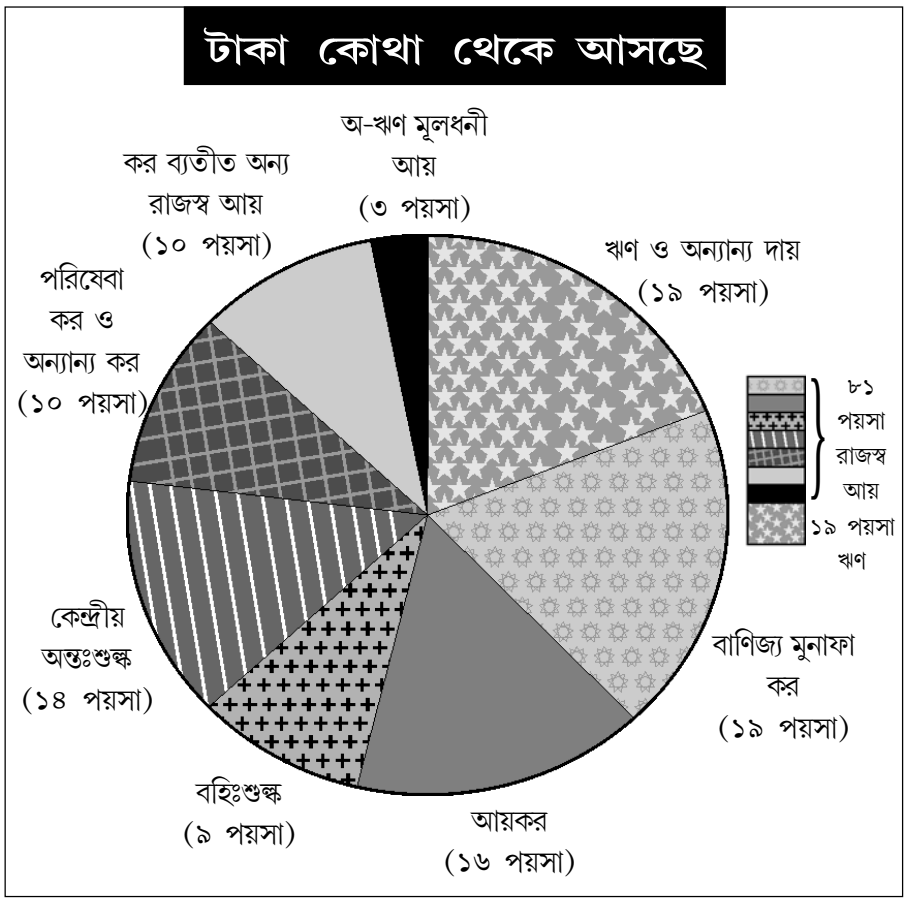

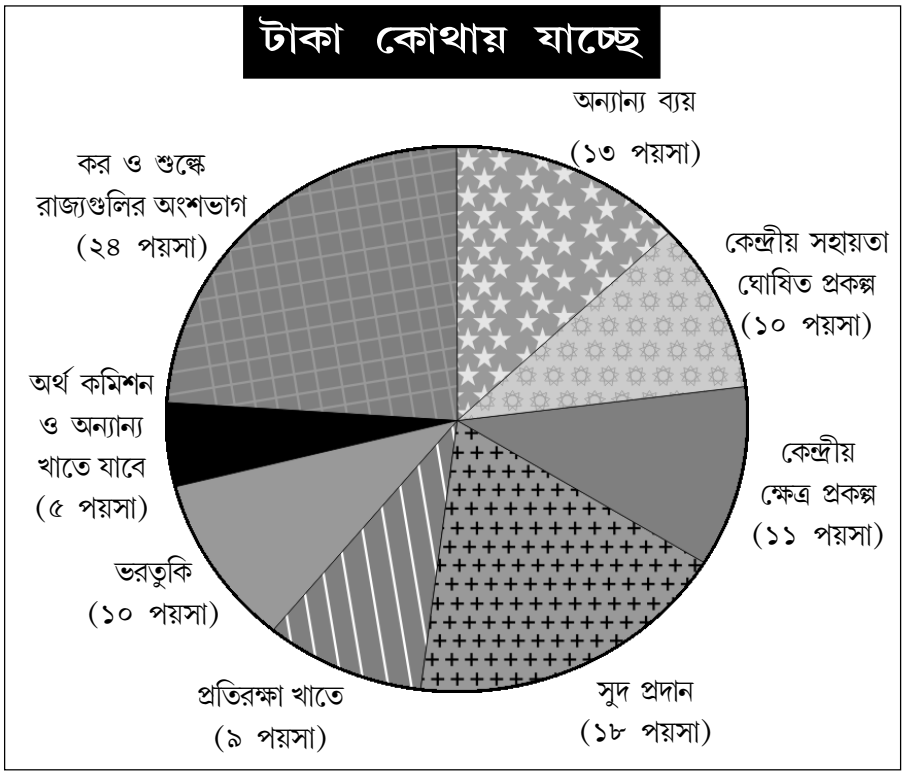

যাতে সরকার বাজেয়াপ্ত করতে পারে সে জন্য আইনের রদবদল এমন কী একটি নতুন আইনও প্রণয়ন ও লাগু করা হতে পারে।

● **কম দামের আবাসন :**

কম দামি আবাসন এবার থেকে পরিকাঠামোর তকমা পেল। এ ধরনের আবাসনে লগ্নি টানতে চায় সরকার। সেই লক্ষ্যপূরণ করতেই এ ধরনের প্রকল্পগুলি পরিকাঠামো হিসাবে বিবেচিত হবে। সঙ্গে পাওয়া যাবে পরিকাঠামো শিল্পের জন্য বরাদ্দ সুযোগ-সুবিধা।

(ক) চার বড়ো শহরে ৩০ বর্গফুট ও অন্যান্য শহরে ৫০ বর্গফুট 'Build-up' জায়গার ফ্ল্যাট কম দামি আবাসন হিসাবে বিবেচিত হয়। এবার বাজেটে সেই 'Build-up' জায়গাকে 'Carpet area' ধরা হচ্ছে। অর্থাৎ, একই দামে আদতে বেশি জায়গা পাবেন ক্রেতারা।

(খ) এক্ষেত্রে চার বড়ো শহরে ৩০ বর্গফুট ও অন্যান্য শহরে ৬০ বর্গ ফুটের হিসাব বজায় রাখা হয়েছে।

(গ) এ ধরনের আবাসন নির্মাণের কাজ শেষ করার সময়সীমা আগেকার তিন বছর থেকে বাড়িয়ে ৫ বছর করা হয়েছে।

➢ আবাসন নির্মাতাদের ক্ষেত্রে 'National Rental Income'-এর উপর কর, নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে বলে শংসাপত্র হাতে পাওয়ার বছর শেষ হওয়ার এক বছর পর থেকে হিসাব করা হবে।

➢ স্থাবর সম্পত্তির জন্য মূলধনী লাভ করে তিনটি পরিবর্তন আনা হয়েছে।

(ক) এতদিন ফ্ল্যাট কিনে তা তিন বছর পরে বিক্রি করলে মূলধনী লাভ করে সুবিধা পাওয়া যেত; এই বাজেটে সেই সময়সীমা ২ বছরে নামিয়ে আনা হয়েছে।

(খ) স্থাবর সম্পত্তি-সহ সমস্ত শ্রেণির সম্পত্তির ক্ষেত্রে সম্পত্তি মূল্য হিসাবের জন্য ভিত্তি বছর ১.৪.১৯৮১ থেকে বদলে ১.৪.২০০১ করা হয়েছে।

(গ) কর না দিয়েই মূলধনী লাভ বিনিয়োগ করা যায় যে সব আর্থিক ক্ষেত্রে তার পরিসর বাড়ানো হবে।

➢ যৌথ বিকাশ চুক্তির ক্ষেত্রে মূলধনী লাভ কর প্রদানের দায় তৈরি হবে সেই বছর থেকে যে বছর 'Consideration amount' পাওয়া যাবে।

➢ অন্ধ্রপ্রদেশ রাজধানীর ক্ষেত্রে ২.৬.২০১৪ থেকে জমির মালিকানা আছে এমন জমি মালিকরা মূলধনী লাভ কর দেওয়ার হাত থেকে ছাড় পাবেন, যদি তা 'Land-pooling mechanism'-এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।❑

(লেখক পত্র সূচনা কার্যালয়, নয়াদিল্লির অতিরিক্ত মহানির্দেশক)

প্রকাশনা বিভাগের নতুন প্রকাশনা

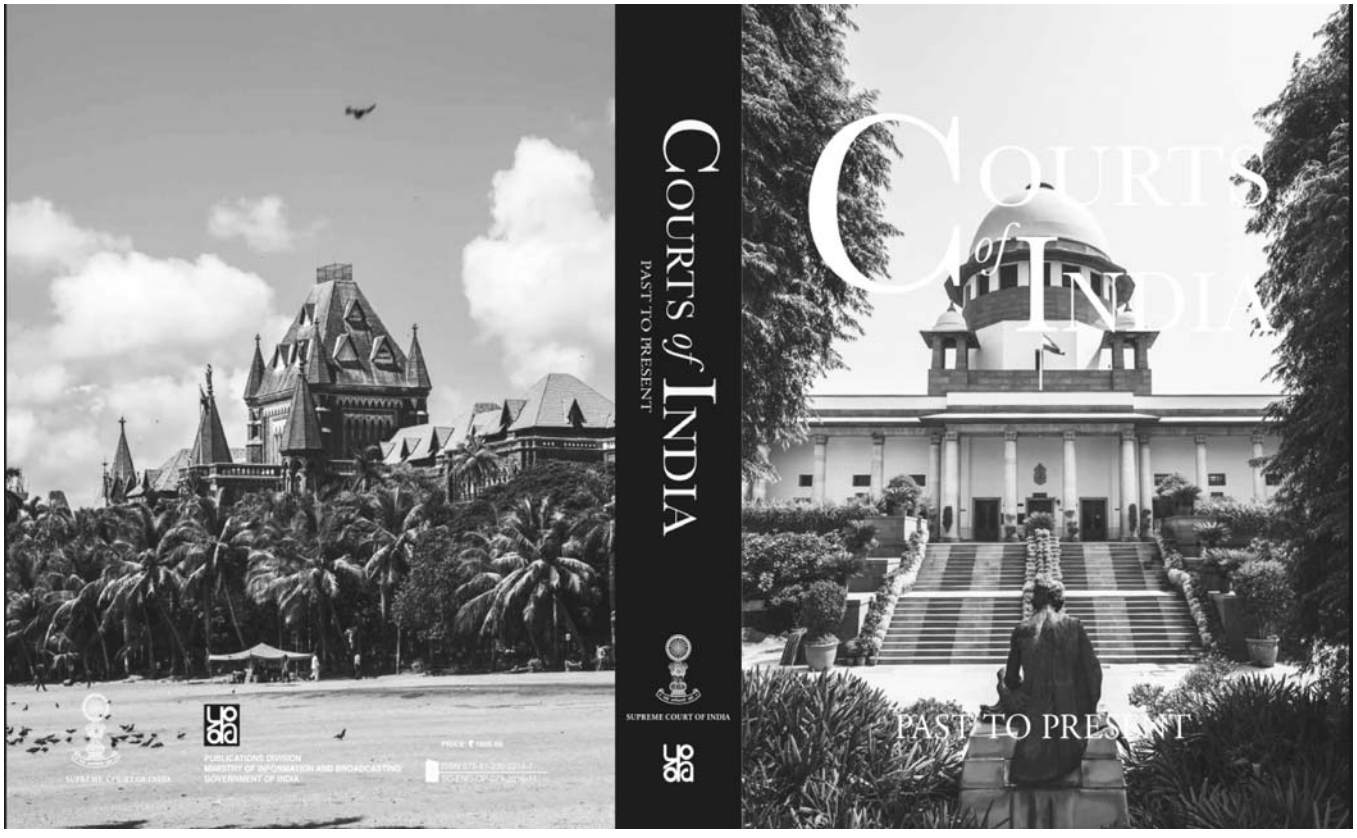

Subscription Coupon

[For New Membership / Renewal / Change in Address]

I want to subscribe to _________________________ (Journal's name & language)

☐ 1. yr. for Rs. 230/- ☐ 2. yrs. for Rs. 430/- ☐ 3. yrs. for Rs. 610/-

DD/MO No. _______________________________ Date ____________________

Name (in block letters) ___________________________

Category Student / Academician / Institution / Others

Address _____________________________

____

PIN ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Phone _____________________________

P.S. : For Renewal / change in address — please quote your subscription No. ☐

Please allow 8 to 10 weeks for the despatch of 1st issue.

The DD/MO should be drawn in favour of :

The Editor

Dhanadhanye (Yojana-Bengali)

Publications Division

8, Esplanade East, Kolkata-700 069

ATTENTION PLEASE

YOU CAN ALSO SEND YOUR SUBSCRIPTION THROUGH BHARATKOSH (NON-TAX RECEIPT PORTAL)

নয়া অবতারে রেল বাজেট

*পরবর্তী যুগে, ৭৫ শতাংশের মতো যাত্রীসাধারণ এবং ৯০ শতাংশের মতো মালপত্র পরিবহণ হ'ত রেলপথে। কাজেই সে সময় আলাদা রেল বাজেট পেশ করার রীতি বজায় রাখার পিছনে অবশ্যই সারবত্তা ছিল। তুলনায় আজকের দিনে এই অংশভাক কমতে কমতে এসে ঠেকেছে যথাক্রমে মাত্রই ১৫ এবং ৩০ শতাংশে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এই পালাবদলের স্বরূপটি উপলব্ধি করতে পেরেছে। তাই, সামগ্রিকভাবে ইস্যুটির প্রতি নজর দিতে এক সচেতন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে, আমরা দেখছি রেল বাজেটকে সাধারণ বাজেটের পরিকাঠামো ক্ষেত্রের শ্রেণির আওতায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাজেটে অবশ্য এও সুনিশ্চিত করা হয়েছে যে, এর ফলে ভারতীয় রেলের আর্থিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকারকে খর্ব করা হবে না তথা এত দিন রেল যেসব স্বাধীনতা ভোগ করে আসছিল তাও একইভাবেই বজায় রাখা হবে। লিখেছেন—*****অরুণেন্দ্র কুমার**

দীর্ঘ তিরানব্বই বছর ধরে আলাদাভাবে রেল বাজেট পেশ করার যে পুরোনো রীতি, এ বছর তা অনুসরণ করা হয়নি। সাধারণ বাজেটের সাথেই মিশিয়ে দেওয়া হল রেল বাজেটকে। বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার আগে, কেন আলাদাভাবে রেল বাজেট ও সাধারণ বাজেট পেশ করা হ'ত আর কেনই বা এই দুই বাজেটকে মিশিয়ে দেওয়া হল, তা ভালো করে জেনে নেওয়াটা দরকার।

স্যার উইলিয়াম অক্ওয়ার্থকে চেয়ারম্যান করে ১৯২০ সালে গঠন করা হয় "East Indian Railway Committee"। অক্ওয়ার্থ কমিটির সুপারিশগুলির ভিত্তিতে রেলের জন্য অর্থসংস্থানের বিষয়টিকে ১৯২৪ সালে আলাদা করে ফেলা হয় এক পৃথকীকরণ চুক্তি ("Separation Convention") প্রণয়নের মাধ্যমে। এই চুক্তির বয়ান থেকে আক্ষরিক উদ্ধৃতি দিয়ে বলা যায়, "এর খোলনলচে এভাবে বদলে ফেলা হয় যে, তা এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কারবারকে এমন এক ব্যবস্থার বাঁধন থেকে মুক্তি দেয়, যে ব্যবস্থায় প্রতি বছর ৩১ মার্চ তারিখে ব্যবসার দায় শেষ হয় এবং পুনরায় তা শুরু হয় পয়লা এপ্রিল থেকে। সাধারণ রাজস্ব আয় খাতে বার্ষিক এক নির্দিষ্ট অংশভাক এসে থাকে রেলওয়ে থেকে। এটাই হতে চলেছে রেলের নতুন প্রাপ্তির/আয়ের উপর প্রথম বোঝা"। স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে, ৭৫ শতাংশের মতো যাত্রীসাধারণ এবং ৯০ শতাংশের মতো মালপত্র পরিবহণ হ'ত রেলপথে। কাজেই সে সময় আলাদা রেল বাজেট পেশ করার রীতি বজায় রাখার পিছনে অবশ্যই সারবত্তা ছিল। তুলনায় আজকের দিনে এই অংশভাক কমতে কমতে এসে ঠেকেছে যথাক্রমে মাত্রই ১৫ এবং ৩০ শতাংশে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এই পালাবদলের স্বরূপটি উপলব্ধি করতে পেরেছে। তাই, সামগ্রিকভাবে ইস্যুটির প্রতি নজর দিতে এক সচেতন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে, আমরা দেখছি রেল বাজেটকে সাধারণ বাজেটের পরিকাঠামো ক্ষেত্রের শ্রেণির আওতায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাজেটে অবশ্য এও সুনিশ্চিত করা হয়েছে যে, এর ফলে ভারতীয় রেলের আর্থিক স্বায়ত্বশাসনের অধিকারকে খর্ব করা হবে না তথা এত দিন রেল যেসব স্বাধীনতা ভোগ করে আসছিল তাও একইভাবেই বজায় রাখা হবে।

পরিবহণ ক্ষেত্রে সমন্বয়সাধনের জন্য যৌথ প্রচেষ্টার প্রভাব বাজেটে পরিষ্কার নজরে আসছে। নির্দিষ্ট কিছু পণ্যের জন্য সংগ্রহস্থল থেকে শুরু করে অন্তিম গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত, অর্থাৎ এক "end-to-end" সংহত পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলাটা রেলের জন্য জরুরি। এজন্য রেলের হাতে যারা এই পণ্য তুলে দিচ্ছে আর গন্তব্য পৌঁছে দেওয়ার পর যারা রেলের কাছ থেকে এই মাল খালাস করে নিয়ে যাচ্ছে, এই দু'ধরনের পরিবহণ ব্যবসায়ীদের সাথে বোঝাপড়া মজবুত করতে হবে রেলকে। এর ফলে গ্রাহক এবং পরিবহণ ব্যবসায়ী, উভয় তরফই লাভবান হবে। তথা মালগাড়ির ওয়াগনকে মাল খালাসের শেড-এ দীর্ঘ সময় অপেক্ষায় রাখতে হবে না বলে গ্রাহকের মুখের হাসিও চওড়া হবে বৈকি।

বর্তমান বাজেটে রেলকে চারটি প্রথম বিষয়ে বিশেষ করে নজর দিতে বলা হয়েছে।

- যাত্রীসাধারণের সুরক্ষা;
- পুঁজির জোগাড় এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ড চালানো;
- পরিচ্ছন্নতার প্রতি দায়বদ্ধতা;
- অর্থসংস্থান এবং হিসাবরক্ষণের ক্ষেত্রে সংস্কারসাধন।

যাত্রীসাধারণের সুরক্ষা

নিরাপত্তার দিকটিকে মজবুত করতে বিনিয়োগের জন্য এক পৃথক উৎসের খোঁজ করা যে নিতান্তই জরুরি তা বিগত কয়েক বছর ধরেই বেশ অনুভব করা যাচ্ছে। তার কারণও অবশ্যই আছে। রেলের অভ্যন্তরীণ আর্থিক সম্পদ সূত্রে নিরাপত্তার খাতে ব্যয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা আদৌ সম্ভব হচ্ছে না। অতীতে একবার এ ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল তৎকালীন মাননীয়

প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্ব। ২০০১ সালের পয়লা এপ্রিল গড়া হয়েছিল বিশেষ রেলওয়ে সুরক্ষা তহবিল (Special Railway Safety Fund)। লক্ষ্য স্থির করা হয়েছিল, বিশেষ করে নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত এমন ক্ষেত্রগুলিতে, যেমন—রেললাইন, রেল সেতু, সিগন্যালিং গিয়ার, রেলের ইঞ্জিন বা ট্রলি ইত্যাদির মতো (Rolling Stock) রাশিকৃত বয়সের ভারে জরাজীর্ণ সম্পদ অপসারণ। এটি ছিল সতেরো হাজার কোটি টাকার এমন এক তহবিল যা কখনও তামাদি হবে না বা সুদ জমা পড়বে না এই খাতে। এই তহবিল থেকে কোন কোন কাজে অর্থ ব্যয় করা হবে তার এক তালিকা তৈরি করা হয় 'Green Book" নামক এক বইয়ে। বর্তমান বাজেটে ফের একবার স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে নিরাপত্তাজনিত ইস্যুগুলির মোকাবিলা এক অপরিহার্য বাধ্যবাধকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। "রাষ্ট্রীয় রেল সংরক্ষা কোষ" (RRSK) নামক পাঁচ বছর মেয়াদি এক লক্ষ কোটি টাকার এক তহবিল গঠনের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এই তহবিলের সূচনা মূলধন (Seed Capital) জোগাবে সরকার। বাকি সম্পদের বন্দোবস্ত রেলকেই করতে হবে, তাদের নিজস্ব রাজস্ব আয় এবং অন্যান্য সূত্র থেকে। এই কোষ থেকে অর্থলগ্নী করে যে সব নিরাপত্তা সংক্রান্ত কাজে হাত দেওয়া হবে সরকার তার নির্দেশিকা তৈরি করে এবং সময়সীমা নির্ধারণ করে দেবে। নিরাপত্তা বিষয়ক প্রস্তুতির শিখরে পৌঁছতে তথা তার রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে অনুশীলনের জন্য পেশাদার আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নেওয়া হবে। এ এক মস্ত সাহসী পদক্ষেপ বৈকি! এবং এই আইডিয়া নিতান্তই সময়ের ন্যায্য দাবি মেনে। এর অর্থ হল ICF নক্শার রেল কোচগুলি পুরোপুরি বাতিল করে তার জায়গায় আধুনিক LHD নক্শার কোচ নিয়ে আসতে হবে। রেল লাইনের ফাটল আগেভাগে চিহ্নিত করতে সক্ষম স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তি ব্যবস্থা চালু করতে হবে। যেসব রেলসেতুর উপর দীর্ঘ দিন ধরে ব্যাপক চাপ পড়ে আসছে, সেগুলি ভেঙ্গে নতুন করে তৈরি করতে হবে। বেশি নির্ভরযোগ্য সিগন্যালিং ব্যবস্থা চালু করার পাশাপাশি বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত "Route Relay Interlocking" ব্যবস্থা বদলে ফেলতে হবে। বিগত কয়েক বছরে রক্ষীবিহীন লেভেল ক্রশিংগুলিতে দুর্ঘটনার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমেছে। আগামী ২০২০ সালের মধ্যে আর যেন কোনও রক্ষীবিহীন লেভেল ক্রশিং-এর অস্তিত্ব না থাকে তার রূপরেখা প্রস্তুত করা হয়েছে। রক্ষী-সহ লেভেল ক্রশিং-এর সংখ্যাও যথেষ্ট কমিয়ে ফেলা হয়েছে, বিভিন্ন জায়গায় রেললাইনের সাথে আড়াআড়িভাবে থাকা সড়কের উপর কখনও উপর দিয়ে কখনও নিচ দিয়ে রেলসেতু তৈরি করে। রেল কোচের অন্দরসজ্জায় ফোম-এর মতো উপকরণ ব্যবহার করে অগ্নিকাণ্ড প্রতিহত করার উদ্যোগের মধ্যে দিয়েও নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়টি নজরে আসছে। "রাষ্ট্রীয় রেল সংরক্ষা কোষ"-এর তহবিল সংস্থান করা হয়েছে রাজস্ব ব্যয় এবং মূলধনী ব্যয়, এই উভয় খাত থেকেই। রাজস্ব খাত থেকে ১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে; অন্যদিকে মূলধনী খাতের আওতায় ১৯ হাজার কোটি টাকা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই কোষ-এর প্রকল্পগুলি সুনির্দিষ্টভাবে তালিকাবদ্ধ করা হবে।

সারণি-১

পরিকল্পনা ব্যয়-সহ স্থূল বাজেটীয় সহায়তা, অতিরিক্ত বাজেটীয় সম্পদ এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ সৃষ্টির বিস্তারিত পরিসংখ্যান

(টাকার অংক কোটিতে)

বছর	পরিকল্পনা-ব্যয়	স্থূল বাজেটীয় সহায়তা	অতিরিক্ত বাজেটীয় সম্পদ	অভ্যন্তরীণ সম্পদ সৃষ্টি
২০১১-'১২	৪৫,০৬১	২১,০৭৩	১৪,৭৯০	৯,১৯৮
২০১২-'১৩	৫০,৩৮৩	২৫,২৩৪	১৫,১৪২	১০,০০৭
২০১৩-'১৪	৫৩,৯৮৪	২৮,১৭৪	১৫,২২৫	১০,৫৯০
২০১৪-'১৫	৬৫,৭৯৮	৩১,৫৯৬	১৭,৭৮৮	১৬,৪১৪
২০১৫-'১৬	৯৩,৫২০	৩৫,০০৭	৩৯,০০৬*	১৯,৪৪৬
২০১৬-'১৭	১২১,০০০	৪৬,৩৫৫	৫৯,৯৩০	১৪,৭১৫
২০১৭-'১৮	১৩১,০০০	৫৫,০০০	৬২,০০০	১৪,০০০

* এর মধ্যে পড়ছে ১৭,১৩৬ কোটি টাকার প্রাতিষ্ঠানিক অর্থলগ্নী। তহবিল জোগাড়ের এই উদ্ভাবনী পদ্ধতি প্রথমবারের জন্য ব্যবহার করে দেখা হয়। তারপর থেকেই যে এটি নিয়মিত বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায় তা পরের দু' বছরের পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট।

মূলধন এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ড

চলতি বাজেটে পরিকল্পনা বরাদ্দ ১২১ হাজার কোটি টাকা থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়িয়ে ১৩১ হাজার কোটি টাকা করা হয়েছে। একই সাথে স্থূল বাজেটীয় সহায়তা ৪৬,৩৫৫ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ৫৫ হাজার কোটি টাকা। পাশাপাশি, অতিরিক্ত বাজেটীয় সম্পদ সৃষ্টির উপরও বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। যাই হোক, অভ্যন্তরীণ সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা ১৪ হাজার কোটি টাকার বাস্তবসম্মত স্তরে বেঁধে রাখা হয়েছে। গত বছরের ১৪,৭১৫ কোটি টাকার (সংশোধিত প্রাক্কলনের) চেয়ে সামান্য কম। স্থূল বাজেটীয় সহায়তা, অতিরিক্ত বাজেটীয় সম্পদ, অভ্যন্তরীণ সম্পদ সৃষ্টি-সহ পরিকল্পনা ব্যয়ের বিস্তারিত খতিয়ান সারণি-১-এ পেশ করা হল।

সারণি-১ থেকে দেখা যাচ্ছে, ২০১৪-'১৫ অর্থ বছরের ৬৫,৭৯৮ কোটি টাকার থেকে বাড়িয়ে ২০১৭-'১৮ সালে পরিকল্পনা ব্যয় প্রায় দ্বিগুণ, ১৩১ হাজার কোটি টাকা করা হয়েছে। আমাদের দেশের জীবনরেখা হিসাবে পরিচিত ভারতীয় রেলওয়েতে বিপুল বিনিয়োগ করতে সরকার যে গভীরভাবে দায়বদ্ধ, তা এর মাধ্যমে প্রতিফলিত হচ্ছে। সাধারণ বাজেটের সাথে রেল বাজেটকে মিশিয়ে দেওয়ার ফলে ভারতীয় রেলের যে লাভাংশ দায় (Dividend Liability) ছিল, তার অবসান হল। ফলত, প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকার অতিরিক্ত প্রাপ্তি হচ্ছে। যা বছরের পর বছর ধরে রেকারিং হিসাবে

সুবিধা দিয়ে যাবে। কাজকর্মের যে তালিকা পেশ করা হয়েছে, তা যথেষ্ট অভিভূত করার মতো। রেলের উন্নতির সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ এলাকাকেই এর মধ্যে রাখা হয়েছে। বাজেটে ২০১৭-'১৮ অর্থবছরের মধ্যে ৩৫০০ কিলোমিটার রেললাইন পাতার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। তুলনায় ২০১৬-'১৭ অর্থবছরে এই লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৮০০ কিলোমিটার। বৈদ্যুতিকীকরণের উপরও ব্যাপক জোর দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা ২০১৬-'১৭ সালের সংশোধিত হিসাব, ২ হাজার রুট কিলোমিটারের তুলনায় দ্বিগুণ করে ৪ হাজার রুট কিলোমিটার করা হয়েছে। আগামী ৩ বছরে ১০ শতাংশ "Throughput" বাড়ানোর কৌশলও নেওয়া হয়েছে। সহজ ভাষায় এই শব্দটির অর্থ একত্রে টন কিলোমিটার এবং যাত্রী কিলোমিটার। পরিস্থিতি আমূল বদলে ফেলতে সহায়ক বলে প্রমাণিত এরকম আরেকটি ক্ষেত্র হল স্টেশনগুলির পুনঃবিকাশ ("Station Redevelopment") ইতোমধ্যেই এর সূচনা হয়েছে ভোপালের কাছে হাবিবগঞ্জ এবং গান্ধীনগরে। আরও অন্তত ২৫-টি স্টেশনের পুনঃবিকাশের জন্য ঠিকা দেওয়া যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ৫০০ স্টেশনে লিফট্ এবং এস্‌কেলেটর বসিয়ে "ভিন্নভাবে সক্ষম মানুষজন"-দের সুবিধা করার চেষ্টা করা হবে। মধ্য মেয়াদে ৭ হাজার স্টেশনে সৌরশক্তি ব্যবহারের প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। ৩০০ স্টেশনে ইতোমধ্যেই এ কাজের সূচনা করা হয়েছে। ২ হাজার স্টেশনে ১০০০ মেগাওয়াট সৌর মিশন-এর অংশ হিসাবে এই কাজ হাতে নেওয়া হবে। বিশেষভাবে বিখ্যাত পর্যটন এবং তীর্থস্থলগুলিকে গন্তব্য করে নির্দিষ্ট ট্রেন চালু করার পদক্ষেপও নেওয়া হবে। উল্লিখিত সব কয়টি ক্ষেত্রেই ময়দানে নেমে কাজে হাত দেওয়া হয়েছে এমনটাই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, কারণ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলির উদ্‌ঘাটনের কাজ শুরু হয়েছে। রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করে যৌথ উদ্যোগে রেল প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করার এক অভিনব কৌশল নেওয়া হয়েছে। এর ফলে রাজ্যগুলির সহায়তায় একদিকে যেমন প্রকল্প ব্যয়ের সংস্থানে মদত মিলবে, অন্যদিকে তেমনি প্রকল্প দ্রুত রূপায়ণ সম্ভব হবে। নির্মাণ এবং বিকাশের জন্য এ ধরনের ৭০-টি প্রকল্পকে চিহ্নিত করা হয়েছে; রেলকে যা সম্পন্ন করতে ৯-টি রাজ্য সরকারের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে হবে।

পরিচ্ছন্নতা

ভারতীয় রেলে "স্বচ্ছ ভারত অভিযান"-এর আওতায় সাফসাফাইয়ের উপর বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় রেলের জন্য এর অর্থ "স্বচ্ছ রেল"-এর উপর নতুন করে মনোনিবেশ। সাফসাফাইয়ের সচেতন প্রচেষ্টা এখন রেলের প্ল্যাটফর্ম এবং যাত্রাকালীন ট্রেনে স্পষ্টই চোখে পড়ে। SMS-ভিত্তিক "Clean My Coach" পরিষেবা বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। বাজেটে এখন "কোচ মিত্র" সুবিধা চালু করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এ হল যাত্রাকালীন রেল কামরায় যাত্রীদের যাবতীয় প্রয়োজনে সাহায্য করার জন্য এক এক জানালা ব্যবস্থা। দূরপাল্লার ট্রেনগুলি থেকে রেলের প্ল্যাটফর্মে শৌচাগারের বর্জ্য মুক্ত করাটা এক আম ঘটনা। এ কেবল পীড়াদায়ক দৃশ্যের অবতারণাই করে না; রেলের ক্ষতিরও কারণ ঘটায়। বাজেটে ২০১৯ সালের মধ্যে ট্রেনের সব কামরায় "Bio-toilet"; অর্থাৎ পরিবেশবান্ধব শৌচাগার তৈরির প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এই মহতী পরীক্ষামূলক উদ্যোগ একবার সম্পন্ন হওয়ার পর পুরো চালচিত্রই বদলে দেবে। এই ধরনের উদ্যোগকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে, শৌচাগারের বর্জ্য পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে অপসারণ তথা জৈবিকভাবে পরিবেশে মিশে যেতে সক্ষম বর্জ্য (Biodegradable waste) থেকে শক্তি উৎপাদনের জন্য নয়াদিল্লি এবং জয়পুর রেল স্টেশনে অগ্রণী প্রকল্প হিসাবে প্ল্যান্ট বসানোর রূপরেখা পেশ করা হয়েছে। স্টেশনগুলির লাগোয়া এলাকা সাফসুতরো রাখতে পরিচ্ছন্ন স্টেশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

অর্থলগ্নী এবং হিসাবরক্ষণ পদ্ধতির সংস্কার

জমার ভিত্তিতে (Accrual basis) আর্থিক বিবরণ আনুষ্ঠানিকভাবে উপস্থাপন

করা হবে ২০১৯ সালের মার্চ মাসে। হিসাবরক্ষণের (accounting) জমার ভিত্তির আওতায় উপার্জনের পর আয় বিবরণে রাজস্ব আয়ের রিপোর্ট পেশ করা হবে। অ্যাকাউন্টিং-এর নগদ ভিত্তির আওতায় নগদ টাকা হাতে আসার পর আয় বিবরণে রাজস্ব আয়ের রিপোর্ট পেশ করা হবে। জমার ভিত্তি (Accrual basis)-র এক বিশাল সুবিধা হল তা রাজস্ব আয়-সহ সংশ্লিষ্ট খরচখরচার সঙ্গে মিল খায়। কাজেই, কোনও বাণিজ্যিক লেনদেনের সম্পূর্ণ প্রভাব একটিমাত্র রিপোর্টিং সময়পর্বেই প্রত্যক্ষ করা সম্ভব। রেল যে সব পরিষেবা দিয়ে থাকে তার প্রতিটির মূল্য (Value) আরও সঠিকভাবে হিসাব করা সম্ভব হবে হিসাবরক্ষণের ক্ষেত্রে এই সংস্কারসাধনের মাধ্যমে।

এবারের বাজেটে কোনও যাত্রী ভাড়া/মাশুল বৃদ্ধি করা হয়নি। বরং, যাত্রীসাধারণের মধ্যে ডিজিট্যাল পদ্ধতি ব্যবহারের অভ্যাস বাড়াতে IRCTC-এর মাধ্যমে ই-টিকিট বুকিং-এর উপর ধার্য পরিষেবা ব্যয় (Service charge) তুলে দেওয়া হয়েছে। এ এক অভিনন্দনযোগ্য পদক্ষেপ। রেলের তিন PSU-IRFC, IRCON এবং IRCTC-র শেয়ার শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত করার প্রস্তাব রয়েছে।

আয় এবং ব্যয়

রেলের জন্য বাজেটে যে সব ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে, সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পর আসা যাক ২০১৭-'১৮ অর্থবছরের আয় এবং ব্যয় প্রসঙ্গে। সারণি-২-তে এর বিস্তারিত পরিসংখ্যান তুলে ধরা হল।

২০১৭-'১৮ অর্থবছরের বাজেট প্রাক্কলনে পরিবহণ খাতে মোট আয় ধরা হয়েছে ১৮৮,৯৮৮ কোটি টাকা। ২০১৬-'১৭ অর্থবছরের সংশোধিত প্রাক্কলন ১৭২,১৫৫ কোটির তুলনায় এই পরিমাণ ১৬,৮৪৩ কোটি এবং বাজেট প্রাক্কলনের তুলনায় ৪,১৭৮ কোটি বেশি। যাত্রী পরিবহণ বাবদ আয় ২০১৬-'১৭ অর্থবছরের সংশোধিত প্রাক্কলনের তুলনায় ২,১২৫ কোটি টাকা বেশি ধরা হয়েছে। তবে এই

সারণি-২
এক নজরে আয় এবং ব্যয়ের খতিয়ান

ক্রমিক সংখ্যা	দফাসমূহ	প্রকৃত ২০১৫-'১৬	বাজেট ২০১৬-'১৭	সংশোধিত ২০১৬-'১৭	বাজেট ২০১৭-'১৮
	আয়				
১	পরিবহণ বাবদ মোট আয় (১ক-১ঙ)	১৬৪,৩৩৪	১৮৪,৮২০	১৭২,১৫৫	১৮৮,৯৯৮
ক	যাত্রী পরিবহণ বাবদ আয়	৪৪,২৮৩	৫১,০১২	৪৮,০০০	৫০,১২৫
খ	মাল বহনের মাসুল বাবদ আয়	১০৯,২০৮	১১৭,৯৩৩	১০৮,৯০০	১১৮,১৫৭
গ	রেলের কামরা থেকে অন্যান্য সূত্রে আয়	৪,৩৭১	৬,১৮৫	৫,০০০	৬,৪৯৪
ঘ	অন্যান্য কতিপয় খাতে উপার্জন	৫,৯২৯	৯,৫৯০	১০,১০০	১৪,১২৩
ঙ	Traffic Suspense	৫৪৩	১০০	১৫৫	১০০
২	পাঁচমেশালি খাতে আয়	৪,০৪৬	৪,৪৫১	১৫০	৫০০
৩	মোট রাজস্ব আয় (১+২)	১৬৮,৩৮০	১৮৯,২৭১	১৭২,৩০৫	১৮৯,৪৯৮
৪	সাধারণ রাজস্ব থেকে মূলধনী সহায়তা	৩৭,৬০৮	৪৫,০০০	৪৬,৩৫৫	৫৫,০০০
৫	রেলের মোট আয় + বাজেটীয় সহায়তা (৩+৪)	২০৫,৯৮৮	২৩৪,২৭১	১২১৮,৬৬০	২৪৪,৪৯৮
৬	অতিরিক্ত বাজেটীয় সম্পদ (EBR)	৩৯,০৬৬	৫৯,৩২৫	৫৯,৯৩০	৬২,০০০
৭	EBR-সহ মোট আয় (৫+৬)	২৪৫,০৫৪	২৯৩,৫৯৬	২৭৮,৫৯০	৩০৬,৪৯৮
	ব্যয়				
৮	মোট পরিচালন-ব্যয় (৮ক-৮গ)	১৪৭,৮৩৬	১৬৯,২৬০	১৬২,৯৬০	১৭৮,৩৫০
ক	সাধারণ পরিচালন-ব্যয়	১০৭,৭৩৬	১২৩,৫৬০	১২২,৭৬০	১২৯,৭৫০
খ	পেনশন তহবিলে বরাদ্দকৃত অর্থ	৩৪,৫০০	৪২,৫০০	৩৫,০০০	৪৩,৬০০
গ	অবচয় সঞ্চিতি তহবিলে বরাদ্দকৃত অর্থ	৫,৬০০	৩,২০০	৫,২০০	৫,০০০
৯	বিবিধ ব্যয়সমূহ	১,৩১৫	১,৮০০	১,৬৫০	২,২০০
১০	রেলের রাজস্ব আয় থেকে মোট ব্যয় (৮+৯)	১৪৯,১৫১	১৭১,০৬০	১৬৪,৬১০	১৮০,৫৫০
১১	EBR এবং বাজেটীয় সহায়তা থেকে ব্যয় (৪+৬)	৭৬,৬৭১	১০৪,৩২৫	১০৬,২৮৫	১১৭,০০০
১২	EBR-সহ মোট ব্যয় (১০+১১)	২২৫,৮২৬	২৭৫,৩৮৫	২৭০,৮৯৫	২৯৭,৫৫০
১৩	মোট রাজস্ব (৩-১০)	১৯,২২৮	১৮,২১১	৭,৬৯৫	৮,৯৪৮
১৪	লাভাংশ প্রদেয়	৮,৭২৩	৯,৭৩১	—	—
১৫	উদ্বৃত্ত/ঘাটতির পরিমাণ (১৩-১৪)	১০,৫০৬	৮,৪৭৯	৭,৬৯৫	৮,৯৪৮
১৬	উন্নয়ন তহবিলে বরাদ্দকৃত অর্থ	১,২২০	২,৫১৫	২,৫১৫	২,০০০
১৭	মূলধনী তহবিলে বরাদ্দকৃত অর্থ	৫,৭৯৮	৫,৭৫০	৫,১৮০	৫,৯৪৮
১৮	ঋণ কৃত্যক তহবিলে বরাদ্দকৃত অর্থ	৩,৪৮৮	২১৪	—	—
১৯	রাষ্ট্রীয় রেল সংরক্ষা কোষ (RRSK)-এ বরাদ্দকৃত অর্থ	—	—	—	১০০০
২০	চালনা-অনুপাত	৯০.৫ শতাংশ	৯২.০ শতাংশ	৯৪.৯ শতাংশ	৯৪.৬ শতাংশ

বিঃদ্রঃ - উপরিউক্ত অংকগুলিতে দশমিকগুলি পরবর্তী সংখ্যায় রাউন্ড আপ করা হবে।

পরিমাণ ওই একই বছরের বাজেট প্রাক্কলনের তুলনায় ৮৮৭ কোটি টাকা কম। একইভাবে, মাল পরিবহণ মাশুল বাবদ আয় ২০১৭-'১৮ অর্থবছরের বাজেট প্রাক্কলনে ২০১৬-'১৭ অর্থবছরের সংশোধিত প্রাক্কলনের তুলনায় ৯,২৫৬ কোটি টাকা এবং বাজেট প্রাক্কলনের তুলনায় ২২৪ কোটি টাকা বেশি ধরা হয়েছে। অন্যান্য কতিপয় খাতে উপার্জনের পরিমাণও উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বাড়িয়ে ধরা হয়েছে ১৪,১২২ কোটি টাকা; যা ২০১৬-'১৭ অর্থবছরের সংশোধিত প্রাক্কলনের তুলনায় ৪,০৩২ কোটি টাকা বেশি। উল্লিখিত এই সব অংক থেকে একটা জিনিস পরিষ্কারভাবে নজরে আসছে, উপার্জনের হিসাবনিকাশ কষা হয়েছে বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে; বিশাল কিছু উচ্চাশা পোষণ করা হয়নি। মোট আয় (মূলধনী এবং রাজস্ব আয়-সহ) ধরা হয়েছে ৩০৬,৪৯৮ কোটি টাকা। এই পরিমাণ ২০১৬-'১৭ অর্থবছরের সংশোধিত প্রাক্কলনের তুলনায় ২৭,৯০৮ কোটি টাকা এবং বাজেট প্রাক্কলনের থেকে ১২,৯০৩ কোটি টাকা বেশি।

রাজস্ব ব্যয়ের হিসাবনিকাশও বাস্তবতার মাটিতে দাঁড়িয়েই করা হয়েছে। ২০১৬-'১৭ অর্থবছরের সংশোধিত প্রাক্কলনের তুলনায় ১৫,৩৯০ কোটি টাকা বাড়িয়ে ২০১৭-'১৮ অর্থবছরের বাজেট প্রাক্কলনে এর পরিমাণ ধরা হয়েছে ১৭৮,৩৫০ কোটি টাকা। সাধারণ পরিচালন-ব্যয় (Ordinary Working Expenses, OWE) খাতের নিরিখে রেল বেশ ভালো জায়গায় দাঁড়িয়ে। ২০১৬-'১৭ অর্থবছরের সংশোধিত প্রাক্কলনে এর পরিমাণ ছিল ১২২,৭৬০ কোটি টাকা; বাজেট প্রাক্কলনের তুলনায় ৮০০ কোটি কম। ২০১৭-'১৮ অর্থবছরের বাজেট প্রাক্কলনে এর লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে ১২৯,৭৫০ কোটি টাকা। ২০১৭-'১৮ অর্থবছরের বাজেট প্রাক্কলনে নেট রাজস্বের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে ৮,৯৪৮ কোটি টাকা; ২০১৬-'১৭ অর্থবছরের সংশোধিত প্রাক্কলনের তুলনায় তা ১,২৫৩ কোটি টাকা বেশি। যদিও ২০১৫-'১৬ অর্থবছরের প্রকৃত নেট রাজস্ব ১৯,২২৮ কোটি টাকার তুলনায় এই পরিমাণ অনেকটাই কম। চালনা-অনুপাত (Operating ratio)-এর লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে ৯৪.৬ শতাংশ; যা কিনা ২০১৬-'১৭ অর্থবছরের সংশাধিত প্রাক্কলন ৯৪.৬ শতাংশের তুলনায় সামান্য কম। এ এক চ্যালেঞ্জিং কাজ। কারণ, ডিসেম্বর ২০১৬-এর শেষে রেলের চালনা-অনুপাত দাঁড়িয়েছিল ১০৯.৬ শতাংশ। বাজেটে এই পরিস্থিতিকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। খরচখরচা, পরিষেবার মান, সামাজিক দায়বদ্ধতা তথা অন্যান্য পরিবহণ ব্যবস্থার সঙ্গে প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হওয়ার বিষয়গুলি বিবেচনায় রেখে রেলের মাশুলে কোনও রদবদল ঘটানো হয়নি।

রেলওয়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের নির্দিষ্ট কিছু গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় মূলধনী ব্যয়ের খতিয়ান সারণি-৩-এ তুলে ধরা হল। দেখা যাচ্ছে, নতুন রেললাইন পাতার জন্য বরাদ্দ সামান্য কমিয়ে করা হয়েছে ১১,৫৩৩ কোটি টাকা।

সারণি-৩
রেলওয়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের নির্দিষ্ট কিছু গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় মূলধনী ব্যয়ের খতিয়ান
টাকার অংক (কোটিতে)

খাত	প্রকৃত	বাজেট	সংশোধিত	বাজেট
	২০১৫-'১৬	২০১৬-'১৭	২০১৬-'১৭	২০১৭-'১৮
মূলধনী ব্যয় (বাজেটীয় সূত্রসমূহ)				
নতুন রেললাইন (নির্মাণ)	১৩,২৪৮	১১,৯৬৩	১৩,৬৬০	১১,৫৩৩
গেজ পরিবর্তন	৩,৪০৭	৩,২৭৬	৩,৭২১	৩,০৯১
ডাবল লাইন পাতার কাজ	২,৯৫০	৪,৭৮২	১,৪২৩	২,৫৪৩
ট্রাফিক সুযোগসুবিধা-রেল ইয়ার্ড রি-মডেলিং এবং অন্যান্য	৯৮৪	১,১২৬	১,০৩৬	১,৮৫১
রোলিং স্টক	৪,২৪০	৫,৪৪৮	৬,১৫০	২,০০৬
ইজারা দেওয়া সম্পদ-মূলধনী অংশ প্রদান	৬,৩২৫	৭,০০০	৭,০০০	৮,০০০
পথ নিরাপত্তা কাজকর্ম :				
(ক) লেভেল ক্রশিং	৪৭০	৫৫৫	৬৭৯	৭০৫
(খ) সড়কের উপর দিয়ে/নিচ দিয়ে সেতু	২,১৩৩	২,৪৪৩	৩,০৬৬	৪,৫১২
রেল ট্রাক মেরামতি	৫,৫৮৬	৪,০০০	৬,৭৪০	৯,৯৬১
রেলসেতুর কাজকর্ম	৫২০	৫৮৯	৫৯২	৭৪৬
সিগন্যাল ও টেলি-যোগাযোগের কাজকর্ম	৮৯৪	৯৫৮	৯৫৪	২,৩৩১

বিঃদ্রঃ - উপরিউক্ত অংকগুলিতে দশমিকগুলি পরবর্তী সংখ্যায় রাউন্ড আপ করা হবে।

সারণি-৪
সুরক্ষা বিষয়ক কর্মকাণ্ডে ব্যয়
টাকার পরিমাণ (কোটিতে)

খাত	বাজেট ২০১৬-'১৭	সংশোধিত ২০১৬-'১৭	বাজেট ২০১৭-'১৮
রাজস্ব ব্যয়			
রেললাইন রক্ষণাবেক্ষণ	১৩,৭১২	১৩,৫৩৯	১৩,৭৫৯
রেল-ইঞ্জিন	৬,৩১৮	৬,১০৮	৬,২০৪
কামরা ও মালগাড়ির ওয়াগন	১৪,৩১২	১৪,৩৫১	১৪,৭৩৪
রেলের কারখানা ও যন্ত্রাদি	৮,১১২	৭,৮৩২	৭,৯৪৭
ট্র্যাফিক	৩৫	৩৫	৩৫
মোট রাজস্ব (সুরক্ষা)	৪২,৪৮৯	৪১,৮৬৫	৪২,৬৭৯

গেজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও বরাদ্দ কমিয়ে ধরা হয়েছে মাত্র ৩,০৯১ কোটি টাকা। কারণ অবশ্য গেজ পরিবর্তনের আর সামান্যই কাজ অবশিষ্ট আছে। গতিশীলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সংযোগ থাকায় ডাবল লাইন পাতা এবং ট্র্যাফিক ফেসিলিটির খাতে বরাদ্দ বেশ বাড়ানো হয়েছে। ২০১৬-'১৭ অর্থবছরের সংশোধিত প্রাক্কলন ১,৪২৩ কোটি টাকার থেকে অনেকটা বাড়িয়ে ডাবল লাইন পাতার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ২,৫৪৩ কোটি টাকা। একইভাবে, ট্র্যাফিক ফেসিলিটির খাতে বরাদ্দ ২০১৬-'১৭ অর্থবছরের সংশোধিত প্রাক্কলন ১,০৩৬ কোটি টাকার থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়িয়ে ধরা হয়েছে ১,৮৫১ কোটি টাকা। প্রভূত পরিমাণে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে রেলের নিরাপত্তা সংক্রান্ত কাজকর্মের খাতে। বিশেষ করে সড়কের সাথে আড়াআড়িভাবে অবস্থিত রেললাইনের ক্ষেত্রে কখনও উপর দিয়ে কখনও নিচ দিয়ে রেলসেতু তৈরি করতে। বরাদ্দ বাড়িয়ে ধরা হয়েছে ৪,৫১২ কোটি টাকা; গতবারের ৩,০৬৬ কোটির তুলনায় যা অনেকটাই বেশি। রেললাইন মেরামতি/রক্ষণাবেক্ষণ তথা জীর্ণ লাইন বদলে নতুন লাইন বসানোর উপর বাড়তি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ২০১৬-'১৭ অর্থবছরের বাজেট প্রাক্কলনে এই খাতে বরাদ্দ করা হয়েছিল ৪,০০০ কোটি টাকা; এই অর্থবছরেই সংশোধিত প্রাক্কলনে বরাদ্দ বাড়িয়ে করা হয় ৬,৭৪০ কোটি টাকা। আর ২০১৭-'১৮ অর্থবছরের বাজেট প্রাক্কলনে তা তাৎপর্যপূর্ণ পরিমাণে বাড়িয়ে করা হয়েছে ৯,৯৬১ কোটি টাকা।

সারণি-৫

খাত	প্রকৃত	বাজেট প্রাক্কলন ২০১৫-'১৬	সংশোধিত প্রাক্কলন ২০১৬-'১৭	বাজেট প্রাক্কলন ২০১৭-'১৮
প্যাসেঞ্জার কিলোমিটার (মিলিয়ন)	১,১৪৩,০৩৯	১,১৩৭,২৯৮	১,১৫৭,৬৩৭	১,১৫৯,৯০০
নেট টন কিলোমিটার (মিলিয়ন)	৬৫৪,৪৮১	৬৯৪,৬০৭	৬২১,২৪৭	৬৭৫,৬২২

বয়সের ভারে জীর্ণ রেললাইন বদলে ফেলে নতুন ট্র্যাক বসানো জন্য যে জোরদার তৎপরতা চালানো হচ্ছে তা স্পষ্ট হয়েছে এই বিপুল পরিমাণ বরাদ্দ বৃদ্ধির ছবি থেকেই। একইভাবে রেলসেতুগুলির রক্ষণাবেক্ষণ/মেরামতি ইত্যাদি কাজের জন্য ২০১৭-'১৮ অর্থবছরের বাজেট প্রাক্কলনে বরাদ্দ করা হয়েছে ৭৪৬ কোটি টাকা; ২০১৬-'১৭ অর্থবছরের সংশোধিত প্রাক্কলনে এর পরিমাণ ছিল ৫৯২ কোটি টাকা। সিগন্যাল ও টেলি-যোগাযোগের কাজকর্মের খাতেও এক লাফে অনেকটা বরাদ্দ বৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে। প্রায় ১৪৫ শতাংশ। ২০১৬-'১৭ অর্থবছরের সংশোধিত প্রাক্কলন ৯৫৪ কোটি টাকার তুলনায় ২০১৭-'১৮ অর্থবছরের বাজেট প্রাক্কলনে এই খাতের বরাদ্দের পরিমাণ ২,৩৩১ কোটি টাকা।

রাষ্ট্রীয় রেল সংরক্ষা কোষ (RRSK)-এ বরাদ্দের পাশাপাশি নিরাপত্তার প্রশ্নে যেসব প্রথাগত চালু উদ্যোগের আওতায় কাজকর্ম হচ্ছে, তা অব্যাহত রাখা হবে। রেলের সুরক্ষা বিষয়ক ব্যয় খাতের আওতায় রেলের লাইন, লোকো ইঞ্জিন, বগি বা কামরা, রেলসেতু, সিগন্যালিং ব্যবস্থার মতো বহু বিষয় পড়ে। সুরক্ষা বিষয়ক কর্মকাণ্ডে (রাষ্ট্রীয় রেল সংরক্ষা কোষ-এর আওতায় ব্যয়ের বাইরে) রাজস্ব ব্যয়ের আওতায় ৪২,৬৭৯ কোটি টাকা রাখা হয়েছে। ২০১৬-'১৭ অর্থবছরের সংশোধিত প্রাক্কলনের তুলনায় এই পরিমাণ ৮১৪ কোটি টাকা বেশি। এই বরাদ্দের বিস্তারিত খতিয়ান সারণি-৪-এ তুলে ধরা হল।

এক নজরে রেলের গতিশীলতার খতিয়ান

রেলওয়ে ব্যবস্থায় গতিশীলতার (Mobility) উন্নতির বিষয়টি নেট টন কিলোমিটার এবং যাত্রী বা প্যাসেঞ্জার কিলোমিটারের মাধ্যমে সূচিত হয়। এই দুই সূচক বৃদ্ধির যে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে, তা সারণি-৫-এ তুলে ধরা হল।

বাজেটে রেলের যে চারটি ক্ষেত্রের উপর বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে; সেই সব খাতেই পর্যাপ্ত আর্থিক সম্পদ বরাদ্দের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। নব গঠিত রাষ্ট্রীয় রেল সংরক্ষা কোষ-এর জন্য পর্যাপ্ত রসদের সংস্থান রাখা হয়েছে। সর্বোপরি, আয় ও ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা তথা বিভিন্ন পরিকল্পনার ভৌত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে বাস্তবের জমিতে পা রেখে। দেশের "Growth Engine" তকমায় ভূষিত ভারতীয় রেলের পরিষেবার মানোন্নয়নে এক বড়ো ভূমিকা নিতে পারে বাজেটের এই নতুন রূপ।❑

(লেখক ভারতীয় রেলের প্রাক্তন চেয়ারম্যান এবং পদাধিকার বলে মুখ্য সচিব। ইমেল : noidarail54@gmail.com)

তথ্যসূত্র :

১) বাজেট নথি, ২০১৭-'১৮

২) রেলমন্ত্রকের "Statistical directorate summaries"

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০১৭-'১৮

পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব

*সামগ্রিকভাবে পরিবহণ ক্ষেত্রে ২০১৭-'১৮-র বাজেটে ২,৪১,৩৮৭ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। যা কিনা পরিকাঠামো ক্ষেত্রে মোট বাজেট বরাদ্দের ৬১ শতাংশ। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগের সূত্রে গোটা দেশ জুড়ে ব্যাপক হারে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাবে তথা আরও বেশি বেশি করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। আর যদি এমনটাই হয়, তা পুরো অর্থনীতিরই ভোল বদলে দেবে। এই সূত্রেই কর্মদক্ষতা-সহ উচ্চ বৃদ্ধির দিকে অর্থনীতিকে নিয়ে যাওয়ার গোটা প্রক্রিয়া; তথা উৎপাদনশীলতার সাপেক্ষে উন্নতির অবকাশের লক্ষ্যমাত্রা ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের টার্গেট পূরণে ভালো ফল লাভের আশা করাই যেতে পারে। কিন্তু অন্যদিকে, বেশ কয়েকটি বড়োসড়ো চ্যালেঞ্জও রয়েছে। যেগুলির দিকে নজর দেওয়া দরকার এবং নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কাজ শেষ করে ফেলা জরুরি। লিখেছেন—***কৃষ্ণ দেব**

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০১৭-'১৮-র প্রধান অ্যাজেন্ডা নবরূপে কর্মশক্তিতে ভরপুর তথা সাফসুতরো ভারত (Transform, Energise and Clean India—TEC India) গড়ে তোলা। TEC ভারত গঠনের স্বপ্নকে এগিয়ে নিয়ে যেতে দশটি আলাদা-আলাদা সুনির্দিষ্ট বিষয়ে বিশেষভাবে নজর দিতে প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। এই বিষয়গুলির লক্ষ্য মূলত কৃষক শ্রেণি, গ্রামীণ জনসংখ্যা, যুব প্রজন্ম, দরিদ্র্য এবং বঞ্চিত শ্রেণির মানুষজন, পরিকাঠামো, আর্থিক ক্ষেত্র, ডিজিট্যাল অর্থনীতি, সরকারি কৃত্যক, রাজস্ব ব্যবস্থাপনা এবং কর-প্রশাসন। এই অ্যাজেন্ডা অনুসরণে লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ২০১৭-'১৮ অর্থবছরের বাজেটীয় বরাদ্দের প্রস্তাব ২১,৪৬,৭৩৫ কোটি টাকা।

২০১৭-'১৮-র কেন্দ্রীয় বাজেটে পরিকাঠামো ক্ষেত্রের উপর ব্যাপক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এখানে আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে "কর্মদক্ষতা, উৎপাদনশীলতা এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন"। এই লক্ষ্যপূরণে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ধার্য করা হয়েছে ৩,৯৬,১৩৫ কোটি টাকা। যা কি না মোট বাজেটীয় বরাদ্দের ১৮.৪৫ শতাংশ; তথা গত বছরের বাজেটের তুলনায় ১৪ শতাংশ বেশি। ২০১৬-'১৭-র বাজেট প্রাক্কলনে (BE) এই বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৩,৪৮,৯৫২ কোটি টাকা এবং ২০১৬-'১৭-র সংশোধিত প্রাক্কলন এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৩,৫৮,৬৩৪ কোটি টাকা। সারণি-১ এই তথ্য-পরিসংখ্যান বিশদে তুলে ধরেছে।

"প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা (PMGSY)-এর কাজ এখন যেভাবে এগোচ্ছে ইতোপূর্বে তা চাক্ষুস করা যায়নি। কাজের গতি বাড়তে বাড়তে চমৎকার জায়গায় পৌঁছেছে। ২০১১ থেকে ২০১৪ সাল, এই সময়পর্বের মধ্যে প্রতিদিন সড়ক নির্মাণের দৈর্ঘ্য ছিল গড়ে ৭০ কিলোমিটার। ২০১৬-'১৭ অর্থবছরে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার আওতায় সড়ক নির্মাণের গতি দিন প্রতি প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩৩ কিলোমিটার। অতিবাম চরমপন্থী কার্যকলাপ প্রভাবিত এলাকায় অবস্থিত, ১০০ জনের বেশি মানুষের বাস এমন বসতিগুলিকে সড়ক পথে যুক্ত করার কাজও হাতে নিয়েছে সরকার।"

অর্থমন্ত্রকের অর্থনৈতিক বিষয় সম্পর্কিত বিভাগ (পরিকাঠামো বিভাগ)-এর গেজেট বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী (তারিখ অক্টোবর ৮, ২০১৩, নয়াদিল্লি) পরিকাঠামো ক্ষেত্র পরিবহণ, শক্তি, জল ও স্বাস্থ্যবিধান, যোগাযোগ ও সামাজিক তথা বাণিজ্যিক পরিকাঠামো—এই এক গুচ্ছ ক্ষেত্রের সমন্বয়ে গঠিত।

পরিবহণ

রেল, সড়ক, জাহাজ/পোত এবং বিমানবন্দর-সহ সামগ্রিকভাবে পরিবহণ ক্ষেত্রে ২০১৭-'১৮-র বাজেটে ২,৪১,৩৮৭ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। যা কিনা পরিকাঠামো ক্ষেত্রে মোট বাজেট বরাদ্দের ৬১ শতাংশ। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগের সূত্রে গোটা দেশ জুড়ে ব্যাপক হারে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাবে তথা আরও বেশি বেশি করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। আর যদি এমনটাই হয়, তা পুরো অর্থনীতিরই ভোল

বদলে দেবে। এই সূত্রেই কর্মদক্ষতা-সহ উচ্চ বৃদ্ধির দিকে অর্থনীতিকে নিয়ে যাওয়ার গোটা প্রক্রিয়া; তথা উৎপাদনশীলতার সাপেক্ষে উন্নতির অবকাশের লক্ষ্যমাত্রা ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের টার্গেট পূরণে ভালো ফল লাভের আশা করাই যেতে পারে। কিন্তু অন্যদিকে, বেশ কয়েকটি বড়োসড়ো চ্যালেঞ্জও রয়েছে। যেগুলির দিকে নজর দেওয়া দরকার এবং নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কাজ শেষ করে ফেলা জরুরি।

সারণি-১
ব্যয় খতিয়ান

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক সংখ্যা	ক্ষেত্র/খাত	২০১৬-'১৭ (বাজেট প্রাক্কলন)	২০১৬-'১৭ (সংশোধিত প্রাক্কলন)	২০১৭-'১৮ (বাজেট প্রাক্কলন)
১.	বর্তমান বাজার মূল্যে জিডিপি @ ২০১১-'১২ সিরিজ	১,৫০,৭৫,৪২৯	১,৫০,৭৫,৪২৯	১,৬৮,৪৭,৫৪৪
২.	মোট বাজেট ব্যয়	১৯,৭৮,০৬০	২০,১৪,৪০৭	২১,৪৬,৭৩৫
৩.	(এর মধ্যে) পরিকাঠামো	৩,৪৮,৯৫২	৩,৫৮,৬৩৪	৩,৯৬,১৩৫
৪.	(এর মধ্যে) পরিবহণ	২,১৬,২৬৮	২,১৬,৯০৩	২,৪১,৩৮৭

সূত্র : বাজেট নথি ২০১৭-'১৮

● **সড়ক :**

সড়ক ক্ষেত্রের জন্য ২০১৭-'১৮ অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দ বাড়িয়ে করা হয়েছে ৬৪,৯০০ কোটি টাকা। বিগত ২০১৬-'১৭-র সংশোধিত প্রাক্কলন ছিল ৫৭,৯৭৬ কোটি টাকা (সারণি-২ দ্রষ্টব্য)। এবারের বাজেটে সার্বিকভাবে পরিবহণ খাতে যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে সড়ক খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ তার ২৭ শতাংশ। প্রস্তাব রাখা হয়েছে, এই অর্থ বিবিধ চলতি প্রকল্প ও কর্মসূচিতে ব্যয় করার পাশাপাশি উপকূল অঞ্চলে সড়ক সংযোগ গড়ে তোলার জন্য মোট ২ হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ নতুন রাস্তা তৈরির/মানোন্নয়নের লক্ষ্যও ধার্য করা হয়েছে। সমুদ্র বন্দর এবং দূরদূরান্তবর্তী গ্রামগুলির সঙ্গে এর ফলে যোগাযোগের সুবিধা হবে। উল্লেখ, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা (PMGSY)-র আওতায় তৈরি সমেত ২০১৪-'১৫ অর্থবছর থেকে এ যাবৎ কালীন মোট ১,৪০,০০০ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। তার আগের তিন বছরে নির্মিত রাস্তার দৈর্ঘ্যের তুলনায় এই পরিমাণ তাৎপর্যপূর্ণভাবে অনেক অনেক বেশি।

পাশাপাশি এক কার্যকরী "Multi-modal Logistics and Transport Sector" অর্থনীতিতে আরও প্রতিযোগিতাক্ষম করে তুলবে। "Multi-modal Logistic Park"-এর বিকাশের জন্য এক সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি তথা সাথে সাথে 'Multi-modal transport facilities'-র রূপরেখা তৈরি এবং তা রূপায়ণ করা হবে। এই উদ্যোগ বহু বছর ধরে বকেয়া পড়ে থাকা এক জরুরি কাজ। একে স্বাগত জানানোর মতো পদক্ষেপ বলে অভিহিত করা যেতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা (PMGSY)-এর কাজ এখন যেভাবে এগোচ্ছে ইতোপূর্বে তা চাক্ষুস করা যায়নি। কাজের গতি বাড়তে বাড়তে চমৎকার জায়গায় পৌঁছেছে। ২০১১ থেকে ২০১৪ সাল, এই সময়পর্বের মধ্যে প্রতিদিন সড়ক নির্মাণের দৈর্ঘ্য ছিল গড়ে ৭০ কিলোমিটার। ২০১৬-'১৭ অর্থবছরে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার আওতায় সড়ক নির্মাণের গতি দিন প্রতি প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩৩ কিলোমিটার। অতিবাম চরমপন্থী কার্যকলাপ প্রভাবিত এলাকায় অবস্থিত, ১০০ জনের বেশি মানুষের বাস এমন বসতিগুলিকে সড়ক পথে যুক্ত করার কাজও হাতে নিয়েছে সরকার।

"বিগত ২০ বছরে ভারতীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ ক্ষেত্রে নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে গেছে। নতুন নতুন বিমান সংস্থা দেশের মধ্যে তথা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নতুন উড়ান চালু করে চলেছে। বিমানবন্দর-গুলির আধুনিকীকরণ তথা সম্প্রসারণ হয়েছে। ভারতীয় বিমানবন্দর এবং বিমান সংস্থাগুলির সুরক্ষার মান সার্বিকভাবে আন্তর্জাতিক রীতি অনুযায়ী নির্ধারণ করা হচ্ছে।"

প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার আওতায় বর্তমান লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করার সময়সীমা ধার্য করা হয়েছে ২০১৯ সাল। এই অতি প্রত্যাশী গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পূর্ণ করার জন্য ২০১৭-'১৮-এ এই প্রকল্প খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে মোট ১৯,০০০ কোটি টাকা (সারণি-৩ দ্রষ্টব্য)। রাজ্য সরকারগুলির অবদান-সহ, ২০১৭-'১৮ অর্থবছরে এই প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ খাতে ২৭ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হবে।

এখানে উল্লেখ করাটা জরুরি, জাতীয় রাজপথ উন্নয়ন প্রকল্পের (National Highway Development Project—NHDP) লক্ষণীয় ব্যতিক্রম-সহ এই নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের প্রধান ফোকাস সড়ক নেটওয়ার্কের ক্যাপাসিটি বৃদ্ধির পরিবর্তে যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতিসাধন। এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো প্রতিবন্ধকতা হল দীর্ঘসূত্রিতা। ঠিকা দেওয়া, জমি অধিগ্রহণে জট ছাড়ানো এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র পাওয়া—সব ব্যাপারেই অনন্ত সময় লেগে যায় তথা নির্মাণ ক্যাপাসিটির স্থায়ী ঘাটতি তো অনাদি কাল থেকে পিছু ছাড়ছে না।

সার্ভিস রোডের বন্দোবস্ত-সহ স্থানীয় মোটরযান ও অন্যান্য যানবাহন চলাচলের জন্য উপযুক্ত ক্ষমতা সম্পন্ন করিডোর তৈরির উপর বিশেষভাবে নজর বাড়ানো দরকার। সামাজিক প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে পথচারী ও গবাদিপশুর চলাচলের জন্য আন্ডারপাস নির্মাণও এক দায়বদ্ধতা। অন্যদিকে, গ্রামীণ এলাকা প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার দৌলতে প্রভূত উপকৃত হচ্ছে। এই যোজনায় জোর দেওয়া হচ্ছে নতুন নতুন যাতায়াতের রাস্তা নির্মাণ তথা ট্র্যাফিক চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে চালু গ্রামীণ সড়কগুলির মানোন্নয়ন। এখনও পর্যন্ত গ্রামীণ সড়ক নির্মাণে একটা বড়োসড়ো খামতি রয়ে গেছে, যার সমাধানে কোনও ফলপ্রসূ প্রচেষ্টা চালানো হয়নি। তা হল বর্তমান গ্রামীণ সড়কগুলিকে সব ঋতুতে যাতায়াতের উপযুক্ত করে তোলার মতো মানে উন্নীত করে তোলা যায়নি।

যাই হোক, পরিস্থিতির উন্নতির জন্য প্রচেষ্টা চালালেও তা বিবিধ কারণে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। ছাড়পত্র পেতে বিলম্ব, বিভিন্ন স্তরে বহুসংখ্যক কর্তৃপক্ষ এবং বিচার ব্যবস্থা, বেসরকারি ক্ষেত্রের সঙ্গে চুক্তি করার বিষয়ে ঘন ঘন নিয়ম-কানুনের পরিবর্তন, অনমনীয় জমি আইন এবং দক্ষতার খামতি।

সড়ক উন্নয়নের বিষয়টিকে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে পরিবহণের 'Multi-modal System'-এর এক অবিচ্ছিন্ন অংশ হিসাবে দেখা উচিত। কাজেই আঞ্চলিক যান চলাচল, যাত্রী এবং পরিবহণ বিষয়ে নিয়মিত ভিত্তিতে—অধিকতর বাঞ্ছিত হল প্রতি পাঁচ বছরে, বিস্তারিত জরিপ করাটা নিতান্তই জরুরি।

● **বিমানবন্দর :**

বিগত ২০১৬-'১৭ অর্থবছরের বাজেট প্রাক্কলনে বিমানবন্দর খাতে বরাদ্দ ছিল ২,৫৯০ কোটি টাকা। ২০১৭-'১৮ অর্থবছরের বাজেটে এই খাতে বরাদ্দের পরিমাণ বাড়িয়ে করা হয়েছে ২,৭০২ কোটি টাকা। তবে তা ২০১৬-'১৭ অর্থবছরের সংশোধিত প্রাক্কলনের ৩,৪৫২ কোটি টাকার তুলনায় কম। ২০১৬-'১৭-র সংশোধিত প্রাক্কলনে বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধির মধ্যে দিয়ে এটাই স্পষ্ট হচ্ছে যে, এই ক্ষেত্রে পুনরায় বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রয়োজন আছে। কারণ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রটিতে সব সময়ই অর্থের প্রয়োজন থাকে তথা এই ক্ষেত্রে অর্থকে কাজে লাগানোর প্রচুর পরিমাণে সুযোগ রয়েছে। কারণ, বিগত ২০ বছরে ভারতীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ ক্ষেত্রে নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে গেছে। নতুন নতুন বিমান সংস্থা দেশের মধ্যে তথা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নতুন উড়ান চালু করে চলেছে। বিমানবন্দর-গুলির আধুনিকীকরণ তথা সম্প্রসারণ হয়েছে। ভারতীয় বিমানবন্দর এবং বিমান সংস্থাগুলির সুরক্ষার মান সার্বিকভাবে আন্তর্জাতিক রীতি অনুযায়ী নির্ধারণ করা হচ্ছে।

সারণি-২
পরিকাঠামো সংক্রান্ত মন্ত্রক/বিভাগগুলির ব্যয়

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক সংখ্যা	মন্ত্রক/বিভাগ	২০১৫-'১৬ (প্রকৃত)	২০১৬-'১৭ (বাজেট প্রাক্কলন)	২০১৬-'১৭ (সংশোধিত প্রাক্কলন)	২০১৭-'১৮ (বাজেট প্রাক্কলন)
১.	সড়ক পরিবহণ ও রাজপথ মন্ত্রক	৪৬,৯১৩	৫৭,৯৭৬	৫২,৪৪৭	৬৪,৯০০
২.	রেলমন্ত্রক	৩৫,০০৮	৪৫,০০০	৪৬,১৫৫	৫৫,০০০
৩.	জাহাজ পরিবহণ মন্ত্রক	১,৩২৪	১,৫৩১	১,৪৫৪	১,৭৭৩
৪.	অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক	৪,১৬৮	২,৫৯০	৩,৪৫২	২,৭০২
৫.	শক্তিমন্ত্রক	৭,৭৩৫	১২,২৫৩	১০,৪৭৬	১৩,৮৮১
৬.	পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক	৩১,২৮৭	২৯,১৬০	৩০,২৪১	২৯,১৫৮
৭.	যোগাযোগ মন্ত্রক	২০,৪৮৫	১৮,৪১৪	২৪,২৭২	২৬,৬৮৭
৮.	পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান মন্ত্রক	১১,০৮১	১৪,০০৯	১৬,৫১২	২০,০১০
	মোট বাজেট ব্যয়	**১৭,৯০,৭৮৩**	**১৯,৭৮,০৬০**	**২০,১৪,৪০৭**	**২১,৪৬,৭৩৫**
	বর্তমান বাজার মূল্যে জিডিপি @ ২০১১-'১২ সিরিজ	**১,৩৬,৭৫,৩৩১**	**১,৫০,৭৫,৪২৯**	**১,৫০,৭৫,৪২৯**	**১,৬৮,৪৭,৫৪৪**

অসামরিক বিমান পরিবহণে ব্যাতিক্রমী রেকর্ড কায়েম রেখে Air Navigation Services (ANS) চালিয়ে যাওয়ার জন্য বেশ মোটা রকম পুঁজিনিবেশ দরকার হবে। ইতোমধ্যেই মেট্রো শহরগুলির ওপর ব্যস্ত আকাশ পথে আরও বেশি করে ভিড় বাড়তে চলেছে ঘন ঘন বিমান ওঠা-নামার দরুন। এই পরিস্থিতিতে টার্মিনালের প্রবেশ দ্বার দিয়ে ঢুকে বিমানে চড়া তথা বিমান থেকে নেমে টার্মিনালের প্রবেশ দ্বার পর্যন্ত আসতে যেসব ধাপ পেরোতে হয় প্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে তা আরও দ্রুত ও অনায়াসসাধ্য করতে উদ্যোগী হতে হবে। এর অর্থ হল বিমান নামার (Landing) এবং বিমান ওড়ার (Departure) সময়সূচি যথাসম্ভব ঠিকঠাক মেনে চলতে হবে এবং বিমানবন্দরের কাছাকাছি আকাশ সীমানার মধ্যে বিমানের ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য আরও বেশি অত্যাধুনিক পন্থাপদ্ধতির শরণাপন্ন হতে হবে।

২০১৭-'১৮ অর্থবছরের বাজেটে দ্বিতীয় শ্রেণির শহরগুলির (Tier-II City) কিছু নির্দিষ্ট বিমানবন্দর সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মডেল (PPP) অনুসরণ করে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। এছাড়াও বিমানবন্দরগুলি ভূ-সম্পত্তির যথাযথ মূল্য যাচাই করার জন্য ভারতীয় বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ আইন [Airport Authority of India (AAI) Act] সংশোধন করা হবে। এভাবে যে সম্পদ

সংগৃহীত হবে তা বিমানবন্দরের উন্নতি/মানোন্নয়নের কাজে লাগানো হবে। সময়ের দাবি অনুযায়ী বিমানবন্দরের আধুনিকীকরণ জরুরি হলেও বাজেটে এই বিষয়ে উচ্চবাচ্য করা হয়নি।

বিদেশি মালিকানা নিয়ন্ত্রণ করা এবং দেশীয় বিমান সংস্থাগুলির কর্মপরিচালনা সংক্রান্ত সুস্পষ্ট এবং সুস্থায়ী আইন-কানুন বিষয়ে সরকারকে অবশ্যই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সস্তায় ঋণের মাধ্যমে অর্থলগ্নী, প্রযুক্তি সরবরাহ, ব্যবস্থাপনা জ্ঞান ইত্যাদি বাড়তি সুবিধা পাওয়া সম্ভব বিদেশি মালিকানার দৌলতে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারের নাগালও পাওয়া যেতে পারে।

বেসরকারি ইক্যুইটির স্থায়িত্ব নিরূপণের জন্য সাবধানি নিয়ন্ত্রণ তথা দেশীয় বিমান সংস্থাগুলির জন্য ঋণের মাধ্যমে অর্থলগ্নীর সংস্থান গড়ে তুলতে হবে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সার্বিক অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যের বাড়বৃদ্ধি ঘটানোর দৃষ্টিকোণ থেকেই তা জরুরি।

● **জাহাজ চলাচল :**

ভারতীয় বন্দরগুলি ক্ষমতার (Capacity) নিরিখে বিশাল প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়ে রয়েছে বহু যুগ ধরে এবং অদূর ভবিষ্যতেও এই ছবিটা পালটাবার মতো কোনও আশা নেই। বিশ্বব্যাপী মন্দার সূত্রে বাজার পড়ে যাওয়া এবং দেশের ১২-টি প্রধান বন্দরের মধ্যে ৪-টির সদ্ব্যবহার হার (Utilization rate) ১০০ শতাংশ ছাড়িয়ে গেলেও গড়ে দেশের বন্দরগুলির মোট ক্ষমতার মাত্র ৮০ শতাংশই কাজে লাগানো গিয়েছিল ২০১১-'১২ অর্থবছরে।

ভারতে রপ্তানি ও আমদানির সিংহভাগ হয়ে থাকে সমুদ্রবন্দরের পথে। গত এক দশক ধরে এই ক্ষেত্রে নজিরবিহীন বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হচ্ছে। CAGR-এ যখন রপ্তানি বেড়েছে প্রায় ২১ শতাংশ, সেখানে আমদানি সাক্ষ্য থেকেছে ২৫ শতাংশ বৃদ্ধির। ভারতীয় 'Tonnage' তৈরির খাতে বিপুল বিনিয়োগ করতে হবে ভারতকে। বিশ্বের 'Tonnage'-এ ভারতের বর্তমান অংশভাগ স্থির।

সারণি-৩
কেন্দ্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার চালিত প্রধান প্রকল্পগুলি খাতে বরাদ্দ
(কোটি টাকায়)

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্প	২০১৫-'১৬ (প্রকৃত)	২০১৬-'১৭ (বাজেট প্রাক্কলন)	২০১৭-'১৭ (সংশোধিত প্রাক্কলন)	২০১৭-'১৮ (বাজেট প্রাক্কলন)
১.	প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা (PMGSY)	১৮,২৯০	১৯,০০০	১৯,০০০	১৯,০০০
২.	প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (PMAY)	১১,৬০৩	২০,০৭৫	২০,৯৩৬	২৯,০৪৩
(ক)	PMAY : গ্রামীণ	১০,১১৬	১৫,০০০	১৬,০০০	২৩,০০০
(খ)	PMAY : শহরাঞ্চল	১,৪৮৭	৫,০৭৫	৪,৯৩৬	৬,০৪৩
৩.	জাতীয় গ্রামীণ পানীয় জল মিশন	৪,৩৭০	৫,০০০	৬,০০০	৬,০৫০
৪.	দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রাম জ্যোতি যোজনা (DDVGJY)	৪,৫০০	৩,০০০	৩,৩৫০	৪,৮১৪

জাহাজ পরিবহণ ক্ষেত্রকে সবচেয়ে ব্যয়সাশ্রয়ী এবং পরিবহণের পরিবেশ-বান্ধব উপায় হিসাবে গণ্য করা হয়। ২০১৭-'১৮-র বাজেট প্রাক্কলনে এই ক্ষেত্রের জন্য ১,৭৭৩ কোটি ব্যয়ের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। ২০১৬-'১৭ অর্থবছরের বাজেট প্রাক্কলন ১,৫৩১ কোটি টাকা এবং ওই একই বছরের সংশোধিত প্রাক্কলন ১,৪৫৪ কোটি—উভয়ের তুলনাতেই এবারের এই বরাদ্দের পরিমাণ বেশি।

"জাতীয় গুরুত্ববাহী একটি প্রকল্প, যার নাম রাখা হয়েছে ভারত নেট (Bharat Net) এক উচ্চ স্তরীয় নেটওয়ার্ক পরিকাঠামো। এর নাগাল পাওয়া যাবে অ-বৈষম্যমূলক ভিত্তিতে। চাহিদা অনুযায়ী সমস্ত বাড়ি/পরিবারে কম মাশুলে ব্রডব্যান্ড সংযোগ দেওয়া হবে। চাহিদা ক্যাপাসিটির ভিত্তিতে সমস্ত প্রতিষ্ঠানেও এই সংযোগ দেওয়া হবে ডিজিট্যাল ভারতের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য। এটি অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার করে বিশ্বের বৃহত্তম গ্রামীণ ব্রডব্যান্ড সংযোগ প্রকল্প হয়ে উঠতে চলেছে।"

সিংহভাগ বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে বন্দর এবং লাইট হাউসগুলির জন্য। এক্ষেত্রে ২০১৭-'১৮ অর্থবছরের বাজেটে বরাদ্দ ধার্য করা হয়েছে ৮০১.৪০ কোটি টাকা; যা কিনা ২০১৬-'১৭ অর্থবছরের বাজেট প্রাক্কলনের (৭৩২.৫০ কোটি টাকা) তুলনায় ১০ শতাংশ বেশি। জাহাজ চলাচল এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় এলাকার জন্যও বরাদ্দ ভালো রকম বাড়ানো হয়েছে। ২০১৭-'১৮ অর্থবছরের বাজেটে এই দুই খাতে যথাক্রমে ২৩৮ কোটি এবং ১২৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ২০১৬-'১৭ অর্থবছরের বাজেট প্রাক্কলনে এই দুই খাতে বরাদ্দ ছিল যথাক্রমে ১৭২ কোটি এবং ১০০ কোটি টাকা।

অন্তর্দেশীয় জলপথ পরিবহণ (Inland Water Transsport—IWT) হল এক অন্যতম সেরা পরিবেশ-বান্ধব পরিবহণ পন্থা। এতে জ্বালানি সাশ্রয়ের হার বেশ ভালো তথা নিঃসরণের হার বেশ কম। জলপথ নেটওয়ার্কের কাছাকাছি অবস্থিত অঞ্চলগুলির পূর্ণ আর্থ-সামাজিক বিকাশের

জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক জীবনরেখা হিসাবে পরিষেবা দেওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে অন্তর্দেশীয় জলপথ পরিবহণ ব্যবস্থার।

এ বছরের বাজেটীয় বরাদ্দে এই অন্তর্দেশীয় জলপথ পরিবহণ খাতে হ্রাস করা হয়েছে। ২০১৭-'১৮-র বাজেট প্রাক্কলনে এই খাতে বরাদ্দ ধার্য করা হয়েছে ২২৫ কোটি টাকা। তুলনায় ২০১৬-'১৭ অর্থবছরের বাজেট প্রাক্কলনে এই খাতে ৩২৬.৪২ কোটি এবং ওই একই বছরের সংশোধিত প্রাক্কলনে এ খাতে ২৭৮.৪২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। এর একটা অন্যতম প্রধান কারণ হল অন্তর্দেশীয় জলপথ পরিবহণের মাধ্যমে যে পরিমাণ মাল/পণ্য পরিবাহিত হয় তার পরিমাণ বেশ কমই রয়ে গেছে এ যাবৎ। মূলত গোয়াতে লৌহ আকরিক এবং পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে সারের কাঁচামাল আনা-নেওয়া হয় এই জলপথের মাধ্যমে। তবে অন্যান্য পরিবহণ ব্যবস্থার সঙ্গে তাল মেল গড়ে তুলে অন্তর্দেশীয় জলপথ পরিবহণের বিকাশ ঘটালে তা সড়ক এবং রেলপথের উপর অত্যধিক চাপ কমাতে যেমন সাহায্য করবে, তেমনি কার্বন ডাই-অক্সাইডের নিঃসরণের পরিমাণও কমাবে।

যোগাযোগ

পরিকাঠামো বাস্তুতন্ত্রের এক গুরুত্বপূর্ণ ভাগ হল টেলি-যোগাযোগ ক্ষেত্র। সম্প্রতি স্পেকট্রামের নিলামের ফলে দেশে স্পেকট্রামের ঘাটতি অপসারিত হয়েছে। এর ফলে মোবাইল ব্রডব্যান্ড এবং ডিজিট্যাল ভারতের ক্ষেত্রে উৎসাহ/তৎপরতা যথেষ্ট বাড়বে। গ্রামীণ এবং প্রত্যন্ত এলাকার বাসিন্দারা এর ফলে উপকৃত হবেন। একই সাথে বিপুল পরিমাণে চাকরির সুযোগ সৃষ্টি হবে।

২০১৭-'১৮ অর্থবছরের বাজেটে এই খাতে মোট ২৬,৬৮৭ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। যা কিনা গত অর্থবছরের বাজেট প্রাক্কলন, ১৮,৪১৪ কোটি টাকা এবং সংশোধিত প্রাক্কলন ২৪,২৭২ কোটি টাকার থেকে যথাক্রমে ৪৫ শতাংশ এবং ১০ শতাংশ বেশি।

জাতীয় গুরুত্ববাহী একটি প্রকল্প, যার নাম রাখা হয়েছে ভারত নেট (Bharat Net) এক উচ্চ স্তরীয় নেটওয়ার্ক পরিকাঠামো। এর নাগাল পাওয়া যাবে অ-বৈষম্যমূলক ভিত্তিতে। চাহিদা অনুযায়ী সমস্ত বাড়ি/পরিবারে কম মাশুলে ব্রডব্যান্ড সংযোগ দেওয়া হবে। চাহিদা ক্যাপাসিটির ভিত্তিতে সমস্ত প্রতিষ্ঠানেও এই সংযোগ দেওয়া হবে ডিজিট্যাল ভারতের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য। এটি অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার করে বিশ্বের বৃহত্তম গ্রামীণ ব্রডব্যান্ড সংযোগ প্রকল্প হয়ে উঠতে চলেছে।

ভারত নেট প্রকল্প খাতে বরাদ্দ ২০১৬-'১৭-র সংশোধিত প্রাক্কলনের ৬,০০০ কোটি টাকার তুলনায় বিপুল বাড়িয়ে ২০১৭-'১৮-র বাজেটে ধার্য করা হয়েছে ১০,০০০ কোটি টাকা। ২০১৭-'১৮ অর্থবছরের শেষ নাগাদ ১ লক্ষ ৫০ হাজারেরও বেশি গ্রাম পঞ্চায়েতে অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে হাই স্পিড ব্রডব্যান্ড সংযোগ মিলবে। পাওয়া যাবে ওয়াইফাই হট স্পট এবং কম মাশুলে ডিজিট্যাল পরিষেবাসমূহ। এই প্রকল্পের কাজে দেশে ১ লক্ষ ৫৫ হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ অপটিক্যাল ফাইবার কেবল (OFC) পাতা হবে। পাশাপাশি, টেলি-মেডিসিল, শিক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ে ডিজিট্যাল প্রযুক্তির ব্যবহারের সুযোগের করে দিতে দিতে ডিজিগাঁও (Digi Gaon) নামে একটি উদ্যোগ চালু করা হবে।

"নিরাপদ স্বাস্থ্যবিধান এবং উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্ম বন্ধের ক্ষেত্রে ব্যাপক সাফল্য এনেছে স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ)। গ্রামীণ ভারতের ৪২ শতাংশ এলাকা শৌচালয় ব্যবস্থার আওতায় ছিল ২০১৪-র অক্টোবর পর্যন্ত। বর্তমানে তা বেড়ে ৬০ শতাংশ হয়েছে। উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্ম বন্ধ হয়েছে যে সব গ্রামে সেগুলিকে এখন নলবাহিত জল সরবরাহের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।"

শক্তি

● **বিদ্যুৎ :**

পয়লা মে, ২০১৮-র মধ্যে দেশের ১০০ শতাংশ গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করার দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে সরকার। ২০১৭-'১৮-র অর্থবছরে দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রাম জ্যোতি যোজনার আওতায় বরাদ্দ বাড়িয়ে করা হয়েছে ৪,৮১৪ কোটি টাকা।

সৌর শক্তি ক্ষেত্রে, অতিরিক্ত ২০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার জন্য সৌর পার্ক বিকাশের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ হাতে নেওয়ার প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে।

বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম ম্যানুফ্যাকচারিং-এর জন্য ভারতকে এক 'Global hub' হিসাবে গড়ে তুলতে উপযুক্ত বাতাবরণ তৈরি করা হবে। গত দু' বছরে বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম ম্যানুফ্যাকচারিং-এর জন্য ২৫০-এরও বেশি বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে। মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ১.২৬ লক্ষ কোটি টাকা। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিশ্বের বেশ কিছু সংখ্যক অগ্রণী কোম্পানি এবং মোবাইল ফোন নির্মাতারা ভারতে উৎপাদন ইউনিট স্থাপন করেছে। সে কারণেই M-SIPS এবং EDF-এর মতো উৎসাহ দান প্রকল্পগুলির জন্য বরাদ্দ ব্যাতিক্রমীভাবে বাড়িয়ে করা হয়েছে ৭৪৫ কোটি টাকা। এই পরিমাণ এযাবৎ কালীন সবচেয়ে বেশি।

● **তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস :**

আধুনিক সভ্যতার জীবনরেখা হল পেট্রোলিয়াম। কৃষি, শিল্প এবং পরিবহণ ক্ষেত্রের জন্য শক্তির উৎস তা। অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় শিল্পের চাকাকেও সচল রাখে

পেট্রোলিয়াম। ফলত, পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বিপুল পরিমাণে বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পরিকাঠামো ক্ষেত্রের অন্যতম প্রধান সংগঠিত এবং প্রথাগত ক্ষেত্র এটি। গাড়িশিল্প এবং গার্হস্থ্য প্রয়োজনে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে উত্তরোত্তর চাহিদা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে এই দুই সম্পদের কার্যকর তথা সুস্থায়ী সদ্ব্যবহারের উপর নজর দেওয়াটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কারণ, তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের ভাণ্ডার সীমিত। তাছাড়াও এর ব্যবহারের দরুন কার্বন নিঃসরণ হয়।

শক্তি ক্ষেত্রকে মজবুত করতে সরকার 'Strategic Crude Oil Reserves' তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রথম পর্যায়ে এ ধরনের ৩-টি মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলা হয়েছে। এখন দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও দু'টি জায়গায় নতুন দু'টি খাদান গড়ে তোলার প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। একটি ওড়িশার চাঁদিখোল-এ এবং অন্যটি রাজস্থানের বিকানিরে। এর ফলে দেশের 'Strategic Reserve Capacity' (আপৎকালীন পরিস্থিতির জন্য অশোধিত তেলের সঞ্চয় ভাণ্ডার) বেড়ে হবে ১৫.৩৩ মিলিয়ন মেট্রিক টন।

তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস ক্ষেত্রে ২০১৭-'১৮ অর্থবছরের জন্য ২৯,১৫৮ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধার্যের প্রস্তাব রাখা হয়েছে, যা কিনা গত বছরের বাজেট প্রাক্কলন এবং সংশোধিত প্রাক্কলন দুয়ের থেকেই কম। ২০১৬-'১৭-র বাজেট প্রাক্কলনে ব্যয় বরাদ্দ ধার্য হয়েছিল ২৯,১৬০ কোটি টাকা এবং সংশোধিত প্রাক্কলনে এর পরিমাণ ছিল ৩০,২৪১ কোটি টাকা। এই পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে গত অর্থবছরের বাজেট প্রাক্কলনের থেকে সংশোধিত প্রাক্কলনে ব্যয় বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। তা সত্ত্বেও এ বছর, ২০১৭-'১৮-তে বাজেট প্রাক্কলন কেন কমানো হল তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। তবে, কেন্দ্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় চলা গরিব পরিবারের জন্য LPG সংযোগ দেওয়ার প্রকল্প খাতে বরাদ্দ বাড়িয়ে ২,৫০০ কোটি টাকা করা হয়েছে। গত ২০১৬-'১৭ অর্থবছরের বাজেট প্রাক্কলন এবং সংশোধিত প্রাক্কলন দু'টিতেই ওই বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ২,০০০ কোটি টাকা।

জল এবং স্বাস্থ্যবিধান

নিরাপদ স্বাস্থ্যবিধান এবং উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্ম বন্ধের ক্ষেত্রে ব্যাপক সাফল্য এনেছে স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ)। গ্রামীণ ভারতের ৪২ শতাংশ এলাকা শৌচালয় ব্যবস্থার আওতায় ছিল ২০১৪-র অক্টোবর পর্যন্ত। বর্তমানে তা বেড়ে ৬০ শতাংশ হয়েছে। উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্ম বন্ধ হয়েছে যে সব গ্রামে সেগুলিকে এখন নলবাহিত জল সরবরাহের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।

এই মিশনকে আরও জোরদার করে তোলার জন্য, আর্সেনিক ও ফ্লুওরাইড প্রভাবিত ২৮ হাজারেরও বেশি বসতিতে আগামী চার বছরের মধ্যে নিরাপদ পানীয় জলের জোগানের বন্দোবস্ত করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এটি 'জাতীয় গ্রামীণ পানীয় জল কর্মসূচি (NRDWP)-এর আওতায় এক উপ-কর্মসূচি হিসাবে হাতে নেওয়া হচ্ছে। বরাদ্দ ২০১৭-'১৮-র বাজেটে ধার্য হয়েছে ৬,০৫০ কোটি টাকা। ২০১৬-'১৭-র বাজেট প্রাক্কলনে এর পরিমাণ ছিল ৫,০০০ কোটি টাকা।

সার্বিক মূল্যায়ন

মোটের উপর এই বাজেটে সরকারের অভিপ্রায়ের ছবিটা খুব সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। মোট বাজেট বরাদ্দের প্রায় এক-পঞ্চমাংশই পরিকাঠামো ক্ষেত্রে ব্যয়ের প্রস্তাব রাখার মধ্যে দিয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা পূরণ এবং তাও দ্রুত গতিতে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে করতে সরকার যে কতটা আগ্রহী তার ঝলক দেখা যাচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে, এই লক্ষ্যমাত্রা অতি উচ্চাশার সঙ্গে অর্জন করা দরকার এবং পরিকাঠামো ক্ষেত্রকে উড়ানের জায়গায় নিয়ে যেতে তা জরুরি। এর ফলে অর্থনীতি মজবুত হবে। যুবা প্রজন্মের চাকরি-বাকরির বিপুল সুযোগ সৃষ্টিহবে। বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি হবে। গ্রাম-ভারতে নতুন জীবন যোগ হবে।

পরিকাঠামো ক্ষেত্রের উড়ান ভরার মতো জায়গায় পৌঁছাতে কিছু দেরি হবে। কারণ এই ক্ষেত্রের সামনে বেশ কিছু বড়ো মাপের প্রতিবন্ধকতা রয়েই গেছে। অধিকাংশ সময়ই প্রকল্প শেষ হতে বিলম্বের দরুন প্রকল্প ব্যয় ব্যাপক বেড়ে যাচ্ছে। প্রকল্পের রূপরেখা তৈরি ও তার অনুমোদন, জমি অধিগ্রহণ, পরিবেশগত ছাড়পত্র পাওয়া, আইনগত এবং নিয়ন্ত্রণমূলক ইস্যুসমূহ, বিভিন্ন মন্ত্রকের মধ্যে সমন্বয়সাধন, সুদক্ষ শ্রমশক্তির জোগান পাওয়া ও তাৎক্ষণিকভাবে নিয়োগ, সুরক্ষা এবং অর্থলগ্নী (Financing) সংক্রান্ত ইস্যু ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই দীর্ঘসূত্রিতার জালে জড়িয়ে প্রকল্প শেষ করতে বহু সময় লেগে যায়।

এই সব নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে অর্থ খরচের জন্য সরকারের কাছে সময় অত্যন্ত সীমিত। তাই দৈনিক ভিত্তিতে প্রকল্পগুলির অগ্রগতির খতিয়ানের উপর নজরদারি চালানো এবং সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে তার হালহকিকৎ আপলোড করা দরকার। তা না হলে পরিকাঠামো ক্ষেত্রটি পুনরায় উড়ান ভরার পূর্বাবস্থাতেই রয়ে যাবে।❑

(লেখক পরিকাঠামো ক্ষেত্র বিশেষজ্ঞ। তিনি পরিকল্পনা কমিশনে পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করেছেন। একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'জাতীয় পরিবহণ নীতি' প্রণয়নে জড়িত উচ্চ স্তরীয় কমিটিতেও সদস্য ছিলেন। কাজ করেছেন বিশ্ব ব্যাংকের সাথেও। ইমেল : md.krishnadev@gmail.com)

যোজনা ? ক্যুইজ

এবারের বিষয় : ভারতের ইতিহাস

১. 'রাজমনামা' কোন বিখ্যাত ভারতীয় গ্রন্থের ফার্সি অনুবাদ?

২. হিন্দু-পাদ-পাদশাহীর ধারণা কে প্রথম প্রচার করেন?

৩. কোন প্রাচীন ভারতীয় লিপি ডানদিক থেকে বাঁদিকে লেখা হ'ত?

৪. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলায় বাণিজ্য করার জন্য কোন মুঘল সম্রাট বিশেষ ফরমান দিয়েছিলেন?

৫. ভারতবর্ষে প্রথম কোন মানবমূর্তির পুজোর চলন হয়?

৬. চতুর্বর্ণের উৎপত্তি বিষয়ক 'পুরুষসুক্ত' কোন বেদের অংশ?

৭. 'অষ্টদিগ্‌গজ' নামে পরিচিত আটজন তেলেগু কবি কার রাজসভা অলংকৃত করতেন?

৮. ত্রিশক্তি দ্বন্দ্বে পাল রাজাদের অন্য দুই প্রতিপক্ষ ছিল কোন কোন রাজবংশ?

৯. কোন দু'জন মুঘল সম্রাট আত্মজীবনী লিখেছিলেন?

১০. কাকে "কাশ্মীরের আকবর" বলা হয়?

১১. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দক্ষিণ ভারতে প্রথম কোথায় ঘাঁটি স্থাপন করে?

১২. জীমূতবাহন রচিত উত্তরাধিকার সংক্রান্ত গ্রন্থটির নাম কী?

১৩. বিজয়নগর ও বাহমনী সাম্রাজ্যের মধ্যে কোন ভূ-খণ্ডকে কেন্দ্র করে বিরোধ ছিল?

১৪. আরজুমন্দ বানু বেগম কী নামে ইতিহাসে অধিক পরিচিত?

১৫. কত সালে ভারত থেকে বার্মাকে পৃথক করা হয়?

১৬. প্রাচীন ভারতের কোন গ্রন্থে প্রথম স্পষ্ট করে জীবনের চারটি পর্ব বা আশ্রমের—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—করণীয় ও লক্ষ্য উল্লেখ করা হয়েছে?

১৭. ইন্দো-গ্রিক শাসনকালের সবচেয়ে মূল্যবান ঐতিহ্য হিসাবে পরিগণিত ইন্দো-গ্রিক শিল্পকলা কী নামে বিখ্যাত?

১৮. কোন শিখ গুরু 'খালসা'-র প্রতিষ্ঠাতা?

১৯. কোন মুঘল সম্রাট রামমোহন রায়কে 'রাজা' উপাধি দিয়েছিলেন?

২০. মীর্জা গালিব কোন মুঘল সম্রাটের দরবারে সভাকবিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন?

উত্তর :

১. মহাভারত। ২. প্রথম বাজীরাও। ৩. খরোষ্ঠী। ৪. ফারুকশিয়ার। ৫. গৌতম বুদ্ধ। ৬. ঋকবেদ। ৭. কৃষ্ণদেব রায়। ৮. রাষ্ট্রকূট ও প্রতিহার। ৯. বাবর এবং জাহাঙ্গির। ১০. জৈনুল আবেদিন। ১১. মসুলিপত্তনম। ১২. দায়ভাগ। ১৩. রায়চুর দোয়াব। ১৪. মুমতাজ মহল। ১৫. ১৯৩৫ সালে। ১৬. জবালা উপনিষদ। ১৭. গান্ধার শিল্পকলা। ১৮. গুরু গোবিন্দ সিং। ১৯. দ্বিতীয় আকবর। ২০. দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ 'জাফর'।❑

FORM IV

Statement about ownership and other particulars about Yojana (Bengali)
to be published in the first issue every year after the last day of February

1. Place of publication	:	Kolkata
2. Periodicity of its publication	:	Monthly
3. Printer's Name	:	Dr. Sadhana Rout
Nationality	:	Indian
Address	:	Publications Division Soochna Bhawan, New Delhi-110 003.
4. Publisher's Name	:	Dr. Sadhana Rout
Nationality	:	Indian
Address	:	Publications Division Soochna Bhavan, New Delhi-110 003.
5. Editor's Name	:	Rama Mandal
Nationality	:	Indian
Address	:	Yojana (Bengali) Publications Division, 8, Esplanade East, Kolkata-700 069.
6. Name and addresses of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one per cent of the total capital	:	Ministry of Information & Broadcasting Government of India, New Delhi-110 001.

I, Sadhana Rout, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Date : 01.02.2017

(Dr. Sadhana Rout)
Signature of Publisher

এবারের বিষয় : আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস

২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২; মেডিক্যাল হস্টেলের সামনে শোক মিছিলে জনতার ঢল।

১৯৫২ থেকে ২০১৭ সাল; অনেকগুলো বছর। মাঝে অনেক বদলে গেছে পৃথিবী। ভাষার দাবিতে যে লড়াই শুরু, তার পরিণত একটি রূপ স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ। সেই বাংলাদেশের বয়সও ৪৫ পেরিয়েছে। কিন্তু ভাষা শহীদ স্মরণ দিবস একুশে ফেব্রুয়ারির গুরুত্ব এপার-ওপার দুই বাংলার মানুষের মন ও মননে আজও অটুট। ১৯৪৭-এর সাম্প্রদায়িক বিভাজনের পরে পরেই পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষ পরিষ্কার বুঝেছিলেন, পাকিস্তান নামের রাষ্ট্র কাঠামোটি কখনওই এই ভূ-খণ্ডের অধিবাসীদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে না। ভিন্ন সংস্কৃতির পশ্চিম-পাকিস্তানিদের প্রথম ষড়যন্ত্র, বাংলার বদলে উর্দুকে রাষ্ট্রের ভাষা বানানোর হীন ষড়যন্ত্র বুঝে নিতে সময় লাগেনি আমাদের পূর্ব প্রজন্মের। তারা সে দিন হয়ে উঠেছিলেন প্রতিটি বর্ণমালার যোগ্য পাহারাদার। জান কবুল করে রুখে দিয়েছিলেন পাকিস্তানিদের সেই ঘৃণ্য অপচেষ্টা। ঢাকা শহরেই হয়েছিল সেই ভাষার লড়াই, ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখে, রক্ত দিয়ে লেখা হয়েছিল বর্ণমালার জন্য বিশ্বের সব মানুষকে ছুঁয়ে দেওয়ার এক অনন্য ইস্তেহার।

বাঙালি সমাজে বাংলা ভাষার অবস্থান নিয়ে বাঙালির আত্ম-অন্বেষায় যে ভাষা চেতনার উন্মেষ ঘটে, তারই সূত্র ধরে দেশভাগ-উত্তর পূর্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকায় ১৯৪৭ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরে ভাষা-বিক্ষোভের শুরু। ১৯৪৮ সালের মার্চে এ নিয়ে সীমিত পর্যায়ে আন্দোলন হয় এবং ১৯৫২ সালের **একুশে ফেব্রুয়ারি** তার চরম প্রকাশ ঘটে। ওই দিন সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ১৪৪ ধারা অমান্য করে রাজপথে বেরিয়ে এলে পুলিশ তাদের ওপর গুলি চালায়। আবুল বরকত, আবদুল জব্বার, আবদুস সালাম-সহ কয়েকজন ছাত্র-যুবা হতাহত হন। এ ঘটনার প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ ঢাকাবাসী ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলে সমবেত হয়। নানা নির্যাতন সত্ত্বেও ছাত্রদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ জানাতে পরের দিন ২২ ফেব্রুয়ারি পুনরায় রাজপথে নামে। তারা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে শহীদদের জন্য অনুষ্ঠিত গায়েবি জানাজায় অংশগ্রহণ করে। ভাষা শহীদদের স্মৃতিকে অমর করে রাখার জন্য ২৩ ফেব্রুয়ারি এক রাতের মধ্যে মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে গড়ে ওঠে একটি স্মৃতিস্তম্ভ, যা সরকার ২৬ ফেব্রুয়ারি গুঁড়িয়ে দেয়। একুশে ফেব্রুয়ারির এই ঘটনার মধ্য দিয়ে ভাষা আন্দোলন আরও উত্তাল হয়। ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয় লাভ করলে ৯ মে অনুষ্ঠিত গণপরিষদের অধিবেশনে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

তখন থেকে প্রতি বছর এ দিনটি জাতীয় 'শোক দিবস' হিসেবে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় ২১ ফেব্রুয়ারি রাত ১২-টা এক মিনিটে প্রথমে রাষ্ট্রপতি এবং পরে একাধিক্রমে প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীপরিষদের সদস্যবৃন্দ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

উপাচার্য, শিক্ষকবৃন্দ, ঢাকাস্থ বিভিন্ন দূতাবাসের কর্মকর্তাবৃন্দ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন এবং সর্ব স্তরের জনগণ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এসে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। **"আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি"** গানের করুণ সুর গোটা দেশ জুড়ে বাজতে থাকে।

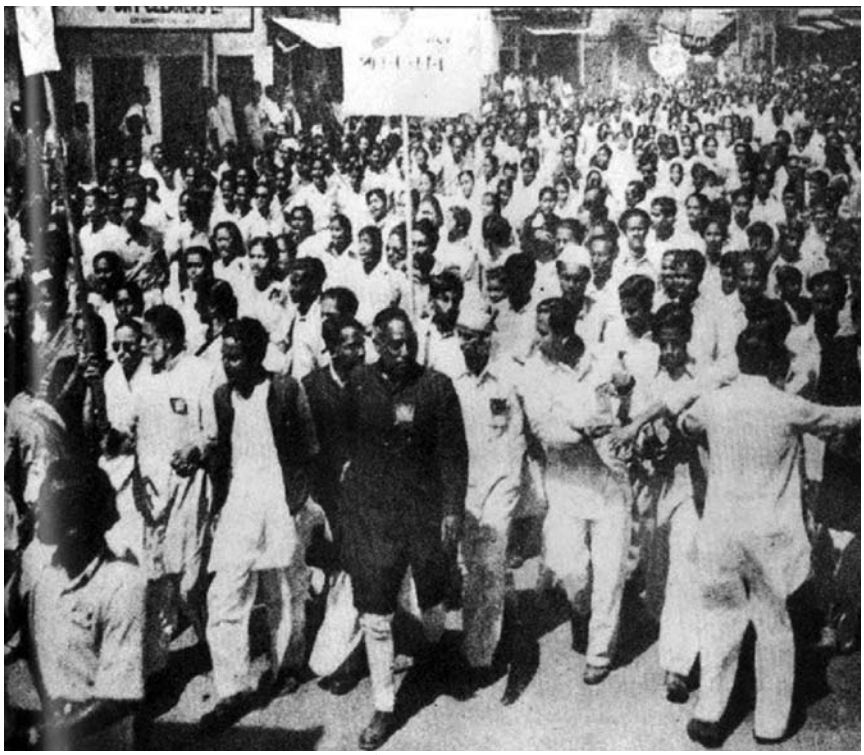

২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৪; আতাউর রহমান খান ও অলি আহমেদের নেতৃত্বে ঢাকার পথে শহির স্মরণে মিছিল

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি যে চেতনায় উদ্দীপিত হয়ে বাঙালিরা রক্ত দিয়ে মাতৃভাষাকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক দুনিয়ার স্বীকৃতি লাভ করে। একুশের লড়াই অতিক্রম করে দেশের সীমানা। আজ দিনটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। একুশের শহিদেরা হয়ে উঠেছেন বিশ্বের প্রতিটি বর্ণমালার প্রহরী—বাংলাদেশ পেয়েছে এক অনন্য স্বীকৃতি। ১৯৯৮ সালে কানাডার ভ্যাঙ্কুভার শহরের বাসিন্দা দুই বাঙালি, রফিকুল ইসলাম এবং আবদুস সালাম প্রাথমিক উদ্যোক্তা হিসেবে একুশে ফেব্রুয়ারিকে **"আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস"** হিসেবে ঘোষণার আবেদন জানিয়েছিলেন রাষ্ট্রসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কোফি আন্নানের কাছে। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর প্যারিস অধিবেশনে একুশে ফেব্রুয়ারিকে **আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস** হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং ২০০০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে দিবসটি রাষ্ট্রসংঘের সদস্য দেশসমূহে যথাযথ মর্যাদায় পালিত হচ্ছে। ২০১০ সালের ২১ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের ৬৫-তম অধিবেশনে **"এখন থেকে প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করবে রাষ্ট্রসংঘ"**—এই মর্মে একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে পাস হয়ে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের প্রস্তাবটি সাধারণ পরিষদের ৬৫-তম অধিবেশনে উত্থাপন করে বাংলাদেশ। মে মাসে ১১৩ সদস্যবিশিষ্ট রাষ্ট্রসংঘের তথ্যবিষয়ক কমিটিতে প্রস্তাবটি সর্বসম্মতভাবে পাস হয়ে যায়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর একুশে ফেব্রুয়ারি সরকারি ছুটির দিন হিসেবে ঘোষিত হয়।

রক্তে লেখা একুশের দিনলিপি

- **ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায় :**
  - ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ : ইসলামি আদর্শে অনুপ্রাণিত লেখক, সাংবাদিক ও বিশিষ্টজনদের সংগঠন 'তামুদ্দুনমজলিস' 'স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ অব পাকিস্তান : বেঙ্গলি অর উর্দু' নামে একটি পুস্তিকাতে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি করে। মজলিসের সেক্রেটারি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল কাশেম রাষ্ট্রভাষা বিষয়ে প্রথম একটি আলোচনাসভা ডাকেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক মুসলিম হলে।
  - নভেম্বর, ১৯৪৭ : করাচিতে বাঙালি শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমানের ডাকা পাকিস্তান এডুকেশনাল কনফারেন্সে পূর্ববাংলার প্রতিনিধিরা উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গণ্য করার বিরোধিতা করেন।

২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের পুরোনো বিল্ডিংয়ের সামনে ঐতিহাসিক সভা

- ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮ : পাকিস্তান এসেম্বলিতে বিরোধী সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দু ও ইংরেজির সঙ্গে বাংলাকে জাতীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য একটি প্রস্তাব আনেন। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি এবং অন্যান্য অবাঙালি সদস্যরা প্রস্তাবটির বিরোধিতা করেন। দুঃখজনকভাবে, দেশের পূর্বাঞ্চল থেকে আসা সদস্য খাজা নাজিমুদ্দিন এবং পশ্চিম পাকিস্তানিদের সহযোগী আরও কয়েক জন বাঙালি সদস্যও এর বিরোধিতা করেন। পরে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রস্তাবটির কয়েকটি সংশোধনী আনলেও প্রত্যেক বারই পশ্চিম পাকিস্তানিরা এবং তাদের অনুগত কয়েক জন বাঙালি সদস্য বিরোধিতা চালিয়ে যেতে থাকেন। সংখ্যাগুরু বাঙালিদের এই ন্যায্য দাবির বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানি সদস্যরা অনড় ছিলেন। এদিকে বাঙালি আমলা, শিক্ষাবিদ, ছাত্র এবং মধ্যবিত্তদের অন্যান্য অংশের সমর্থনপুষ্ট হয়ে বাংলাকে অন্যতম জাতীয় ভাষা করার দাবি ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এই বিতর্ক রাস্তায় নেমে আসে। মন্ত্রী-সহ প্রভিন্সিয়াল অ্যাসেম্বলির বেশ কিছু সদস্যও সক্রিয়ভাবে এই আন্দোলনকে সমর্থন করেন। মুজিবুর রহমান প্রতিষ্ঠিত ইস্ট পাকিস্তান স্টুডেন্ট লিগ ছিল আন্দোলনের পুরোভাগে।
- মার্চ, ১৯৪৮ (প্রথম সপ্তাহ) : বাম, দক্ষিণ ও মধ্যপন্থী—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব রাজনৈতিক মতাবলম্বী ছাত্ররা মিলে বাংলা ভাষাকে জাতীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করে।
- ১১ মার্চ, ১৯৪৮ : বাংলাকে জাতীয় ভাষা করার দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্রদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জ, ঢাকার বহু ছাত্র গ্রেপ্তার। পরের দিনগুলিতে পরিস্থিতির আরও অবনতি। ১৯ মার্চ থেকে কায়েদ-এ-আজমের ঢাকা সফরের কথা ছিল। ব্যাপক বিক্ষোভের চাপে গভর্নর জেনারেলের আসন্ন সফরের অপেক্ষায় থাকা বিচলিত নাজিমুদ্দিনের প্রাদেশিক সরকার অ্যাকশন কমিটির সঙ্গে আলোচনায় বসার জন্য মুহম্মদ আলি বোগরার সাহায্য প্রার্থনা করে। নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে কমিটির এই মর্মে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যে, (১) পূর্ব-পাকিস্তানে বাংলাকে সরকারি ভাষার মর্যাদা দিতে এবং সর্ব স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে তা প্রতিষ্ঠা করতে প্রাদেশিক সরকার একটি প্রস্তাব উত্থাপন করবে; এবং (২) অ্যাসেম্বলিতে আর একটি প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বাংলাকে জাতীয় ভাষা করার জন্য সুপারিশ করা হবে।
- ২১ মার্চ, ১৯৪৮ : পাকিস্তানের স্রষ্টা এবং প্রথম গভর্নর জেনারেল মহম্মদ আলি জিন্না পূর্ববাংলা সফলকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ঘোষণা করেন, "বাংলাকে প্রাদেশিক ভাষা হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে, কিন্তু উর্দু ছাড়া অন্য কোনও ভাষা রাষ্ট্রভাষা হতে পারে না।" জিন্নার এই মন্তব্যের ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া জানায় যুবসমাজ; তাদের যুক্তি ছিল, পাকিস্তানের জনসংখ্যার পঞ্চাশ ভাগ মানুষেরই মাতৃভাষা বাংলা। যারা প্রতিবাদের আওয়াজ তুলে আটক হন, তাদের মধ্যে ছিলেন সেই সময়কালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শেখ মুজিবুর রহমান। অ্যাকশন কমিটির প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করে জিন্না তাদের বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, কেবল একটিমাত্র ভাষাই জাতীয় ভাষা হতে পারে, কিন্তু ছাত্ররা তার যুক্তিকে নস্যাৎ করে।

- **ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় :**
  - ২৬ জানুয়ারি, ১৯৫২ : পাকিস্তান কন্সটিটুয়েন্ট অ্যাসেমব্লির বেসিক প্রিন্সিপল কমিটি সুপারিশ করে যে, একমাত্র উর্দুই রাষ্ট্রভাষা হতে পারে। পল্টন ময়দানে এক জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন ঘোষণা করেন, একমাত্র উর্দুই রাষ্ট্রভাষা হতে চলেছে। এই দু'টি ঘটনার পরেই পূর্ব-পাকিস্তানে দ্বিতীয় দফার ভাষা আন্দোলন শুরু হয়।

যোজনা ||| নোটবুক

- ২৮ জানুয়ারি, ১৯৫২ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক প্রতিবাদ সভায় ছাত্ররা প্রধানমন্ত্রী এবং প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রীদের পশ্চিম পাকিস্তানের তল্পিবাহক আখ্যা দেয়।
- ৩০ জানুয়ারি, ১৯৫২ : আওয়ামি লিগের ডাকা একটি গোপন বৈঠকে, যেখানে কমিউনিস্ট জোট ছাড়াও অন্যান্য সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন, সকলে একমত হন যে, সার্থকভাবে ভাষা আন্দোলন চালিয়ে যেতে একা ছাত্ররাই যথেষ্ট নয়। সব স্তরের রাজনৈতিক এবং ছাত্র সমর্থন পেতে ঠিক হয়, মৌলানা ভাসানির নেতৃত্বে আওয়ামি লিগ এই আন্দোলন চালাবে।
- ৩১ জানুয়ারি, ১৯৫২ : আব্দুল হাশিম এবং হামিদুল হক চৌধুরীর মতো বিশিষ্ট নেতাদের উপস্থিতিতে ঢাকায় একটি সর্বদল বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন ভাসানি। কাজি গোলাম মাহ্‌বুবকে আহ্বায়ক করে এবং মৌলানা ভাসানিকে চেয়ারম্যান করে একটি সম্প্রসারিত 'অল পার্টি কমিটি অব অ্যাকশন' গঠন করা হয়। কমিটিতে আওয়ামি লিগ, স্টুডেন্ট লিগ, ইয়ুথ লিগ, খিলাফতে রাব্বানি পার্টি এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ কমিটি অব অ্যাকশন থেকে দু'জন করে প্রতিনিধিকে সামিল করা হয়।
- ৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ : পূর্ববঙ্গ জুড়ে 'ভাষা ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যের' প্রতিবাদে কমিটি অব অ্যাকশন ঢাকায় এক প্রতিবাদ সভা ডাকে। আওয়ামি লিগের প্রাদেশিক প্রধান মৌলানা ভাসানি সভায় বক্তব্য রাখেন। আবুল হাশিমের পরামর্শক্রমে ঠিক হয়, ২১ ফেব্রুয়ারি, অর্থাৎ ইস্টবেঙ্গল অ্যাসেমব্লির বাজেট অধিবেশন শুরুর দিন, একটি সাধারণ ধর্মঘট ডাকা হবে।
- ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ : সন্ধ্য ছ'টার সময় ঢাকা শহরে মিছিল এবং মিটিংয়ের উপর ১৪৪ ধারা অনুযায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। এই আদেশ ছাত্রদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের জন্ম দেয়।
- ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ : সাধারণ ধর্মঘট পালিত। দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এক সভায় ছাত্ররা সিদ্ধান্ত নেয়, নুরুল আমিন সরকারের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করা হবে। সেই মতো প্রাদেশিক অ্যাসেমব্লির সামনে বিক্ষোভ দেখাতে বেশ কয়েকটি মিছিল বের হয়। পুলিশ প্রথমে ছাত্রদের দিকে কাঁদানে গ্যাসের শেল ছোঁড়ে এবং ছাত্ররাও পাথর ছুঁড়ে তার পাল্টা জবাব দেয়। সংঘর্ষ আশপাশের মেডিক্যাল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ক্যাম্পাসেও ছড়িয়ে পড়ে। বিকেল চারটের সময় মেডিক্যাল কলেজের হস্টেলের সামনে পুলিশ গুলি চালায়। পাঁচজন নিহত হন—মহম্মদ সালাউদ্দিন, আব্দুল জব্বর, আবুল বরকত, রফিকুদ্দিন আহমেদ এবং আব্দুস সালাম। এদের মধ্যে প্রথম তিনজন ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এই খবর সারা শহরে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। হাজারে হাজারে মানুষ মেডিক্যাল কলেজ চত্বরের দিকে ছুটে আসতে থাকেন। অ্যাসেমব্লির ভিতরে ছ'জন বিরোধী সদস্য সভা মুলতুবি রাখা এবং গুলি চালনার ঘটনার তদন্ত দাবি করেন। কিন্তু, মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন নির্দিষ্ট কর্মসূচি অনুযায়ী সভা চালিয়ে যেতে বললে প্রতিবাদে সমস্ত বিরোধী সদস্য ওয়াক আউট করেন।
- ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ : হাজার হাজার মানুষ পুলিশের গুলিতে নিহতদের স্মরণে আয়োজিত প্রার্থনায় যোগ দিতে জড়ো হন বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ চত্বরে। প্রার্থনার পর মানুষ যখন মিছিল করে যাচ্ছে, পুলিশ গুলি চালায়। ক্রুদ্ধ জনতা একটি সরকারপন্থী খবরের কাগজের অফিসে অগ্নিসংযোগ করে। পুলিশ তাদের উপরেও গুলি চালায়। এই ঘটনায় চার জনের মৃত্যু হয়। পরিস্থিতি আরও বিগড়ে যাওয়ায় সরকার মিলিটারি নামায়। চাপের মুখে নতি স্বীকার করে মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা উচিত—এই মর্মে কন্সটিটুয়েন্ট অ্যাসেমব্লিতে একটি মোশন আনেন। মোশনটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এই প্রথম বহু মুসলমান ধর্মাবলম্বী সদস্য হিন্দু কংগ্রেস বিরোধীদের আনা সংশোধনীগুলির পক্ষে ভোট দেন। মুসলিম লিগে বিভাজন সম্পূর্ণ হয় যখন তাদের কিছু সদস্য নিজেদের জন্য স্পিকারের কাছে পৃথক ব্লকের দাবি জানান। আওয়ামি (মুসলিম) লিগ বিরোধী দলের তকমা পায়।
- ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ : একটি সম্পূর্ণ ও স্বতঃস্ফূর্ত সাধারণ ধর্মঘট পালিত। ফের সরকার দমন নীতি প্রয়োগ করে। প্রতিবাদে এপিসিএ ফেব্রুয়ারির ২৫ তারিখ ফের একটি সাধারণ ধর্মঘট পালন করার সিদ্ধান্ত নেয়। বরকতকে যেখানে গুলি করা হয় সেই জায়গায় মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররা পুলিশের গুলিতে নিহতদের 'চরম আত্মোৎসর্গ' স্মরণে রাতারাতি 'শহিদ মিনার' গড়ে ফেলে। পরে বাঙালিদের কাছে এই শহিদ মিনার হয়ে ওঠে ঐক্যের প্রতীক।❑

তথ্যসূত্র ও ঋণ স্বীকার :

www.anandabazar.com

সর্বজনীন বুনিয়াদি আয় (Universal Basic Income—UBI)

স্বাধীনতার সময় দারিদ্র্য ছিল মোটের উপর ৭০ শতাংশ; আর তেণ্ডুলকর কমিটির রিপোর্ট মোতাবেক ২০১১-'১২ সালে দারিদ্র্য দাঁড়িয়েছে প্রায় ২২ শতাংশ। তবে দারিদ্র্য হ্রাসের ক্ষেত্রে এই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটাতে সক্ষম হলেও আমরা যে প্রতিটি চক্ষু থেকে প্রতিটি অশ্রুবিন্দু মুছিয়ে দিতে এখনও পর্যন্ত অপারগ, তা নিয়ে কোনও দ্বিমত থাকার অবকাশ নেই।

সে কারণেই, ২০১৬-'১৭ অর্থবছরের ভারতীয় অর্থনৈতিক সমীক্ষায় দেশে দারিদ্র্য কমানোর উদ্দেশ্যে যে বহুবিধ সমাজ কল্যাণমূলক প্রকল্পপ চালু আছে তার এক বিকল্প হিসাবে সর্বজনীন বুনিয়াদি আয় (UBI)-এর ধারণার সপক্ষে সওয়াল করা হয়েছে। শুধুমাত্র দেশের নাগরিক হওয়ার দৌলতেই প্রত্যেকটি মানুষ নিজের প্রয়োজন মেটাতে এক ন্যূনতম বুনিয়াদি আয়ের হকদার—এটিই হল সর্বজনীন বুনিয়াদি আয় (UBI)-এর ধারণার ভিত্তি।

☐ **সর্বজনীন বুনিয়াদি আয় (UBI)-এর তিনটি দিক :**

- **সার্বজনিকতা :** এর প্রকৃতি সর্বজনীন; অর্থাৎ, প্রত্যেকে এর আওতায় আসবেন।
- **শর্তহীনতা :** সুফল প্রাপকদের হাতে নগদ অর্থ পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টির সাথে কোনও পূর্বশর্ত জড়িত থাকবে না।
- **কর্তৃত্ব :** তাদের প্রতি অভিভাবকসুলভ আচরণের গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গি বদলে ফেলে গরিব মানুষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতাকে সম্মান করা হবে।

☐ **সর্বজনীন বুনিয়াদি আয় (UBI)-এর সপক্ষে যুক্তি :**

- **সামাজিক ন্যায় :** সব মানুষই এই একটা ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেছেন কোনও সমাজই গড়েপিটে উঠতে বা টিকে থাকতে পারে না যদি না সমাজের প্রতিটি সদস্যকে সেই সমাজে অন্তত একটা স্থান দেওয়া হয়।
- **দারিদ্র্য হ্রাস :** দারিদ্র্যের আনুষঙ্গিক খাতে টাকা-পয়সা ঢালার পরিবর্তে এক সঠিকভাবে ক্রিয়াশীল আর্থিক ব্যবস্থার গোড়াপত্তন করে সর্বজনীন বুনিয়াদি আয় সহজেই গরিবি কমানোর ক্ষেত্রে দ্রুততম সুফলদায়ী পন্থা হয়ে উঠতে পারে।
- **কর্মসংস্থান :** চলতি সময়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা ক্রমশ বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে জীবনযাত্রার এক ন্যূনতম মান বজায় রাখার নিশ্চয়তা দিতে সর্বজনীন বুনিয়াদি আয় সমাজের দায়বদ্ধতাকেই স্বীকার করে নিচ্ছে। UBI-এর প্রেক্ষিতে শ্রমের বাজারে নিজের দর বুঝে নেওয়ার মতো জায়গায় থাকবে মানুষ। কোনও রকম শর্ত সাপেক্ষে কাজ করতে একেবারেই বাধ্য হতে হবে না তাকে। শ্রমিকদের শোষণ কমবে এর ফলে।
- **কর্তৃত্ব :** ভারতে গরিব মানুষজনকে সরকারের নীতির লক্ষ্য হিসাবে দেখা হয়। আমাদের বর্তমান সমাজকল্যাণ ব্যবস্থার কাঠামোটাই এমন। উদ্দেশ্য হয়তো সাধু, তাও গরিব মানুষ এমন কি নিজেদের জীবনে প্রাসঙ্গিক অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতেও অপারগ, এমন এক প্রচলিত ধ্যানধারণার বশবর্তী হয়ে তাদের মর্যাদাহানি করে আসা হচ্ছে গোড়া থেকেই। কোনও শর্ত ছাড়াই তাদের হাতে নগদ টাকা পৌঁছে দেওয়া হলে তারাই হবেন কর্তা (Agent), সরকারের উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যবস্তু (Subject) নন।
- **বাস্তবিকপক্ষে উপযোগী :** যে পরিবেশ-পরিস্থিতির শিকার হয়ে মানুষ গরিবির ফাঁদে জীবন কাটাতে বাধ্য হন, তার পিছনে বিবিধ কার্যকারণ রয়েছে। যে ঝুঁকি তথা ঘাত-প্রতিঘাতের সম্মুখীন হন জীবনের প্রতি পদে, তার প্রকরণও ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু এর মধ্যে কোন ঝুঁকিগুলি লাঘব করা উচিত, তা চিহ্নিত করা তথা অগ্রাধিকার কীভাবে স্থির করা হবে তা ঠিক করার সেরা অবস্থানে রাষ্ট্র এখনও উন্নীত হতে পারেনি। UBI-তে পরিবারের বদলে সুবিধা প্রাপক হিসাবে ব্যক্তিবিশেষকে একক ধরা হয়েছে। এর ফলে কর্তৃত্বের পরিসর বাড়বে, বিশেষ করে পরিবারের মধ্যে মহিলাদের।
- **প্রশাসনিক কর্মদক্ষতা :** চালু কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি বেঠিক বণ্টন, অর্থের নয়ছয়, প্রকৃত গরিব মানুষদের আওতাভুক্ত না করা; এমনতরো বহু ফাঁকফোকরে জেরবার। জন-ধন, আধার এবং মোবাইল (JAM)—এই তিনটি জিনিস যখন প্রতিটি মানুষ গ্রহণ করবেন, সেটাই হবে প্রশাসনিকভাবে আরও দক্ষতার সঙ্গে মানুষকে তার প্রাপ্য হাতে তুলে দেওয়ার উপযুক্ত সময়।

☐ **সর্বজনীন বুনিয়াদি আয় (UBI)-এর বিষয়ে আপত্তির কারণ :**

মূলত তিনটি যুক্তি খাড়া করা হয় সর্বজনীন বুনিয়াদি আয় (UBI)-এর বিপক্ষে। এই আপত্তির কারণ এবং তার প্রত্যুত্তর প্রসঙ্গে আসা যাক।

➢ **প্রথমত, UBI কাজের উৎসাহ কমাবে।** এই যুক্তিটিই ব্যাপক অতিরঞ্জিত। তার অন্যতম কারণ হল, সর্বজনীন বুনিয়াদি আয়-এর পরিমাণ যে স্তরে রাখার ব্যাপারে চিন্তাভাবনা চলছে, তা ন্যূনতম। কাজেই তা কাজের উৎসাহ কমাতে আদৌ সক্ষম হবে না।

➢ **দ্বিতীয় উদ্বেগের জায়গাটি হল, কর্মসংস্থানের থেকে কি আয়কে আলাদা করা সম্ভব?** অর্থনীতির তত্ত্ব অনুযায়ী এর অকপট উত্তরটি হল, সমাজ ইতোমধ্যেই এই কাজটি সম্পন্ন করে ফেলেছে; তবে মূলত বিত্তশালী এবং সুবিধাভোগী শ্রেণির জন্য। কোনও

সমাজ যেখানে যে কোনও ধরনের উত্তরাধিকার তথা বিনা কাজের সূত্রে আয়-উপার্জনকে অনুমোদন করা হয়, তা ইতোমধ্যেই আয়ের থেকে কর্মসংস্থানকে পৃথক করে ফেলেছে।

➢ **মাথাব্যথার তৃতীয় কারণটি হল বিনিময় সম্পর্কিত।** সমাজ যখন ব্যক্তিবিশেষের হাতে সর্বজনীন বুনিয়াদি আয় তুলে দিচ্ছে, সমাজ তার কাছ থেকে বিনিময়ে কী পাচ্ছে? উত্তর হল, ব্যক্তিবিশেষ বাস্তবিক পক্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভিন্নভাবে সমাজে অবদান রাখেন। আদতে UBI বিনা পারিশ্রমিকের কাজের মাধ্যমে সমাজে যারা অবদান রাখছেন তাদের স্বীকৃতি দেওয়ার উপায় হয়ে উঠতে পারে। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায়, ঘর-গৃহস্থালির কাজে মহিলাদের জীবনপাতের এখনও কোনও আলাদা স্বীকৃতি মেলেনি, পারিশ্রমিক তো দূরের কথা।

☐ **চালু দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচিগুলির খামতি :**

➢ জেলা জুড়েই সম্পদের বেঠিক বণ্টন। তথ্য-পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে, দেশের দরিদ্রতম এলাকাগুলি প্রায়শই সরকারের তরফে দেওয়া সম্পদ-সাহায্যের ক্ষুদ্রতম অংশেরই নাগাল পাচ্ছে। তুলনায় স্বচ্ছল এলাকায় সিংহভাগ সম্পদের বিলিবণ্টন করা হচ্ছে।

➢ প্রকৃতই যাদের জন্য কর্মসূচি তারাই আওতার বাইরে রয়ে যাচ্ছেন।

➢ কর্মসূচি রূপায়ণ ব্যবস্থায় ফাঁকফোকর।

☐ **সর্বজনীন বুনিয়াদি আয় (UBI) কী ভাবে এসব সমস্যার মোকাবিলা করবে?**

● তত্ত্বগতভাবে, UBI রূপায়ণ ব্যবস্থার এইসব ফাঁকফোকর বোজাতে সক্ষম। কারণ, অর্থ সরাসরি প্রাপকের ব্যাংকের খাতায় জমা পড়বে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হাত থেকে ভেদাভেদ করার ক্ষমতা প্রায় পুরোপুরি সরিয়ে নেওয়ার দৌলতে অর্থের নয়ছয়ের সুযোগ উল্লেখযোগ্য হারে কমবে।

● সর্বজনীন হওয়ার দৌলতে প্রকৃতই গরিব মানুষরা বাদ পড়ার মতো ত্রুটিবিচ্যুতি চালু লক্ষ্য-নির্দিষ্ট প্রকল্পগুলির তুলনায় UBI-এর ক্ষেত্রে যৎসামান্য।

● ঝুঁকির সাপেক্ষে অনেকটা বিমার মতো কাজ করবে UBI; গরিব মানুষকে মানসিক বলভরসা জোগাবে।

☐ **এক সফল সর্বজনীন বুনিয়াদি আয় (UBI)-এর দুই পূর্বশর্ত :**

➢ ক্রিয়াশীল JAM (জন-ধন, আধার এবং মোবাইল) ব্যবস্থা। কারণ, এর ফলে নগদ অর্থ সরাসরি প্রাপকের ব্যাংকের খাতায় জমা করার বিষয়টি সুনিশ্চিত হবে। ভারতে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বয়ঃপ্রাপ্ত মানুষের নিজস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নেই। কাজেই এরা আওতার বাইরে থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা। মহিলা, তপশিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষজন, বয়স্ক এবং অশক্ত মানুষ—এদেরকে এই যোজনায় সামিল করাটা বিশেষ জরুরি।

➢ এক মৌলিক যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রশ্ন হল, সর্বজনীন বুনিয়াদি আয়ের জন্য তহবিলের সংস্থান করতে কেন্দ্র-রাজ্য উভয়েরই অংশভাক জরুরি। কাজেই এ ব্যাপারে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে বোঝাপড়া এক গুরুত্বপূর্ণ দিক।

শুধুমাত্র নাগরিক হওয়ার দৌলতেই দেশের প্রতিটি মানুষ এক ন্যূনতম বুনিয়াদি আয়ের হকদার

☐ **UBI রূপায়ণের আর্থিক খরচ :**

দারিদ্র্য ০.৫ শতাংশ পর্যন্ত কমাতে সক্ষম এমন এক UBI চালু করতে খরচ হবে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৪ থেকে ৫ শতাংশ। মনে রাখতে হবে সর্বোচ্চ ২৫ শতাংশ আয়ের শ্রেণিতে থাকারা এতে অংশ নিচ্ছে না। অন্যদিকে, মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষজন যে ভরতুকি পেয়ে থাকেন তথা খাদ্য, পেট্রলিয়াম ও সারের খাতে যে ভরতুকি দেওয়া হয়, তার মূল্য GDP-র প্রায় ৩ শতাংশ।

অর্থনৈতিক সমীক্ষায় এই বলে ইতি টানা হয়েছে, সর্বজনীন বুনিয়াদি আয়ের ধারণা এক শক্তিশালী হাতিয়ার। এখনও হয়তো তা রূপায়ণের উপযুক্ত সময় আসেনি, কিন্তু এ নিয়ে গুরুত্ব-সহকারে আলোচনার সময় উপস্থিত। মহাত্মা গান্ধী সারা জীবন ধরে যে স্বপ্নকে বয়ে বেড়িয়েছেন, সারা জীবন ধরে যে জন্য লড়াই চালিয়ে গেছেন, সর্বজনীন বুনিয়াদি আয় হয়তো সেই স্বপ্ন পূরণে সাহায্য করবে।❑

সংকলক : ভাটিকা চন্দ্রা

যোজনা ডায়েরি

(২১ জানুয়ারি—২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭)

আন্তর্জাতিক

● **পাকিস্তানের প্রথম প্রমীলা বিদেশসচিব হচ্ছেন তেহমিনা জানুজা :**

এবার প্রথম মহিলা বিদেশসচিব পেতে চলেছে পাকিস্তান। তেহমিনা জানুজা বর্তমানে রাষ্ট্রপুঞ্জে পাকিস্তানের প্রতিনিধি। মার্চ মাস থেকে তিনি বিদেশসচিব পদে যোগ দেবেন। ভারতে নিযুক্ত পাক হাইকমিশনার আব্দুল বাসিত ওই পদে আসতে পারেন বলে পাকিস্তানের সংবাদ মাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাক সরকার ওই সিদ্ধান্ত নেয়নি। বাসিতকে দিল্লি থেকে সরিয়ে নেওয়া হতে পারে বলেই খবর।

● **আইএস দমনে যুদ্ধের প্রস্তুতি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের :**

আগেই মুসলিম-অধ্যুষিত সাতটি দেশের শরণার্থী এবং অভিবাসীদের আমেরিকায় প্রবেশের ক্ষেত্রে নয়া নির্দেশিকা জারি করেছিল মার্কিন প্রশাসন। তখন সিরিয়া, ইরাক, ইরান, লিবিয়া, সোমালিয়া, সুদান এবং ইয়েমেনের মতো সাতটি মুসলিম-অধ্যুষিত দেশের নাগরিকদের ৯০ দিন আমেরিকায় ঢুকতে দেওয়া হবে না বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। পাশাপাশি ওই নির্দেশে বলা হয়, সিরিয়ার নাগরিকদের ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে অনির্দিষ্টকাল।

কাজেই বলা যেতে পারে, শরণার্থীদের মুখের উপরে আমেরিকার দরজাটাই আপাতত বন্ধ করে দিলেন ডোনাল্ড ট্র্যাম্প। আর তার পরেই পড়লেন ঘরে-বাইরে অসন্তোষের মুখে। কারণ, খাতায়-কলমে শরণার্থীদের কথা বললেও মার্কিন প্রেসিডেন্ট আসলে মুসলিমদেরই দূরে ঠেলার বন্দোবস্ত করলেন বলে মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল।

বেআইনি অভিবাসী রুখতে মেক্সিকো সীমান্তে দেওয়াল তোলারও নির্দেশ ট্রাম্প দিয়েছেন। পেন্টাগনে আরও এক প্রস্ত প্রশাসনিক নির্দেশে সই করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। যার নির্যাস—(১) আপাতত আগামী চার মাস আমেরিকায় শরণার্থী ঢোকা বন্ধ। (২) সিরিয়া, ইরাক, ইরান, লিবিয়া, সোমালিয়া, সুদান এবং ইয়েমেনের মতো সাতটি মুসলিম-অধ্যুষিত দেশের নাগরিকদের আগামী ৯০ দিন আমেরিকায় ঢুকতে দেওয়া হবে না। (৩) সিরিয়ার নাগরিকদের ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে অনির্দিষ্টকাল।

● **বন্ধুত্বের খতিয়ানে বেসুরো সেই তিস্তা বৃত্তান্ত :**

বিদ্যুৎ, রাস্তা, রেল-বন্দর, এলপিজি টার্মিনাল, বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে চটের বস্তা—দানের তালিকা নয়। কিন্তু তাতেও মন ভার গ্রহীতার। জল চাই তার জল—তিস্তার জল।

গত ২৩-২৪ জানুয়ারি দিল্লিতে ভারত-বাংলাদেশ বহুমাত্রিক সহযোগিতা নিয়ে আলোচনার মূল নির্যাস এটাই। বিদেশ মন্ত্রক, পেট্রলিয়াম মন্ত্রক এবং কলকাতার ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল স্টাডিজ (আইএসসিএস)-এর উদ্যোগে এই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন দু' দেশের চার মন্ত্রী। আলোচনায় অংশ নেন দু' দেশের বেশ কয়েক জন কূটনীতিকও।

ঢাকার সঙ্গে সম্পর্ক চাঙ্গা রাখতে ভারতের তৎপরতার কথা আলোচনার শুরুতেই জানিয়ে দেন বিদেশ মন্ত্রকের যুগ্মসচিব শ্রীপ্রিয়া রঙ্গনাথন। বলেন, "২০১৫ সালে ৭.৫৩ লক্ষ বাংলাদেশিকে ভিসা দেওয়া হয়েছিল, ২০১৬ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৯.৬ লক্ষ। এতেই স্পষ্ট আদানপ্রদান আজ কতটা নিবিড়।" কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রী স্মৃতি ইরানির কথায়, "সংস্কৃতি তো এক। জামদানি দু' দেশেই তৈরি হয়। জামদানির সূত্রেও তো বাঁধা পড়তে পারে দু' দেশ।" সেই সূত্রেই এসেছে চট্টগ্রাম বন্দরে এলপিজি টার্মিনাল, রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, গ্যাস পাইপলাইন তৈরির বিষয়ও। পেট্রলিয়াম মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেন ভারত-রাশিয়া গ্যাস পাইপলাইন তৈরি হলে তা মায়ানমার-বাংলাদেশের মধ্যে দিয়েও আনা হতে পারে। সে ক্ষেত্রে গ্যাস তো পাবেই, ট্রানজিট দিয়ে বহু রাজস্ব আদায় করতে পারবে বাংলাদেশ।

● **পরমাণু-সন্ত্রাস রোখার মঞ্চেও নিশানায় পাক :**

এক দিকে পাকিস্তানকে পাশে বসিয়ে পরমাণু সন্ত্রাসবাদ-সহ আন্তর্জাতিক জঙ্গি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কড়া বার্তা দেওয়া। অন্য দিকে পরমাণু সরবরাহকারী গোষ্ঠীতে (এনএসজি) অন্তর্ভুক্তির জন্য নিজেদের স্বচ্ছ রেকর্ডকে গোটা বিশ্বের সামনে তুলে ধরা। সম্প্রতি পরমাণু সন্ত্রাসবাদ রুখতে ৮৬-টি দেশের সম্মেলনের প্রথম দিনই এই দু'টি বার্তা দিয়ে শুরু করে ভারত। বিদেশসচিব এস. জয়শঙ্কর পরমাণু সন্ত্রাসবাদ নিয়ে বলতে

উঠে সার্বিক সন্ত্রাসবাদকেও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসেন। তির অবশ্যই পাকিস্তানের দিকে। তাঁর কথায়, "গত কয়েক দশক ধরে এটাই বার বার প্রমাণ হচ্ছে যে সন্ত্রাসবাদ আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার সামনে সবচেয়ে মারাত্মক চ্যালেঞ্জ। পরমাণু প্রযুক্তি কোনও রাষ্ট্রের আচরণ বদলে দিতে পারে। তাহলে তা হাতে পেলে জঙ্গিদের মনোভাবও পুরোপুরি বদলে যেতে বাধ্য।" পাকিস্তানের পরমাণু অস্ত্র ভাণ্ডার যে সে দেশের মদতপ্রাপ্ত জঙ্গি সংগঠনগুলির কব্জায় আসতে পারে তা নিয়ে আন্তর্জাতিক মঞ্চে দীর্ঘ দিন অভিযোগ জানিয়ে আসছে ভারত।

শুধু ভারতই নয়, এ ব্যাপারে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, পূর্ব ইউরোপের কিছু দেশকেও পাশে পেয়েছে নয়াদিল্লি। এই সম্মেলনের সুযোগ নিয়ে সেই আশঙ্কাকে ফের বিশদে পেশ করেছেন জয়শঙ্কর। বলেছেন, "পরমাণু নিরাপত্তার বিষয়টি ক্রমশ আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। জঙ্গিরা যাতে পরমাণু অস্ত্রে হাত না দিতে পারে সে জন্য গোটা বিশ্বকে একজোট হয়ে কাজ করতে হবে।" ভালো এবং খারাপ জঙ্গির পশ্চিমী তত্ত্বকেও ফের একবার খারিজ করে দিয়েছেন বিদেশসচিব। যে মঞ্চে সদস্যদের মধ্যে পাকিস্তানও রয়েছে, সেখানে এমন বার্তা দেওয়া তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মত কূটনীতিকদের।

পরমাণু অস্ত্র তথা প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ভারতের স্বচ্ছ রেকর্ড নিয়েও সম্মেলনে ফের একবার সওয়াল করেছেন বিদেশসচিব। পরমাণু সরবরাহকারী সংস্থার (এনএসজি) সদস্য হওয়ার জন্য লাগাতার দৌত্য করে আসছে নয়াদিল্লি। কিন্তু বাদ সাধছে চিন। বেজিং-এর দাবি, পরমাণু অস্ত্র প্রসার রোধ চুক্তিতে (এনপিটি), স্বাক্ষরকারী নয় এমন দেশকে এনএসজি-র সদস্য করা এনএসজি-র নিয়মের বিরোধী। এই পদক্ষেপ করতে হলে এনএসজি-তে ঐকমত্য প্রয়োজন। এই মঞ্চকেও তাই এনএসজি-কূটনীতির কাজে লাগিয়েছে দিল্লি। বিদেশসচিবের কথায়, "পরমাণু অস্ত্রপ্রসার রোধে ভারতের ভূমিকার কথা সকলেই জানেন। এ নিয়ে আমাদের অবস্থান সব সময়েই স্পষ্ট।"

● **ব্রেক্সিটের জন্য ব্রিটিশ সরকারের দরকার পার্লামেন্টের সম্মতি :**

সরকার নয়, যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টকেই ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে দেশটির বেরিয়ে যাওয়ার (ব্রেক্সিট) সিদ্ধান্ত কার্যকরের বিষয়টি অনুমোদন করতে হবে। গত নভেম্বরে দেওয়া যুক্তরাজ্যের হাইকোর্টের এ রায় বহাল রাখল দেশটির সুপ্রিম কোর্ট।

যুক্তরাজ্যের সর্বোচ্চ আদালত সরকারের করা আপিল নাকচ করে সম্প্রতি বলেছে, সরকার নির্বাহী ক্ষমতার দোহাই দিয়ে এককভাবে ব্রেক্সিট কার্যকরের সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ আইন প্রণেতার (এমপি) সম্মতি পেলেই কেবল সরকার ইইউ ত্যাগ করতে অনুচ্ছেদ ৫০ আর্টিকেল ফিফটি) সক্রিয় করতে পারবে।

যুক্তরাজ্যের জনগণ গত বছরের ২৩ জুন অনুষ্ঠিত গণভোটে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার পক্ষে রায় দেয়। ইইউ ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হলে যুক্তরাজ্যকে ২০০৯ সালে প্রণীত লিসবন চুক্তির আর্টিকেল ফিফটির আওতায় আনুষ্ঠানিকভাবে আবেদন করতে হবে। ওই আবেদনের দুই বছরের মধ্যে ইইউ-এর সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ইইউ-এর সদস্যপদ ছেড়ে যুক্তরাজ্যের বিচ্ছিন্ন হওয়ার বিষয়টিই 'ব্রেক্সিট' নামে পরিচিতি পায়, যা 'ব্রিটেনের এক্সিট'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে আগামী মে মাসের মধ্যে ব্রেক্সিট প্রক্রিয়া শুরু করার কথা ঘোষণা করেছেন। কিন্তু তার সরকার ব্রেক্সিট প্রক্রিয়া নিয়ে পার্লামেন্টে আলোচনা করতে অস্বীকৃতি জানায়। সরকার দাবি করে, বিদ্যমান ক্ষমতাবলে মন্ত্রী পরিষদই আর্টিকেল ফিফটি সক্রিয় করবে এবং ইইউ-এর সঙ্গে ব্রেক্সিট-পরবর্তী সম্পর্কের শর্ত নির্ধারণ করবে। কিন্তু বিরোধী দল-সহ ইইউ পন্থী এমপি-দের মত, দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই সিদ্ধান্তটি পার্লামেন্টের মাধ্যমেই নিতে হবে। বিষয়টি আদালতে গড়ালে হাইকোর্ট সরকারের অবস্থানের বিপক্ষে রায় দেন। ওই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করে সরকার। বিষয়টির সাংবিধানিক গুরুত্ব ও রাজনৈতিক স্পর্শকাতরতার দিকটি বিবেচনা করে সুপ্রিম কোর্ট ১১ জন শীর্ষ বিচারকের সমন্বয়ে বেঞ্চ গঠন করে, যা যুক্তরাজ্যে নজিরবিহীন ঘটনা। গত ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে চার দিনব্যাপী শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। আপিলের রায়ে আটজন বিচারক হাইকোর্টের রায় বহাল রাখার পক্ষে মত দিয়েছেন।

এ রায়ে সরকারের জন্য স্বস্তির বিষয় হল, ব্রেক্সিট কার্যকরের জন্য দেশটির তিনটি প্রদেশ—স্কটল্যান্ড, ওয়েলস ও নর্দান আয়ারল্যান্ডের সরকারের অনুমোদন লাগবে না বলে জানিয়েছেন শীর্ষ আদালত। এ রায়ের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় স্কটল্যান্ডের ফার্স্ট মিনিস্টার নিকোলা স্টার্জন আবার স্বাধীনতার জন্য গণভোটের দরকার হতে পারে বলে অভিমত দিয়েছেন।

● **হিন্দু বিবাহ বিল পাস হল পাক সংসদে :**

পাক সংসদের উচ্চকক্ষ সেনেটে সম্প্রতি সর্বসম্মতিতেই পাস হয়ে গেল বহু প্রতীক্ষিত হিন্দু বিবাহ বিল। এবার ওই আইন মোতাবেকই সংখ্যালঘু হিন্দুদের বিয়ে হবে পাকিস্তানে। ওই বিল পাসের মাধ্যমে পাকিস্তানে সংখ্যালঘু হিন্দুদের অধিকার এই প্রথম আইনের স্বীকৃতি পেল। বিলটি ২০১৫ সালের ২৬ সেপ্টেম্বরেই পাক সংসদের নিম্নকক্ষ ন্যাশনাল অ্যাসেমব্লিতে পাস হয়ে গিয়েছিল। এবার তা পাস হয়ে গেল উচ্চকক্ষ সেনেটেও। বিলটি পাসের দিন তা সেনেটে আনেন পাকিস্তানের আইন মন্ত্রী জাহিদ হামিদ। বিলটি আইন হওয়ার জন্য এখন লাগবে শুধুই রাষ্ট্রপতির একটি প্রথা মাফিক স্বাক্ষর।

এবার ওই আইন মেনেই পাকিস্তানে বসবাসকারী হিন্দুদের বিয়ে, বিয়ের রেজিস্ট্রেশন, বিবাহ-বিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহ হবে। ওই আইন অনুযায়ী পাকিস্তানে থাকা হিন্দু পুরুষ ও মহিলারা ১৮ বছর বয়সে পৌঁছেই বিয়ে করতে পারবেন। ওই আইনের সুবিধা পাবেন পাঞ্জাব, বালুচিস্তান ও খাইবার-পাখতুনখোয়া প্রদেশে বসবাস করা হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষজনও। সিন্ধুপ্রদেশে ইতোমধ্যেই লাগু হয়েছে হিন্দু বিবাহ আইন। এই আইন অনুযায়ী, বিধবা হওয়ার ৬ মাস পরেই

পুনর্বিবাহ করা যাবে। হিন্দু সম্প্রদায় ছাড়া অন্যদের ক্ষেত্রে পুরুষদের বিবাহের ন্যূনতম বয়স ১৮ থাকলেও মহিলাদের সেই বয়স ১৬ বছর।

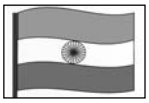

জাতীয়

● **দ্বিতীয় গ্রাম দত্তক নিলেন সচিন :**

আবারও একটি নতুন গ্রামকে দত্তক নিলেন সচিন তেণ্ডুলকর। অন্ধ্রপ্রদেশের পুট্টামরাজু কানদ্রিগা গ্রামকে দত্তক নিয়েছিলেন আগেই। তার পর অনেক কিছুই বদলেছে সেই গ্রামের। এবার নিলেন মহারাষ্ট্রের ওসমানাবাদের দোনজা গ্রামকে। সংসদ আদর্শ গ্রাম যোজনার অন্তর্গত এই প্রকল্পের অধীনে গ্রামটি দত্তক নিলেন তিনি। তার এমপি কোটার লোকাল এরিয়া ডেভেলপমেন্ট ফান্ড থেকে এই গ্রামের উন্নতিতে চার কোটি টাকার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এই টাকা গ্রামের স্কুল বাড়ি, জলের ব্যবস্থা, পাকা রাস্তা, নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতিতে কাজে লাগনো হবে। সচিন দত্তক নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যাবতীয় সব পরিকল্পনা সারা হয়ে গিয়েছে। স্থানীয় জেলা পরিষদের নির্বাচনের পরেই শুরু হবে কাজ।

দোনজাকে সচিন তার দ্বিতীয় দত্তক গ্রাম হিসেবে ঘোষণা করেছেন। গ্রামের উন্নতিতে আগেও সেখানকার মহিলাদের কাজে লাগানোর কথা বলেছিলেন সচিন। এবারও তার অন্যথা হয়নি। গত কয়েক বছর ধরে মহারাষ্ট্র জুড়েই জল সংকট দেখা দিয়েছে। যে কারণে গত বছরের আইপিএল-এর খেলাও মুম্বই-পুণেতে করা সম্ভব হয়নি। এই গ্রামও তার ব্যতিক্রম নয়। সবার আগে সচিনের লক্ষ্য গ্রামের জল সমস্যা মেটানো।

● **তামিলনাড়ুর নতুন মুখ্যমন্ত্রী এদাপাদ্দি পালানিস্বামী :**

তামিলনাড়ুর নতুন মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন এদাপাদ্দি পালানিস্বামী। প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতার জায়গায় শেষপর্যন্ত উত্তরাধিকারের মশালটা তার ঘনিষ্ঠ পনিরসিলভম বা শশীকলা নয় হাতে পেলেন পালানিস্বামীই। সম্প্রতি শপথও নিয়ে ফেলেছেন তিনি। দক্ষিণ ভারতের এই রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতা মারা যাওয়ার পর তার দলের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন শশিকলা। কিন্তু দুর্নীতির দায়ে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় বর্তমানে এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারছেন না তিনি। তার চার বছর কারাবাসের আদেশ হয়েছে। তাই শশিকলা তার পরিবর্তে পালানিস্বামীকে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের অনুমতি দিয়েছেন দলের তরফে।

যদিও পালানিস্বামীকে তামিলনাড়ু বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রমাণ দিতে হয়। ১৮ ফেব্রুয়ারি, তামিলনাড়ু বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভোটাভুটিতে পালানিস্বামীর ঝুলিতেই সিংহভাগ ভোট পড়েছে। শশীকলা শিবিরের ১২২ জন পালানিস্বামির পক্ষেই ভোট দিয়েছেন। 'বিদ্রোহী' পনিরসেলভমের ঝুলিতে গিয়েছে মাত্র ১১-টি ভোট।

● **আরবসাগরে বৃহত্তম মহড়া, ব্রহ্মসের গর্জন, স্পষ্ট বার্তা চিনকে :**

নিউক্লিয়ার অ্যাটাক সাবমেরিন, ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্র এবং এয়ারক্র্যাফ্‌ট ক্যারিয়ার নিয়ে এ যাবৎকালের বৃহত্তম সামরিক মহড়ায় অংশ নিল ভারতীয় নৌসেনা। আরবসাগরের বুকে ভারতীয় নৌসেনা যে বিপুল শক্তি প্রদর্শন করল তা আগে কখনও হয়নি। 'ট্রপেক্স-২০১৭' নামে এই মহড়া শুরু হয়েছিল গত ২৪ জানুয়ারি। ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহেও ত চলেছে। 'শত্রু সাবমেরিন'-কে যে কোনও মুহূর্তে ধ্বংস করতে ভারত কতটা প্রস্তুত, তা খতিয়ে দেখা এই মহড়ার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

শত্রু সাবমেরিন বলতে যে চিনা সাবমেরিনের কথাই বলা হচ্ছে, সে বিষয়ে প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা নিশ্চিত। ভারত মহাসাগরের বিভিন্ন অঞ্চলে চিনা সাবমেরিনের আনাগোনা সাম্প্রতিককালে খুব বেড়ে গিয়েছে। কখনও আন্দামানের কাছে, কখনও বঙ্গোপসাগরের অন্য কোনও প্রান্তে, কখনও আরবসাগরে লুকিয়ে হানা দিচ্ছে চিনা সাবমেরিনগুলি। ভারতীয় জল সীমার খুব কাছে পাকিস্তানের করাচি বন্দর থেকেও যে চিনা সাবমেরিন ঘুরে এসেছে, উপগ্রহ চিত্রে তা ধরা পড়েছে। চিন পাকিস্তানকে নিউক্লিয়ার অ্যাটাক সাবমেরিন লিজ দিতে পারে বলেও শোনা যাচ্ছে।

অ্যান্টি-সাবমেরিন ওয়ারফেয়ার বা সাবমেরিন বিধ্বংসী কৌশলে ভারতীয় নৌসেনা কতটা দক্ষ, তার বিশদ প্রদর্শনী হয়েছে গোয়া উপকূল থেকে ২০০ কিলোমিটার দূরে আয়োজিত এই মহড়ায়। কামোরতা ক্লাসের অ্যান্টি সাবমেরিন ফ্রিগেট অংশ নিয়েছিল 'ট্রপেক্স-২০১৭'-তে। অংশ নিয়েছিল কলকাতা ক্লাসের গাইডেড মিসাইল ডেস্ট্রয়ারও। পৃথিবীর অন্যতম সেরা ক্রুজ মিসাইল হিসেবে বিবেচিত ব্রহ্মসকে এই মহড়ায় ব্যবহার করা হয়েছে। গাইডেড মিসাইল ডেস্ট্রয়ার থেকে ব্রহ্মস এবং অন্যান্য ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়ে লক্ষ্যবস্তুকে নিশ্চিহ্ন করার প্রতিটি মহড়ায় ভারতীয় নৌসেনা অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে বলে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক-এর বক্তব্য।

মহড়া অবশ্য শুধু জলে সীমাবদ্ধ ছিল না। আকাশপথেও যে আক্রমণ আসতে পারে এবং নৌসেনা যে তার মোকাবিলাতেও প্রস্তুত, মহড়ায় তারও প্রমাণ দেওয়া হয়েছে। পুণের লোহেগাঁও বিমানঘাঁটি থেকে ভারতীয় বায়ুসেনার সুখোই-৩০ যুদ্ধবিমানগুলি উড়ে গিয়েছে গোয়া উপকূলের দিকে। মহড়ায় এই সুখোই ফাইটারগুলি শত্রুপক্ষের বিমানের ভূমিকা পালন করেছে। তাদের লক্ষ্য ছিল নৌসেনার রণতরীতে আঘাত হানা। কিন্তু ভারতীয় নৌসেনার মিগ-২৯কে ফাইটারগুলির দায়িত্ব ছিল সুখোই-৩০ ফাইটারের ঝাঁককে রুখে দেওয়া। রাডারে সুখোই হানার সঙ্কেত মিলতেই এয়ারক্র্যাফ্‌ট ক্যারিয়ার আইএনএস বিক্রমাদিত্যের ডেক থেকে গর্জন করে আকাশে উড়তে শুরু করে মিগ-২৯কে ফাইটারগুলি। মাঝ আকাশে পরস্পরের মুখোমুখি হয় মিগ এবং সুখোই। ভারতীয় রণতরীগুলিকে প্রতিপক্ষের বিমানহানা থেকে রক্ষার কাজে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের পরিচয় দেয় নৌসেনা।

ভারতের নিউক্লিয়ার অ্যাটাক সাবমেরিন আইএনএস চক্রও বিধ্বংসী হামলা চালিয়েছে মহড়ায়। ভারতীয় সাবমেরিনগুলিই প্রতিপক্ষ সাবমেরিনের ভূমিকা পালন করছিল। মহড়ায় আইএনএস চক্র যে তীব্র গতি এবং অসামান্য কৌশলের ছাপ রেখেছে, তা চিনকে চিন্তায় রাখার পক্ষে যথেষ্ট বলে নৌসেনার দাবি।

নৌসেনার হাতে থাকা আইএল-৩৮ এসডি মেরিটাইম রিকনেসাঁ এয়ারক্র্যাফ্টও অংশ নিয়েছিল মহড়ায়। আকাশ থেকে অ্যান্টি-শিপ মিসাইল কেএইচ-৩৫ ছুঁড়ে প্রতিপক্ষ জাহাজকে আরবসাগরে ডুবিয়ে দিয়েছে আইএল-৩৮ এসডি।

● **রাজ্যপালের সায়, তিন বছর পর ফের জাল্লিকাট্টু তামিলনাড়ুতে :**

তিন বছর নিষিদ্ধ থাকার পরে তামিলনাড়ুতে ফের চালু হল জনপ্রিয় জাল্লিকাট্টু, ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই করে তাকে বাগে আনার প্রাচীন খেলা। গত ২১ জানুয়ারি রাজ্যের খসড়া অধ্যাদেশে স্বাক্ষর করেন রাজ্যপাল বিদ্যাসাগর রাও। এই অধ্যাদেশের ফলে ২২ জানুয়ারি থেকে ছয় মাসের জন্য এই খেলাটি চালু থাকতে পারবে। উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে এথিক্যাল ট্রিটমেন্ট ফর অ্যানিম্যালস, পেটা-র একটি আবেদনের ভিত্তিতে তামিলনাড়ুতে নিষিদ্ধ হয় জাল্লিকাট্টু। মূলত বিপদজনক বলে ও পশু নির্যাতনের অভিযোগে বন্ধ হয়েছিল জাল্লিকাট্টু। ওই বাতিলের আবেদন পুনর্বিবেচনার আর্জি জানায় রাজ্য সরকার। তাও বাতিল করে দেয় আদালত। ভবিষ্যতে সেই অভিযোগ যাতে না ওঠে, তার জন্য রাজ্য সরকার এই খেলা নিয়ে কিছু কড়া বিধিনিষেধ ঘোষণা করেছে। সিসি টিভি, পশু চিকিৎসক ও অফিসারদের নজরদারই যেগুলির মধ্যে অন্যতম। এছাড়া ষাঁড়ের পাশে থাকতে হবে মালিককে। কুজ ধরে ঝুলে ১৫ মিটারের বেশি যাওয়া যাবে না। ষাঁড় ছোটাতে টানা যাবে না ল্যাজও। বেশ কিছুদিন ধরেই জাল্লিকাট্টু নিয়ে গোটা তামিলনাড়ুতে তুমুল বিক্ষোভ চলছে। রেল অবরোধও করা হয়। চেন্নাই-এর মেরিনা বিচে ধরনা দেয় হাজার হাজার মানুষ। আন্দোলনকারীদের পাশে দাঁড়ান রজনীকান্ত, রহমান, কমল হাসানের মতো ব্যক্তিত্বও।

● **এবার কর্ণাটকে দৌড়বে মোষ, ছাড়পত্র পেল কাম্বালা :**

জাল্লিকাট্টুর পর এবার ছাড়পত্র পেল কাম্বালাও। সম্প্রতি কর্ণাটক বিধানসভায় প্রাণীদের উপর নিষ্ঠুরতা প্রতিরোধের একটি নতুন বিল পাস হল। প্রিভেনশন অফ ক্রুয়েলটি টু অ্যানিমেল বিল, ২০১৭ নামে বিলটিতে ছাড় দেওয়া হয়েছে কর্ণাটকের এই ঐতিহ্যবাহী উৎসবকে।

গত বছর কাম্বালা উৎসবের উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করে কর্ণাটক হাইকোর্ট। অনেকটা জাল্লিকাট্টুর মতো কাম্বালা উৎসবের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে মোষ। নভেম্বর আর মার্চ মাসে শস্যক্ষেতের ভিতর দিয়ে মোষকে দৌড় করার সময় তাদের উপরে নির্মম অত্যাচার করা হয় বলে এই উৎসব বন্ধ করার জন্য আদালতে আবেদন জানিয়েছিল পেটা। সেই মামলাতেই গত বছরের ডিসেম্বরে এই রায় দিয়েছিল আদালত। তখন থেকেই কাম্বালা কমিটির প্রতিবাদ চলছিল। কিন্তু সম্প্রতি তামিলনাড়ুর জাল্লিকাট্টুর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা ওঠার পরেই সেই প্রতিবাদ, আন্দোলন আরও বেড়ে যায়। তার পরই কাম্বালার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়।

● **ভারতের নৌবাহিনীর প্রথম পরিবেশ বান্ধব নিরীক্ষণ জাহাজ :**

ভারতীয় নৌবাহিনীর জরিপ জাহাজ INS Sarvekshak, কোচি সাউদার্ন নৌ কমান্ড-এ ভিত্তি বোর্ডে একটি সৌরশক্তি সিস্টেম দ্বারা চালিত পরিবেশ বান্ধব প্রথম নৌ জাহাজ। এই জাহাজে একটি উদ্বাবনী ক্ষমতাসম্পন্ন রক্ষণাবেক্ষণহীন সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থার ব্যবহার করা হয়েছে যেটি থেকে প্রায় 5.4KW বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে। ফলে জাহাজের ঐতিহ্যগত 4.4KW ডিজেল চালিত আপৎকালীন আলটার্নেটর প্রতিস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে।

● **ইন্টারসেপ্টর মিসাইলের পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ করল ভারত :**

'স্টার ওয়র্স'-এর ধরনে হানাদার ব্যালিস্টিক মিসাইলকে ভোঁতা করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে, এমন একটি ইন্টারসেপ্টর মিসাইল পরীক্ষামূলকভাবে উৎক্ষেপণ করল ভারত। এর ফলে দ্বিস্তরীয় ব্যালিস্টিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরও জোরদার হবে ভারতের। ওড়িশার হুইলার আইল্যান্ড বা আবদুল কালাম আইল্যান্ড থেকে উৎক্ষেপণ করা হয় ওই ইন্টারসেপ্টর মিসাইলটিকে।

দেশের প্রতিরক্ষা গবেষণা উন্নয়ন সংস্থা (ডিআরডিও)-র এক পদস্থ কর্তা সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন, যে 'পৃথ্বী ডিফেন্স ভেহিক্যালস' (পিডিভি)-কে পাঠানো হবে পৃথিবীর ৫০ কিলোমিটার ওপরের বায়ুমণ্ডলে, ওই ইন্টারসেপ্টর মিসাইলটি রাখা থাকবে তার মধ্যেই। বঙ্গোপসাগর থেকে ছুটে আসা একটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রকে ভোঁতা করে দেওয়া হল ওড়িশার কালাম আইল্যান্ড থেকে ছোঁড়া ইন্টারসেপ্টর মিসাইল দিয়ে। ১০০ কিলোমিটার দূরত্ব থেকে।

● **এক সঙ্গে ১০৪-টি কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করলো ভারত :**

ভারতের মহাকাশ বিজ্ঞানে আবারও এক নতুন ইতিহাস গড়লো ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন বা ইসরো। এক সঙ্গে একশো চারটি কৃত্রিম উপগ্রহ নিয়ে সফল উৎক্ষেপণ হল 'পিএসএলভিসি-থার্টি সেভেন'-এর। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, এই সফল উৎক্ষেপণের সঙ্গে সঙ্গে নিজের রেকর্ড নিজেই ভাঙল ইসরো। এই সাফল্যের পর ভারতের মহাকাশ বিজ্ঞানের ইতিহাসে পাতায় সোনায় অক্ষরে নাম লেখা থাকবে ইসরোর।

১৫ ফেব্রুয়ারি, বুধবার ভারতীয় সময় সকাল ন'টা বেজে আঠাশ মিনিটে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্র থেকে মহাকাশে যাত্রা করে ইসরোর পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল বা পিএসএলভি সি সাঁইত্রিশ। পৃথিবী থেকে বয়ে নিয়ে যায় একশো চারটি কৃত্রিম উপগ্রহ। ভূপৃষ্ঠ থেকে পাঁচশো কিলোমিটার ওপরে বিশেষ কক্ষপথে স্থাপিত হবে সেগুলি। যে একশো চারটি কৃত্রিম উপগ্রহ নিয়ে মহাকাশে পাড়ি দিল পিএসএলভি সি-সাঁইত্রিশ, তার মধ্যে ভারতীয় উপগ্রহ মাত্র তিনটি। একশো একটিই বিদেশি। বিদেশি কৃত্রিম উপগ্রহগুলির মধ্যে আবার

আঠাশটি আমেরিকার। বাকিগুলি জার্মানি, ইজরায়েল, কাজাখস্থান, নেদারল্যান্ডস, সুইজারল্যান্ড ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর।

- **পদ্ম সম্মান ১০১৭ :**

→ পদ্ম বিভূষণ—মোট ৭ জন

শরদ পাওয়ার	পাবলিক অ্যাফেয়ার্স
মুরলী মনোহর যোশী	পাবলিক অ্যাফেয়ার্স
পি এ সাংমা (মরণোত্তর)	পাবলিক অ্যাফেয়ার্স
সুন্দর লাল পাটওয়া (মরণোত্তর)	পাবলিক অ্যাফেয়ার্স
কে. জে. য়েসুদাস	কলা-সঙ্গীত
সদগুরু জগগী বাসুদেব	অন্যান্য-অধ্যাত্মবাদ
উদিপি রামচন্দ্র রাও	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

→ পদ্ম ভূষণ—মোট ৭ জন

বিশ্বমোহন ভাট	কলা-সঙ্গীত
দেবীপ্রসাদ দ্বিবেদী	সাহিত্য ও শিক্ষা
Tehemton Udwadia	চিকিৎসা
রত্না সুন্দর মহারাজ	অন্যান্য-অধ্যাত্মবাদ
স্বামী নির্জনানন্দ সরস্বতী	অন্যান্য-যোগ
H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn (Foreigner)	সাহিত্য ও শিক্ষা
চো রামস্বামী (মরণোত্তর)	সাহিত্য ও শিক্ষা-সাংবাদিকতা

→ পদ্মশ্রী—৭৫ জন

সমাজ সেবায় বিশেষ সম্মান প্রাপকদের উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে রয়েছেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষজন।

১. ভক্তি যাদব—তার নাম ভক্তি হলেও এলাকায় তিনি 'ডক্টর দাদি' বলেই অধিক প্রসিদ্ধ। ১৯৪০ সাল থেকে বিনামূল্যে রোগীদের যত্নাআত্তি করে আসছেন। এখন তাঁর বয়স ৯১ বছর। ইন্দোরের প্রথম মহিলা এমবিবিএস এই 'ডক্টর দাদি'। এখনও পর্যন্ত কমপক্ষে হাজারেরও বেশি প্রসূতির 'ডেলিভারি' করিয়েছেন তিনি। লক্ষাধিক মানুষকে মৃত্যুর দোরগোড়া থেকে ফিরিয়ে এনেছেন।

২. মীনাক্ষি আম্মা—কালারিপায়াত্তুর মীনাক্ষি আম্মার কাছে বয়স কেবল একটা সংখ্যামাত্র। সাত বছর বয়স থেকে মার্শাল আর্ট অনুশীলন করছেন ৭৬ বছরের এই মহিলা। ২০০৯ সাল থেকে কেরলের ভাতাকারা গ্রামে নিজে একটি ট্রেনিং সেন্টার খুলে প্রশিক্ষণ দিতেও শুরু করেছেন তিনি।

৩. দাড়িপল্লী রামাইয়া—আমরা সবাই যখন রান্নাঘর, অফিস কিংবা আধুনিকত্বের ছোঁয়ায় সোশ্যাল মিডিয়ায় মগ্ন, রামাইয়া তখন একের পর এক গাছের বীজ বপণ করে চলেছেন। খালি জায়গা পেলেই তিনি পুঁতে ফেলেন গাছ। সবুজায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রীদের কাছেও পৌঁছে গিয়েছেন রামাইয়া। দেওয়ালে দেওয়ালে পরিবেশ বান্ধব স্লোগানও লেখেন এই গাছ পাগল মানুষটি।

৪. সুব্রত দাস—সকল হেল্পলাইন-এর নেপথ্যেই রয়েছেন সুব্রত দাস। বড়ো রাস্তার ধারে তার একবার দুর্ঘটনা হয়। কিন্তু চিকিৎসা পাওয়ার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়। সুস্থ হওয়ার পরে নিজেই একটি হেল্পলাইন সংস্থা খুলে ফেলেন। রাস্তাঘাটে আহতদের সেবা শুশ্রূষা করার হেল্পলাইন সংস্থা। ২০০২-এর গুজরাতের সেই হেল্পলাইন সংস্থা আজকের একটি বড়ো অ-সরকারি সংস্থা। তার সংস্থা প্রযুক্তিগত সাহায্য করে ১০৮ নম্বরটিকে সদা সচল রাখার জন্য।

৫. বিপিন গণত্র—আগুনের সঙ্গে লড়াই করবার মতো কোনও শিক্ষা তার নেওয়া নেই। কিন্তু আগুন থেকে মানুষকে বাঁচিয়ে নিয়ে আসার তার বিকল্প নেই। কলকাতার বিপিন গণত্র পেশায় একজন ইলেকট্রিশিয়ন। ৫৯ বছরের এই প্রৌঢ় দমকল দপ্তরের একজন ভলিন্টিয়ার। সর্বক্ষণ টিভির পর্দায় চোখ থাকে। কখন কোথায় আগুন লাগল! সঙ্গে সঙ্গে তিনি চলে যান আগুন নেভাতে।

৬. শেখর নাইক—দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে নিজের দৃষ্টি আর ফিরে পাননি শেখর। কিন্তু তাতে কী, প্যাশনকে মাঝপথে ফেলে আসতে কখনও রাজি ছিলেন না এই খেলোয়াড়। ১২ বছর বয়সেই মা-বাবাকে হারিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু, ক্রিকেট চালিয়ে যাচ্ছিলেন এক নাগাড়ে। কর্ণাটকের শিমোগার শেখর ভারতের দৃষ্টিহীন দলের হয়ে অধিনায়কত্ব করেছেন। তার অধিনায়কত্বে জাতীয় দৃষ্টিহীন ক্রিকেট দল ২০১২-য় টি-২০ বিশ্বকাপ এবং ২০১৪ সালে বিশ্বকাপ দেশে নিয়ে আসে।

৭. গিরীশ ভরদ্বাজ—চাকরির বাজারে হাহাকারের সময়ে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন ৬৭ বছরের গিরীশ ভরদ্বাজ। তার পর নিজেই বেছে নিয়েছেন নিজের কাজ। এমন কাজ যে কাজ তাকে পদ্মসম্মান এনে দিয়েছে। 'রিমোট' গ্রামে গিয়ে সেতু তৈরির কাজ করেন এই 'সেতুবন্ধু'। কেরল, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ আর ওড়িশার বিভিন্ন গ্রাম ঘুরে মোটের উপর শতাধিক সেতু তৈরির কাজ করেছেন।

৮. থাঙ্গালেভু মারিয়াপ্পা—২০১৬-য় প্যারাঅলিম্পিকে প্রথম ভারতীয় হিসাবে হাই জ্যাম্পে সোনা জিতেছিলেন। কিন্তু এই জয় অনেক প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে তবেই এসেছিল। পাঁচ বছর বয়সে তার পায়ের উপর দিয়ে চলে গিয়েছিল একটা বাস। কিন্তু ২১ বছর বয়সে তার এই জয়ই তাকে পদ্মসম্মান এনে দিয়েছে।

৯. এলি আহমেদ—৮১ বছরের এলি আহমেদের ঝুলিতে রয়েছে বহু কীর্তি। মহিলাদের জীবনযাপন নিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতে 'ওরানি' নামে একটি ম্যাগাজিন চালু করেছিলেন। ১৯৭০ সাল থেকে সেই ম্যাগাজিন তিনি আজও চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রতিবন্ধী জীবনের উপর তিনি বেশ কিছু নাটক করেছেন। অসমের প্রথম ফিল্ম ইনস্টিটিউটও তিনি চালু করেন।

১০. বলবীর সিংহ সিচওয়াল—পাঞ্জাবের পরিবেশবিদ বলবীর সিংহ সিচওয়াল রাজ্যের কালি বেন নদীকে পুনর্জাগরিত করেছিলেন। একা হাতে বিভিন্ন গ্রামের অধিবাসীদের নতুন জীবনদান করেছেন এই 'ইকো বাবা'। নদীকে পরিষ্কার রাখার আহ্বান নিয়ে পথে নেমেছেন এই পরিবেশবিদ।

১১. জেনাভাই দর্গভাই পটেল—গুজরাতের প্রত্যন্ত এক গ্রামের 'আনার দাদা' চাষ প্রতিকূল মাটিতে ডালিম চাষ করে বিখ্যাত হয়ে যান। প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে তিনি শুধু নিজের নন, অন্য চাষিদের মধ্যেও ছড়িয়ে দিয়েছেন এই বিদ্যা ও শিক্ষা।

১২. করিমুল হক—সকলে তাকে অ্যাম্বুলেন্স দাদা বলে ডাকে। মোটরবাইক নিয়ে তিনি যে অসুস্থ বা দুর্ঘটনার কবলে পড়াদের হাসপাতালে পৌঁছে দেন যে। পশ্চিমবঙ্গের ধালাবারি গ্রামে থাকেন করিমুল হক। নিজের জমানো টাকা দিয়েই কিনেছেন 'দ্য করিমুল বাইক অ্যাম্বুলেন্স'। খুব কম করে ৩০০০ মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছেন তিনি ইতোমধ্যে।

১৩. সুকরি বোম্মা গোওডা—তাকে বলা হয় 'হালাক্কির নাইট এঙ্গেল'। আবার কেউ তাঁকে বলেন সুকরি আজ্জি। হালাক্কি ভোক্কালিগাস আদিবাসী সম্প্রদায়ের গান আর কবিতাগুলোকে দীর্ঘ দিন ধরে সংগ্রহ করেছেন সুকরি আজ্জি। উত্তর কর্ণাটকের বিলুপ্ত আদিবাসী সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য আজও বাঁচিয়ে রেখেছেন ৭৫ বছরের এই মহিলা।

১৪. চিন্তাকিন্দি মাল্লেসাম—লক্ষ্মী এএসইউ নামক একটি যন্ত্রের আবিষ্কার করে প্রসিদ্ধ হয়েছেন চিন্তাকিন্দি। এই যন্ত্রটি অন্ধ্রপ্রদেশের বিখ্যাত পচমপল্লি সিল্ক শাড়ি বুনতে সক্ষম।

১৫. সুহাস ভিত্তল মাপুসকর—পুণের দেহু গ্রামে ১৯৬০-এ এসেছিলেন এই চিকিৎসক। তার পরে নিজের পেশাটাকেই সম্পূর্ণ বদলে নেন। গ্রামবাসীদের বিনামূল্যে শৌচালয় তৈরি করে দেওয়ার 'দায়ভার' নিজের কাঁধে তুলে নেন। গ্রামবাসীরা তাঁর নাম দিয়েছেন 'স্বচ্ছ দূত'। ২০১৫-য় তাঁর মৃত্যু হয়।

১৬. সুনীতি সলোমন—এডস গবেষণার কার্যকলাপের জন্য তিনি বিখ্যাত। ১৯৮৫-তে ভারতের প্রথম এইডস কোষটি নিরাময় করেছিলেন এই ফিজিশিয়ন ও মাইক্রোবায়োলজিস্ট। এডস সম্পর্কে তার গবেষণা মানুষের মনে থাকা অনেক কুসংস্কারকে ভেঙে দিয়েছে।

● **কেন্দ্রীয় বাজেট ২০১৭ :**

গত ১ ফেব্রুয়ারি সংসদে বাজেট অধিবেশন-এ এবারের বাজেট পেশ করলেন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। এই প্রথমবার সময়ের আগেই বাজেট পেশ করেছে কেন্দ্র। এতদিন মার্চ মাস পড়ার আগে ফেব্রুয়ারির শেষে বাজেট পেশ হ'ত। তবে এ বছরের সেই প্রথা ভাঙা হয়েছে। এর ফলে মার্চে নতুন আর্থিক বর্ষ শুরুর আগে এক মাস বেশি সময় পাওয়া যাবে। এ বছরে প্রথা ভেঙে যেমন বাজেট পেশের সময় এগিয়ে আনা হয়েছে তেমনই সাধারণ বাজেটের সঙ্গেই এক সঙ্গে রেল বাজেট পেশ করা হল। এর ফলে রেল বাজেট পেশের ৯২ বছরের প্রথা পরিবর্তিত হল।

(বিস্তারিত বাজেট বিবরণ-এর জন্য প্রচ্ছদ কাহিনী দেখুন।)

পশ্চিমবঙ্গ

● **তৃতীয় শিল্প সম্মেলনে ২.৩৫ কোটি লগ্নি প্রস্তাব :**

তৃতীয় বিশ্ববঙ্গ শিল্প সম্মেলন থেকে। বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে ২ লক্ষ ৩৫ হাজার ২৯০ কোটি টাকার। উৎপাদন ক্ষেত্রে এসেছে ৬১ হাজার কোটি টাকার লগ্নি প্রস্তাব। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকার প্রস্তাব এসেছে। নগরোন্নয়ন বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে ৪৬ হাজার কোটি টাকার। পরিবহণে প্রায় ঊনচল্লিশ হাজার কোটি টাকার লগ্নি প্রস্তাব এসেছে। পরিকাঠামোয় বিনিয়োগে আগ্রহী চিন। ম্যারিটাইম ইন্ট্রাস্ট্রিতে লগ্নি করতে চায় নরওয়ে। ইতালির নজর চামড়া শিল্পে। জাপান পানীয় জল ও মেট্রোর প্রকল্পে যুক্ত। দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে হিডকোর গ্রিন সিটি সংক্রান্ত মউ সই হয়েছে। গত দুই অর্থবর্ষে রাজ্যে মোট ৪ লক্ষ ৯৩ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে। তার মধ্যে ৪০ শতাংশ ক্ষেত্রে কাজ শুরু হয়ে গেছে বলে দাবি করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চলতি বছরে ২৭ হাজার কোটি টাকার এলিভেটেড মাস রাপিড ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্টের প্রস্তাব দিয়েছে চিন।

● **পশ্চিমবঙ্গের নতুন জেলা কালিম্পং :**

পশ্চিমবঙ্গের আলাদা জেলা হিসেবে স্বীকৃতি পাচ্ছে কালিম্পং। গত ১৪ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ কথা ঘোষণা করেন। এর আগে এটি দার্জিলিং জেলার সঙ্গে যুক্ত ছিল। ২০১১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসার পরে প্রথমে আলিপুরদুয়ারকে নতুন জেলা হিসেবে ঘোষণা করে। সে সময় পশ্চিমবঙ্গে জেলার সংখ্যা দাঁড়ায় ২০-টি। কালিম্পংকে জেলা হিসেবে ঘোষণা করায় পশ্চিমবঙ্গে মোট জেলার সংখ্যা দাঁড়ালো ২১-টি। বাণিজ্যিক দিক থেকে কালিম্পং খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গত কয়েক শতাব্দী ধরে চিন ও তিব্বতের সঙ্গে ডুয়ার্সের তথা পশ্চিমবঙ্গের বাণিজ্য হয় কালিম্পং হয়েই। নতুন জেলা হিসেবে ঘোষণা হওয়ায় সমস্ত দিক থেকেই কালিম্পং সমৃদ্ধ হবে মনে করা হচ্ছে।

● **রাজ্যে নয়া মুখ্য নির্বাচনী অফিসার :**

রাজ্যের নতুন মুখ্য নির্বাচনী অফিসার (সিইও) হচ্ছেন আরিজ আফতাব। উত্তরসূরি সুনীল গুপ্তের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন তিনি। আরিজ আফতাব এখন স্বনিযুক্তি ও স্বরোজগার দপ্তরের সচিব।

● **ভূমিকম্পে নজরদারির যন্ত্র কোচবিহারেও :**

দক্ষিণবঙ্গে ভূ-কম্প পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার যন্ত্র আছে খড়্গপুর আইআইটি-তে। কিন্তু সেই সুযোগ এখনও নেই উত্তরবঙ্গে। এই

অবস্থায় এ রাজ্যের হিমালয় এবং সংলগ্ন এলাকার মাটির নিচের অবস্থার দিকে নজর রাখতে এবার কোচবিহারে স্বয়ংক্রিয় ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র গড়তে চেয়ে রাজ্যকে চিঠি দিল কেন্দ্র।

ভূ-স্তরের নিচের নানা তথ্য এবং ভূকম্প সংক্রান্ত উন্নত গবেষণার জন্য দেশের বিভিন্ন জায়গায় নতুন নতুন ভূকম্প পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে। দিন-রাত ভূ-স্তরের গভীরে নজর রাখবে এই কেন্দ্র। খড়্গপুর আইআইটি-র পর্যবেক্ষণ যন্ত্রটি আছে সেখানকার ভূ-তত্ত্ব ও ভূ-পদার্থবিদ্যা বিভাগের দায়িত্বে। ভূ-বিজ্ঞানীরা বলছেন, হিমালয় এবং সংলগ্ন এলাকা ভূকম্পপ্রবণ। তাই সেই এলাকায় নজরদারির প্রয়োজন রয়েছে। সেই জন্যই কোচবিহারে নতুন পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র গড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ভূ-বিজ্ঞান মন্ত্রকের একটি সূত্র জানাচ্ছে, পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র গড়ার জন্য প্রথমে কোচবিহার ও জলপাইগুড়িকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু জলপাইগুড়িতে তেমন পছন্দসই ও নিরাপদ জায়গা না-মেলায় শেষ পর্যন্ত বেছে নেওয়া হয়েছে কোচবিহারকেই। জেলাশাসকের দপ্তর বা অন্য কোনও প্রশাসনিক ভবনে এই ধরনের যন্ত্র বসানো হবে। ভূ-বিজ্ঞানীরাও জানাচ্ছেন, এত দিন ভূ-কম্প পর্যবেক্ষণ যন্ত্রগুলি 'ব্রডব্যান্ড সিস্টেম'-এ চলত। এবার থেকে তা হলে 'আলট্রা ব্রডব্যান্ড'। এগুলির নজরদারির ক্ষমতাও বেশি। যন্ত্রগুলি ভূ-স্তরীয় প্লেটের যে কোনও ধরনের নড়াচড়া এবং ছোটো ছোটো ভূকম্পের সংকেতও ধরতে পারবে। সেই তথ্য বিশ্লেষণ করে ভূকম্পের উৎস, তার কম্পনপ্রবাহ বয়ে যাওয়ার চরিত্র-সহ নানা বিষয়ে নতুনভাবে আলোকপাত করতে পারবেন বিশেষজ্ঞরা। এই নতুন ব্যবস্থায় ভূমিকম্পের আগাম সতর্কতা জারি করা যায় কি না, তা নিয়েও গবেষণা চলছে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বাজেট ২০১৭

গত ১০ ফেব্রুয়ারি বিধানসভায় রাজ্য বাজেট পেশ করেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র। কংগ্রেস ও বাম দলগুলির বিধায়করা বাজেট বয়কট করেন। এবার বাজেটের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি সংক্ষেপে হল :

→ রাজস্ব শৃঙ্খলা (ফিসক্যাল ডিসিপ্লিন) :

বিমুদ্রাকরণের ফলে বর্তমান বছরে ভারতের মোট অভ্যন্তরীণ (জিডিপি) বৃদ্ধি ১ থেকে ৩ শতাংশ পর্যন্ত কমতে পারে। আর্থিক ক্ষতি দেড় লক্ষ থেকে পাঁচ লক্ষ কোটি টাকা হতে পারে। এর ফলে রাজ্যের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জিএসডিপি) বর্তমান অর্থবর্ষে ৯.২৭ শতাংশ দাঁড়াতে পারে বলে অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র আশা প্রকাশ করেছেন। কেন্দ্রীয় বাজেটে বর্তমান বছরে জিডিপি বৃদ্ধি ৭.১ শতাংশে দাঁড়াতে পারে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছিল। অর্থমন্ত্রী এই বাজেটে উল্লেখ করেন যে, ২০১৬-'১৭ সালে এপ্রিল-সেপ্টেম্বর এই ৬ মাসে সারা ভারতে শিল্পে গড় সমৃদ্ধির হার যেখানে ০.১ শতাংশে সেখানে পশ্চিমবঙ্গে ৪.৮ শতাংশে। ২০১৬-'১৭ অর্থবর্ষের সংশোধিত বাজেটে রাজস্ব ঘাটতি শূন্য, রাজকোষ ঘাটতি ২.২ শতাংশ ও ঋণের লক্ষ্যমাত্রা আরও কমানোর লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে।

→ আয় ও ব্যয় :

২০১৭-'১৮ অর্থবর্ষে মোট রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য হয়েছে ১,৪২,৬৪৪ কোটি টাকা। ২০১৭-'১৮ অর্থবর্ষে রাজ্যের পরিকল্পনা ব্যয় ধরা হয়েছে ৬৪,৭৩৩ কোটি টাকা। ২০১৬-'১৭ সালে ধরা হয়েছিল ৫৮,০৬৮ কোটি টাকা। অর্থাৎ বৃদ্ধির হার ১১.৫ শতাংশ।

→ কর কাঠামো :

কেন্দ্র, রাজ্য উভয় ক্ষেত্রে একক পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) চালুর আভাসও রাজ্যের অর্থমন্ত্রী দিয়েছেন। এক্ষেত্রে চারটি বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। তবে সাধারণ মানুষ, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, রাজস্ব আদায়, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রভৃতি অক্ষুণ্ণ রেখেই কাজটি করার উপর তিনি জোর দিয়েছেন। কর সংক্রান্ত মামলার ক্ষেত্রে ফার্স্ট ট্র্যাক কোর্ট, অডিট রিপোর্টের আরও সরলীকরণ, ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত পুঁজির শিল্পে উৎপাদনের ক্ষেত্রে ন্যূনতম মূল্যযুক্ত কর বা ভ্যাট ইত্যাদি ব্যবস্থার কথা তিনি বাজেটে বলেছেন। এছাড়া পরিবেশ-বান্ধব শোলা, শালপাতা, টেরাকোটা ইত্যাদি শিল্পে তিনি ছাড়ের কথাও ঘোষণা করেছেন। চা শিল্পের উন্নতির জন্য বসানো শিক্ষা সেস ও গ্রামীণ কর্মসংস্থান সেস মকুব করা হল। স্ট্যাম্প ডিউটি ও রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রেও কিছু ছাড়ের ঘোষণাও এই বাজেটে করা হয়েছে। এর ফলে যারা জমি, বাড়ি, ফ্ল্যাট ইত্যাদি কিনছেন তারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।

→ বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্প :

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের মাসিক ভাতা ৫০০ টাকা বাড়ানো হল, এতে ২ লক্ষ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী উপকৃত হবেন। 'আশা' কর্মীদেরও মাসিক ভাতা ৫০০ টাকা বাড়ল, অনুরূপভাবে উপকৃত হবেন ৫০ হাজার আশা-কর্মী। স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের অঙ্গনওয়াড়ি, আশা কর্মী ছাড়া অসংগঠিত ক্ষেত্রেও অনেক মানুষকে এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হল। উল্লেখ্য যে, এর ফলে এই শ্রেণির কর্মীদের বহু দিনের দাবির কিছুটা হলেও পূরণ হতে চলেছে। বিমুদ্রাকরণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্যও বেশ কিছু প্রকল্প এই বাজেটে ঘোষিত হল। ক্ষতিগ্রস্ত কারিগরদের জন্য এককালীন ২৫০ কোটি টাকার বরাদ্দ ঘোষণা করা হল। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য ঘোষিত হল ১০০ কোটি টাকার বিশেষ তহবিলও।

→ মূলধনী ব্যয় :

বাজেট পেশের সময় অর্থমন্ত্রী জোরালোভাবে উল্লেখ করেছেন যে, ২০১৬-'১৭ অর্থবর্ষে রাজ্যে মূলধনী ব্যয় বামফ্রন্টের শেষ বছরের তুলনায় সাত গুণেরও বেশি বেড়েছে। বামফ্রন্টের শেষ বছরে ছিল ২,২২৬ কোটি টাকা। ২০১৬-'১৭-য় এটি প্রায় ১৬ হাজার কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।

এই বাজেটে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য হ্রাস করার উপর। অর্থমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন, ২০১৬-'১৭ সালে রাজ্যে নানাভাবে ১৩ লক্ষ ২৭ হাজার জনের কর্মসংস্থান

হয়েছে। আগামী অর্থবর্ষে এটা বাড়ানোর লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। দারিদ্র্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে রেশনে ২ টাকা কেজি দরে চাল পাচ্ছেন প্রায় সাড়ে ৮ লক্ষ মানুষ। যার মধ্যে কেন্দ্রের দায়িত্ব ৬ কোটির আর বাকিটা বহন করতে হয় রাজ্যকে। এর পরে ভরতুকি ধরা হয়েছে ২০১৬-'১৭ সালে প্রায় ৬,৮০০ কোটি টাকা। ২০১৭-'১৮-র বাজেটে চলতি বছরের তুলনায় অতিরিক্ত প্রায় সাড়ে ১৩ হাজার কোটি টাকা আয়ের লক্ষ্যমাত্রা (১০.৫ শতাংশ বৃদ্ধি) ধরা হয়েছে। অন্যদিকে, পরিকল্পনা ব্যয় বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধার্য হয়েছে অতিরিক্ত প্রায় ৬,৭০০ কোটি টাকা (১১.৫ শতাংশ বৃদ্ধি)।

অর্থনীতি

● **ডেপুটি গভর্নরদের দায়িত্বে রদবদল :**

রিজার্ভ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরদের দায়িত্ব ঢেলে সাজালেন উর্জিত প্যাটেল। তিনি গভর্নর হওয়ার পরে তার বিভিন্ন দায়িত্ব দেখছিলেন আর. গান্ধী। এবার অর্থনীতি, আর্থিক নীতি, গবেষণা, বাজেট-সহ বিভিন্ন বিষয়ের দায়িত্বে থাকবেন বিরল আচার্য। গ্রাহক সচেতনা ও সুরক্ষা, মানবসম্পদের দায়িত্বে থাকবেন এন. এস. মুন্দ্রা। ব্যাংকিং নীতি ও যোগাযোগ বিভাগের দায়িত্বে থাকবেন এন. এস. বিশ্বনাথন।

● **সেবি-র নয়া কর্তা :**

অজয় ত্যাগী পাঁচ বছরের জন্য শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা, সেবি-র নতুন চেয়ারম্যান হয়েছেন। দায়িত্ব নিয়েছেন ১ মার্চ ইউ. কে. সিন্‌হা অবসর নেওয়ার পরে। ত্যাগী আগে কেন্দ্রীয় আর্থিক বিষয়ক দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব (লগ্নি সংক্রান্ত) ছিলেন।

● **শঙ্কা মূল্যবৃদ্ধির, সুদ কমাল না আরবিআই :**

মূল্যবৃদ্ধির ঝুঁকিই এই মুহূর্তে অর্থনীতির সামনে বড়ো চ্যালেঞ্জ। তা এড়াতে ঋণনীতি ফিরে দেখতে বসে সুদ কমানোর পথে হাঁটলেন না ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর উর্জিত পটেল। এই নিয়ে পরপর দু'বার।

তবে আমজনতাকে স্বস্তি দিয়ে ঋণনীতি ঘোষণার পরেই আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে আগামী ১৩ মার্চ সেভিংস অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তোলার সীমা (ব্যাংকে গিয়ে ও এটিএম মারফত) পুরোপুরি তুলে নেওয়ার কথা জানিয়েছেন আরবিআই-এর ডেপুটি গভর্নর আর. গাঁধী। তার আগেই ওই সীমা সপ্তাহে ২৪ হাজার টাকা থেকে বেড়ে ৫০ হাজার টাকা হচ্ছে ২০ ফেব্রুয়ারি। আর, বাতিল হওয়া ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট ঠিক কত জমা পড়েছে, তার চূড়ান্ত হিসেব ৩০ জুনের পরে জানাবে আরবিআই বলেও ঘোষণা করা হয়েছে।

পাশাপাশি, নোট বাতিলের প্রভাবে চাহিদায় কোপ পড়ায় বৃদ্ধির পূর্বাভাসও কমিয়ে দিয়েছে শীর্ষ ব্যাংক। উর্জিত পটেল জানান, চলতি ২০১৬-'১৭ অর্থবর্ষের জন্য তা কমিয়ে করা হয়েছে ৬.৯ শতাংশ। এর আগের ঋণনীতিতে তা ৭.৬ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৭.১ শতাংশ করেছিল আরবিআই। তবে আগামী ২০১৭-'১৮ আর্থিক বছরে অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ালে বৃদ্ধি ৭.৪ শতাংশ ছোঁবে বলে আশা প্রকাশ করছে আরবিআই।

পটেল অবশ্য বলেছেন, সুদ কমানোর যথেষ্ট সুযোগ এখনও ব্যাংকগুলির সামনে রয়েছে। তার কারণ, ২০১৫ সালের জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত রেপো রেট (বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি যে-হারে আরবিআই-এর কাছ থেকে স্বল্প মেয়াদে ঋণ নেয়) কমিয়েছে ১৭৫ বেসিস পয়েন্ট। অথচ গড়ে ব্যাংকগুলি ৮৫-৯০ বেসিস পয়েন্ট সুদ কমিয়েছে। বস্তুত, টানা সুদ কমানোর নীতি থেকে সরে আসার ইঙ্গিত এবার আচমকাই দিয়েছে রিজার্ভ ব্যাংক। জানিয়েছে সুদ কমানোর দাবির সঙ্গে 'মানিয়ে নেওয়ার' নীতিতে বদল আনা হচ্ছে। তার জায়গায় 'নিরপেক্ষ' দৃষ্টিভঙ্গি নেবে শীর্ষ ব্যাংক।

এক নজরে ঋণনীতি উল্লেখযোগ্য ঘোষণা

- **রেপো রেট ৬.২৫ শতাংশে অপরিবর্তিত।**
- **চলতি ২০১৬-'১৭ অর্থবর্ষে বৃদ্ধির পূর্বাভাস কমে ৬.৯ শতাংশ।**
- **আগামী অর্থবর্ষের জন্য তা ৭.৪ শতাংশ।**
- **সেভিংস অ্যাকাউন্ট থেকে সপ্তাহে টাকা তোলার সীমা বেড়ে ৫০ হাজার ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে।**
- **সীমা পুরোপুরি উঠছে ১৩ মার্চ।**
- **খুচরো বাজারে মূল্যবৃদ্ধি ৫ শতাংশের নীচে থাকার ইঙ্গিত।**
- **সাইবার সুরক্ষায় স্থায়ী কমিটি।**

সুদ কমানোর নীতি থেকে সরে আসার পিছনে মূল্যবৃদ্ধির ঝুঁকি বাড়ার কথাই বলেছে রিজার্ভ ব্যাংক। মূলত চারটি কারণ চিহ্নিত করেছে শীর্ষ ব্যাংক :

- নোট-কাণ্ডের প্রভাব;
- অশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধি;
- টাকা-ডলার বিনিময় হারের দ্রুত ওঠা-পড়া;
- সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ রূপায়ণের প্রভাবে চাহিদার চাপ।

উর্জিত পটেল আরও জানান, ৬ সদস্যের একটি ঋণনীতি কমিটি একমত হয়েই সুদ অপরিবর্তিত রেখেছে।

চলতি আর্থিক বছরের শেষ তিন মাস জানুয়ারি থেকে মার্চ খুচরো বাজারে মূল্যবৃদ্ধি ৫ শতাংশের নিচেই থাকবেও বলে জানিয়েছে রিজার্ভ ব্যাংক। গত বছরের চড়া হারের ভিত্তিতে হিসাব করা মূল্য বৃদ্ধি ও নোটকাণ্ডের জেরে চাহিদা থমকে যাওয়াই এর কারণ বলে মনে করছে তারা। তবে তার পর থেকেই মূল্যবৃদ্ধি মাথা তুলবে বলে আশঙ্কা।

এ দিকে, সাইবার নিরাপত্তা নিয়ে একটি স্থায়ী কমিটি গড়ার সিদ্ধান্ত নেয় আরবিআই। বিশেষ করে ডেবিট কার্ড লেনদেন সুরক্ষিত রাখতেই তাদের এই সিদ্ধান্ত।

খেলা

● **টানা ১৯ টেস্টে অপরাজিত, ২০-টির রেকর্ডের সামনে বিরাটরা :**

টানা ১৯-টি টেস্ট অপরাজিত থাকার রেকর্ড করে ফেলল কোহালি অ্যান্ড কোং। আর একটি ম্যাচ অপরাজিত থাকলেই ছুঁয়ে ফেলবে ২০১২ সালে ঘরের মাঠে ২০-টি ম্যাচে অপরাজিত থাকার রেকর্ড। ঘরের মাটিতে বাংলাদেশকে হারানোর সঙ্গেই নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ডের পর তৃতীয় টিমকেও হারিয়ে ১৯-তম জয় তুলে নিল ভারত। আর যার অধিনায়কত্বে এই কৃতিত্ব সেই বিরাট কোহালি এই ম্যাচে ডবল সেঞ্চুরি করে তুলে নিলেন ম্যাচের সেরার ট্রফি। সবার থেকে আলাদা চিন্তা-ভাবনা নিয়েই দলকে পরিচালনা করেন তিনি। না হলে যখন অধিনায়কত্বের চাপে সবার স্বাভাবিক খেলা হারিয়ে যায়, তখন অধিনায়কত্ব কাঁধে নিয়েই সেরা ফর্মে বিরাট।

২০৮ রানে বাংলাদেশকে হারিয়ে এক ম্যাচের টেস্ট সিরিজ জিতে নিল ভারত। এর মধ্যেও নজর কাড়ল মুশফিকুর, মিরাজদের অদম্য লড়াই। যেটা ভবিষ্যতে কাজে দেবে বাংলাদেশ দলের। প্রথম ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে বাংলাদেশের সামনে রানের পাহাড় তৈরি করেছিল ভারতের ব্যাটসম্যানরা। ওপেনার লোকেশ রাহুল ফর্মের খোঁজে থাকলেও আর এক ওপেনার মুরলী বিজয়ের ব্যাট থেকে এসেছিল সেঞ্চুরি। তাকে সেই সময় যথাযোগ্য সঙ্গত করে গিয়েছিলেন চেতেশ্বর পূজারা। যার ফলে দু' রানে এক উইকেট থেকে ভারত পৌঁছে গিয়েছিল ১৮০/২-এ। বিজয়ের ব্যাট থেকে এসেছিল ১০৮ রান। সমান তালে তখন ব্যাট চলেছে পূজারারও। তার ব্যাট থেকে আসে ৮৩ রানের ঝকঝকে ইনিংস। লোকেশ রাহুলের শুরুতেই আউট যে ধাক্কাটা দিয়েছিল সেটা মুহূর্তেই সামলে নিয়েছিল ভারতীয় ব্যাটিং। এর পর তো ভারতের এক ইনিংসে লেখা হল জোড়া সেঞ্চুরি, একটি ডবল সেঞ্চুরি তিনটি হাফ সেঞ্চুরি। যার মধ্যে দু'টো ৮০-র ওপর। বিরাট কোহালির ২০৪, ঋদ্ধিমান সাহার অপরাজিত ১০৬ তো ছিলই। সঙ্গে ছিল অজিঙ্ক রাহানের ৮২ ও জাডেজার অপরাজিত ৬০ রানের ইনিংস। যার হাত ধরে ভারতের রান পৌঁছে যায় ৬৮৭/৬-এ। এখানেই ইনিংস ঘোষণা করে দেন বিরাট।

প্রথম ইনিংসে জবাবে ব্যাট করতে নেমে ৩৮৮-তেই শেষ হয়ে যায় বাংলাদেশের ইনিংস। প্রথম চার ব্যাটসম্যান তামিম, সৌম্য, মমিনুল ও মাহমুদুল্লাহ ব্যাট হাতে যখন ব্যর্থ হয়ে প্যাভেলিয়নে ফিরে গিয়েছেন তখনই দেশের ইনিংসের হাল ধরেন দলের সব থেকে বিশ্বস্ত সারথি সাকিব আল হাসান। তার দেখানো পথেই সমানে সমানে ততক্ষণে এগোতে শুরু করে দিয়েছেন অধিনায়ক মুশফিকুর রহিম। সাকিবের ৮২ ও মুশফিকুরের ১২৭ রানের ইনিংস যখন ভালো জায়গায় নিয়ে গিয়েছে দলকে তখনই সাকিবের আউটে ছন্দ পতন। এর পর লড়াই চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন মেহেদি হাসান মিরাজ। তার ব্যাট থেকে আসে ৫১ রান। কিন্তু লক্ষ্য থেকে অনেক আগেই থামতে হয় বাংলাদেশকে। এই ইনিংসেই মুশফিকুরের উইকেট তুলে নিয়ে দ্রুততম ২৫০ উইকেটের বিশ্বরেকর্ডও করে ফেলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন।

ফলো-অন না করিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামে ভারত। ১৫৯/৪-এ ইনিংস ঘোষণা করে দেন বিরাট কোহালি। বড়ো রান বলতে চেতেশ্বর পূজারার অপরাজিত ৫৪। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে এসে চতুর্থ দিন ১০৩/৩-এ থামে বাংলাদেশ। পঞ্চম দিন পুরোটাই ছিল সাকিবদের হাতে। কিন্তু বিরাট রানের পাহাড়ের সামনে সেটা ছিল খুবই কম সময়। কিন্তু হাল ছাড়েননি বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা। শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু ভারতীয় বোলিংয়ের সামনে ২৫০—এই শেষ হয়ে যায় বাংলাদেশের ইনিংস। মাহমুদুল্লাহর ব্যাট থেকে আসে ৬৪ রান। ভারতের হয়ে দুই ইনিংস মিলে ছ'টি করে উইকেট নেন অশ্বিন ও জাডেজা। তিনটি করে উইকেট উমেশ যাদব ও ইসান্ত শর্মার। হেরে দেশে ফিরলেও ভারতের মাটিতে প্রথম টেস্ট থেকে ভাল অভিজ্ঞতা নিয়েই ফিরছেন সাকিব, তামিমরা। ম্যাচের সেরা হয়েছেন বিরাট কোহালি।

● **পাকিস্তানকে গুঁড়িয়ে ফের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ভারত :**

চিন্নাস্বামীতে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে ন' উইকেটে গুঁড়িয়ে দিয়ে দ্বিতীয়বার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতলেন ভারতের দৃষ্টিহীন ক্রিকেটাররা। নিয়ন্ত্রণরেখায় হিংসার জেরে দু' দেশের কূটনাতিক সম্পর্কে এখনও শৈত্যপ্রবাহ। বন্ধ ক্রিকেট-সহ সব ধরনের দ্বিপাক্ষিক খেলাধুলো। তাই এশীয় চ্যাম্পিয়ন ট্রফি হকির পর দৃষ্টিহীন বিশ্বকাপ ছিল সেই আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট যেখানে খেলার ময়দানে ফের মুখোমুখি হয় ভারত-পাকিস্তান এবং ফাইনালে পাকিস্তানি বোলারদের ছন্দই পেতে দিলেন না ভারতের ব্যাটসম্যানরা।

টস জিতে ব্যাট নিয়েছিল পাকিস্তান। বাদর মুনির (৫৭) এবং মহম্মদ জামিলের (২৪) দারুণ শুরুর সুবাদে যারা ৯ উইকেটে ১৯৭ তোলে। সেই টার্গেট তাড়া করতে নেমে অপরাজিত ৯৯ রানের অসাধারণ ইনিংস খেললেন ভারতের উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান প্রকাশ জয়রামাইয়া। ফাইনালের ম্যান অব দ্য ম্যাচও তিনিই। ৩১ বলে ৪৩ করেন অজয় কুমার রেড্ডি। যার উইকেট নেওয়ার পর আর কোনও সাফল্য পাননি পাকিস্তানি বোলাররা। ১৭.৪ ওভারে ২০০-১ করে জিতে যায় ভারত। গ্রুপের ন' ম্যাচে ভারত হেরেছিল একমাত্র পাকিস্তানের কাছেই। ফাইনালের জয়টা তাই মধুর প্রতিশোধও হল। দৃষ্টিহীনদের ২০১২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালেও ভারতের কাছে হেরেছিল পাকিস্তান। এবার যাদের প্রাপ্তি বলতে শুধু বাদর মুনির। টুর্নামেন্টে ৫৭০ রান করে যিনি সিরিজ সেরার খেতাব নিয়ে ফিরলেন।

● **দ্রুততম ২৫০ উইকেটের বিশ্বরেকর্ড অশ্বিনের দখলে :**

অশ্বিন বল হাতে নামা মানেই প্রতিপক্ষ ব্যাটসম্যানদের ত্রাস। তার উপর নতুন নতুন রেকর্ড তো রয়েছেই। সঙ্গে রয়েছে আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ের জোড়া শীর্ষস্থান। এবার সেই অশ্বিনের নামের পাশে লেখা হল নতুন রেকর্ড। বিশ্ব ক্রিকেটে দ্রুততম ২৫০ উইকেটের মালিক হলেন তিনি। বাংলাদেশ অধিনায়ক মুশফিকুর রহিমের ব্যাট

থেকে ছিটকে যাওয়া বল উইকেটের পিছনে ঋদ্ধিমান সাহার হাতে জমা পড়তেই বিশ্ব ক্রিকেট তথা ভারতীয় ক্রিকেটে লেখা হল নতুন ইতিহাস। অস্ট্রেলিয়ার ডেনিস লিলিকে ছাপিয়ে দ্রুততম ২৫০ উইকেট নিজের নামের পাশে লিখে নিলেন অশ্বিন। ১৯৮১ সালের রেকর্ড ভাঙল ২০১৭-তে। সেই আবার ফেব্রুয়ারি মাসেই। এই ফেব্রুয়ারি মাসেই রেকর্ড করেছিলেন লিলি।

৪৫-টি টেস্ট খেলে ২৫০ উইকেট নিলেন অশ্বিন। ২৪৮-টি উইকেট নিয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিলেন অশ্বিন। সাকিবের উইকেট নিয়ে আগেই ২৪৯-এ পৌঁছে গিয়েছিলেন। মুশফিকুরের উইকেটেই লেখা থাকল অশ্বিনের রেকর্ডের কাহিনী। ২০১৬ থেকেই সাফল্যের শুরু। অনেকটা বিরাট কোহালির সঙ্গেই। ৭২-টি উইকেট নিয়ে গত বছরের সেরা বোলার তিনিই। আইসিসি ক্রিকেটার অফ দ্য ইয়ারও হয়েছিলেন ২০১৬-তে। ঘরের মাঠে টেস্ট সিরিজে ৫৫-টি উইকেট নিয়েছিলেন তিনি।

টেস্টে দ্রুততম ২৫০ উইকেট

নাম	দেশ	রান
রবিচন্দ্রন অশ্বিন	ভারত	৪৫
ডেনিস লিলি	অস্ট্রেলিয়া	৪৮
ডেল স্টেইন	দক্ষিণ আফ্রিকা	৪৯
অ্যালান ডোনাল্ড	দক্ষিণ আফ্রিকা	৫০
ওয়াকার ইউনিস	পাকিস্তান	৫১
মুথাইয়া মুরলীধরণ	শ্রীলঙ্কা	৫১

ম্যাচের সেরা হওয়ার তালিকাতেও ছাপিয়ে গিয়েছিলেন বীরেন্দ্র সহবাগকে। দ্রুততম ২০০ উইকেটের তালিকায় রয়েছেন দ্বিতীয় স্থানে। তিনিই দ্বিতীয় ভারতীয় ক্রিকেটার এক বছরে যার দখলে এসেছে ৫০-টি টেস্ট উইকেট ও ৫০০ রান। এই তালিকায় রয়েছেন কপিল দেব।

● **ইডেনের চার গ্যালারির নামকরণ :**

ইডেনের চারটি স্ট্যান্ডের নামকরণ হল গত ২২ জানুয়ারি। এই চারটি স্ট্যান্ড নামাঙ্কিত হল বাংলার দুই প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও পঙ্কজ রায় এবং বাংলার দুই প্রাক্তন বিসিসিআই প্রধান জগমোহন ডালমিয়া ও বিশ্বনাথ দত্তের নামে। সিএবি সূত্রের খবর 'বি', 'সি', 'কে' ও 'এল' এই চারটি ব্লকের নামকরণ করা হল ইডেন ম্যাচের শেষে।

● **নাদাল কাঁটা সরিয়ে মেলবোর্ন মহাকাব্যে রাজা আবার রজার :**

রাফায়েল নাদালকে হারিয়ে মেলবোর্নে ১৮ নম্বর গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতলেন ৩৫-এর ফেডেরার। ঠিক সেই সময়, যখন সবাই ভাবতে শুরু করেছিল, ১৭-তেই শেষ হচ্ছে টেনিস সম্রাটের ইনিংস। এ দিনের আগে শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছেন পাঁচ বছর আগে। তার পর নয়-নয় করে তিনবার ফাইনালে হোঁচট খাওয়ার যন্ত্রণা পেয়েছে। ঈশ্বরপ্রদত্ত ফিটনেস নিয়ে যে গর্ব ছিল সেটাতেও গত বছর আঘাত লাগে। হাঁটুতে অস্ত্রোপচার হয়। যার ধাক্কায় গত ছ' মাস পেশাদার ট্যুরের বাইরে। বাধ্য হয়ে চোদ্দো বছর পর হপম্যান কাপের মতো প্রদর্শনী টিম টেনিস খেলে কোর্টে ফিরতে হয়। গত দু' সপ্তাহের মেলবোর্ন পার্ক-ই ছিল অপারেশনের পর প্রথম কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক টুর্নামেন্ট। কোয়ার্টার ফাইনালে পাঁচ নম্বর বাছাই নিশিকোরি, সেমিফাইনালে চার নম্বর ওয়ারিঙ্কা আর ফাইনালে তো ফেডেরারের ২০১৭-র রড লেভার কোর্টে তৃতীয় পাঁচ সেটের শিকার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রাফায়েল নাদাল-ই। ঘণ্টা চারেকের ম্যারাথন ম্যাচে ৬-৪, ৩-৬, ৬-১, ৩-৬, ৬-৩ জিতলেন রজার। ২০১১-র পর এই প্রথম দু'জন মুখোমুখি হলেন কোনও মেজর ফাইনালে। সেবার ফেডেরারকে হারিয়ে ফ্রেঞ্চ ওপেন জিতে নিয়েছিলেন নাদাল। ২০১৪-র পর একইভাবে কোনও মেজর টুর্নামেন্ট জেতেননি ফেডেরারও।

● **অধরা সৈয়দ মোদী গ্রাঁ প্রি জিতে ছন্দে মরসুম শুরু সিন্ধুর :**

তিন বছর আগে সৈয়দ মোদী গ্রাঁ প্রি-র ফাইনালে সাইনা নেহওয়ালের কাছে হারতে হয়েছিল তাকে। সাইনা এবার টুর্নামেন্টে না নামায় সিনিয়রের বিরুদ্ধে শোধটা তুলতে পারলেন না ঠিকই। তবে মরসুমের শুরুটা দুরন্তভাবে শুরু করাটা তাতে আটকালো না পিভি সিন্ধুর। গত বছরের আগুনে ফর্ম ধরে রেখে লখনউয়ে এক লক্ষ কুড়ি হাজার ডলারের টুর্নামেন্টের ফাইনালে আধ ঘণ্টায় সিন্ধু উড়িয়ে দিলেন গ্রেগোরিয়া মারিস্কাকে। ফল ২১-১৩, ২১-১৪। সিন্ধুর প্রথম সৈয়দ মোদী গ্রাঁ প্রি ট্রফি।

শুধু সিন্ধুই নন, ভারতের জন্য ট্রফির হ্যাটট্রিক এল এই টুর্নামেন্ট থেকে। জাতীয় চ্যাম্পিয়ন সমীর বর্মা সিঙ্গলসে আর মিক্সড ডাবলসে প্রণব চোপড়া ও সিকি রেড্ডি খেতাব জেতায়। বিশ্বের ১২০ নম্বর ইন্দোনেশিয়ান প্রতিদ্বন্দ্বীকে মাথা তুলে দাঁড়াতেই দেননি সিন্ধু। বিরতিতে দুটো গেমে যথাক্রমে ১১-৫, ১১-৬-এ এগিয়ে ছিলেন। শেষ পর্যন্ত গ্রেগোরিয়ার গোটা দু'য়েক রিটার্ন নেটে আটকে যেতেই সিন্ধুর এই টুর্নামেন্টে প্রথম চ্যাম্পিয়ন হওয়া নিশ্চিত হয়ে যায়।

সমীর বর্মার চ্যালেঞ্জ ছিল সতীর্থ বি সাই প্রণিতের বিরুদ্ধে। ২১-১৯, ২১-১৬-এ তিনি জিতলেও দুটো গেমেই এক সময় ৫-১১-তে পিছিয়ে গিয়েছিলেন। প্রণিতকে অবশ্য কিছুটা অস্বস্তিতে মনে হয়েছে তার ডান কাধ নিয়ে। পুরোপুরি সুস্থ ছিলেন না। তা সত্ত্বেও দুরন্ত লড়ে সমীরের থেকে এগিয়ে গিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত একের পর এক আনফোর্সড এরর প্রণিতকে ম্যাচ জিততে দেয়নি। সমীর সেই সুযোগটা পুরোপুরি কাজে লাগান।

মিক্সড ডাবলস ফাইনালেও লড়াইটা ছিল দুই ভারতীয় জুটির। ব্রাজিল আর রাশিয়ায় গ্রাঁ প্রি জিতে আসা প্রণব-সিকি জুটির লড়াই ছিল অশ্বিনী পোনাপ্পা আর বি সুমিত রেড্ডি-র জুটিকে শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত লড়াইয়ে প্রণব-সিকি হারান ২২-২০, ২১-১০-এ।

● **সর্বকালের সেরা এবার সেরিনাকেই বলতে হবে :**

'ইতিহাস'-এর বিরুদ্ধে খেলার চাপ সামলে সেরিনা যেভাবে মেলবোর্নের ফাইনাল স্ট্রেট সেটে ৬-৪, ৬-৪ জিতল তার পর

কোনও প্রশংসাই তার জন্য হয়তো যথেষ্ট নয়। ভেনাসের হারানোর কিছু ছিল না। এরকম প্রতিপক্ষ সব সময় আরও বেশি বিপজ্জনক। তবে সেরিনার আবার একটা সুবিধেও ছিল। যার সঙ্গে ছোটোবেলা থেকে 'হিট' করে আজ এই জায়গায় পৌঁছেছেন, এত বড়ো মঞ্চে তাকেই কোর্টের উল্টো দিকে পেলেন। দু'টো সেটেরই সাত নম্বর গেমে দিদিকে ব্রেক করায় আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি তাকে। ভেনাস আক্রমণাত্মক শুরু করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেরিনা ঝুলি থেকে তার আসল অস্ত্র বার করে বাজিমাত করেন। অবিশ্বাস্য জোরালো প্রথম সার্ভিস। অনেক পুরুষ প্লেয়ারকেও যা চমকে দিতে পারে।

ম্যাচের শেষ গেমটার কথাই ধরা যাক। ৫-৪ স্কোরে সেরিনার সার্ভে ভিনাস প্রথম পয়েন্ট জেতায় রড লেভার এরিনায় বসা মার্গারেট কোর্ট পর্যন্ত উত্তেজনায় চেঁচিয়ে ওঠেন। ৩০-৩০ পয়েন্টে সেরিনা সার্ভিস করতে কয়েক সেকেন্ড বেশি সময় নেন। তার পর নিখুঁত, ডিপ, প্রচণ্ড জোরে একটি প্রথম সার্ভ। ভেনাসের ফোরহ্যান্ড রিটার্ন নেটে জড়াতেই ম্যাচ পয়েন্ট টু সেরিনা।

● **দিদিকে হারিয়ে স্টেফির রেকর্ড ভেঙে চ্যাম্পিয়ন সেরেনা উইলিয়ামস :**

২৩তম গ্র্যান্ড স্লাম ট্রফিটি তুলে নিলেন সেরেনা উইলিয়ামস। তাও আবার নিজের দিদি ভেনাস উইলিয়ামসকে হারিয়ে। ভাঙলেন স্টেফিগ্রাফের ২২-টি গ্র্যান্ডস্লাম জয়ের রেকর্ড। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল উইলিয়ামস সিস্টার্স। এই ম্যাচ ঘিরে টেনিস বিশ্বে উত্তেজনা ছিল তুঙ্গে। কে দেবে কাকে মাত? এই প্রশ্নই ঘুরছিল টেনিস বিশ্বের আকাশে। যদিও এগিয়ে ছিলেন সেরেনাই।

মেলবোর্ন পার্কে সেরেনা ৬-৪, ৬-৪-এ হারিয়ে দেন ভেনাসকে। প্রায় এক ঘণ্টার ম্যাচে বোনের কাছে স্ট্রেট সেটে হারেন ভেনাস। এই নিয়ে ২৯-টি মেজর ফাইনাল খেললেন সেরেনা। অন্যদিকে, গত ন'বছরে কোনও গ্র্যান্ড স্লাম জেতেননি ভেনাস। এবারও হল না। শেষ জিতেছিলেন ২০০৮-এর উইম্বলডন। সেরেনার দখলে এল সপ্তম অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ট্রফি। এই জয়ের সঙ্গে টেনিস র‍্যাঙ্কিংয়ে আবার এক নম্বরে উঠে আসার রাস্তা খুলে গেল সেরেনার সামনে। এই মুহূর্তে দু' নম্বরে রয়েছেন তিনি। শীর্ষে জার্মানির অ্যাঞ্জেলির কের্বার।

● **অলিম্পিক্স সোনা হাতছাড়া বোল্টের :**

২০০৮-এর ঘটনা। বেজিং অলিম্পিক্সে রিলে রেসে সোনা জিতেছিল এই জামাইকান। ৪ × ১০০ মিটারে সোনা জয়ী দলে ছিলেন উসেইন বোল্টও। জামাইকার সেই দলে উসেইন বোল্টের সঙ্গে ছিলেন নেস্তা কার্টারও। ডোপ পরীক্ষায় তিনি অকৃতকার্য হতেই কেড়ে নেওয়া হল রিলে রেসের সোনা। উসেইন বোল্টের ন'টি সোনা থেকে বাদ চলে গেল একটি। যদিও এর পিছনে তার কোনও ভুল নেই। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক্স কমিটি সম্প্রতি এই রায় দিয়েছে।

বেজিং অলিম্পিক্সের প্রায় ১০০ নমুনার আবার নতুন করে পরীক্ষা করা হয়। তাতেই ধরা পড়েন নেস্তা। ওই অলিম্পিক্সে তিনটি সোনা জিতেছিলেন বোল্ট। যার মধ্যে থেকে একটি চলে গেল। নেস্তার নমুনায় মিথাইলহেক্সামাইন পাওয়া গিয়েছে। অতীতে এটা নাক দিয়ে নিতে হ'ত। বর্তমানে এটি খাওয়ার সঙ্গে মিলিয়েও নেওয়া যায়। এই সোনা চলে যাওয়ায় তিনটি সোনার হ্যাটট্রিকও হাতছাড়া হয়ে গেল বোল্টের। বেজিংয়ের পর লন্ডন তার পর রিও-তেও সোনা জিতেছিলেন তিনি।

● **আট রানে আট তুলে সিরিজ ভারতের, জয় এল চাহাল-বিরাটের হাত ধরে :**

চাহালের দুর্দান্ত বোলিংয়ে সিরিজের শেষ টি-২০-তে শোচনীয় হার মেনেছে ইংল্যান্ড। ব্যাঙ্গালোরের চেন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে ভারত এ ম্যাচ জেতে ৭৫ রানের ব্যবধানে। ভারতের ২০২ রানের জবাবে ইংল্যান্ড ২ উইকেটে ১১৯ রান থেকে ১২৭ রানে অল আউট হয়ে যায়। মাত্র আট রানে আট উইকেট হারিয়ে ব্যাটিং ধসের নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। ইংল্যান্ডের পাঁচ জন ব্যাটসম্যান আউট হন কোনও রান না করেই। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ইতিহাসে কোনও দল এর চেয়ে কম রানে তাদের শেষ আট উইকেট হারিয়েছে একবারই। সেটা নিউজল্যান্ড দল ১৯৪৬ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্টের এক ইনিংসে আট উইকেট হারিয়েছিল মাত্র ৫ রানে। চাহালের বলেই ইংল্যান্ড প্রথম উইকেট হারায়। দলীয় ৮ রানে বিলিংস আউট হন শূন্য রানে। এর পর ৫৫ রানের মাথায় দ্বিতীয় উইকেট তুলে নেন আশিষ নেহরা জেসন রয়কে ৩২ রানে বিদায় করে। এর পর জো রুট ও এউইন মরগান বেশ দ্রুত রান তুলে লড়াইয়ের ছাপ ফুটিয়ে তোলেন। কিন্তু ১৪-তম ওভারে পর পর দুই বলে দু'জনকে ফেরান চাহাল। পরের ওভারের প্রথম বলে বুমরাহ ফেরান বাটলারকে। ৬ বলে তিন উইকেট হারিয়ে দিশাহারা ইংল্যান্ড আর দাঁড়াতে পারেনি।

এর আগে টসে জিতে ভারতকে ব্যাটিংয়ে পাঠায় ইংল্যান্ডই। মাত্র ২ রানে অধিনায়ক বিরাট কোহলি রান আউট হলে সফরকারীরা আনন্দে মেতে ওঠে। কিন্তু তা বেশিক্ষণ টেঁকেনি। সুরেশ রায়নার ৪৫ বলে ৬৩ আর ধোনির ৩৬ বলে করা ৫৬ রান ভারতকে বড়ো সংগ্রহের ভিত গড়ে দেয়। রায়না ৫-টি আর ধোনি দু'টি ছক্কা হাঁকান। এর পরে যুবরাজ সিং ১০ বলে (তিন ছক্কা) ২৭ রান করে রান ২০০ পার করিয়ে দেন। সিরিজের প্রথম টি-২০-তে জিতেছিল ইংল্যান্ড। এর পর দ্বিতীয়টি জেতে ভারত।

● **দু' দশক পরে জাতীয় টিটি-তে চ্যাম্পিয়ন বাংলার মেয়েরা :**

টেবল টেনিসে মেয়েদের সোনার দিন ফিরল বাংলায়। কুড়ি বছর পর। বৃহস্পতিবার গুরুগ্রামে জাতীয় সিনিয়র টিটি-র ফাইনালে সুতীর্থা মুখোপাধ্যায়, অনিন্দিতা চক্রবর্তীরা দাঁড়াতেই দিলেন না মহারাষ্ট্রকে। একতরফা খেলে ৩-০ ম্যাচে জিতলেন। কৃতিত্ব দেখালেন বাংলার চল্লিশোর্ধ্ব টিটি প্লেয়ার অনিন্দিতা। ফাইনালে বাংলার তিনটি ম্যাচে খেলেন সুতীর্থা, অনিন্দিতা এবং কীর্তিকা সিংহ রায়। কীর্তিকার ম্যাচ একমাত্র পাঁচ গেম পর্যন্ত গড়ায়।

মেয়েদের সোনার দিনে ছেলেদের অবশ্য ব্রোঞ্জ জিতে সন্তুষ্ট থাকতে হল। বাংলা সেমিফাইনালে হারল দুই বঙ্গ সন্তানের কাছে।

এবার জাতীয় টিটি-তে হরিয়ানায় চলে যাওয়া দুই বঙ্গ সন্তান সৌম্যজিৎ ঘোষ এবং সৌরভ সাহা-র কাছেই হারলেন অর্জুন ঘোষ, অনির্বাণ নন্দীরা। বাংলার ছেলেরা হারলেন ০-৩-এ।

● **এত কিছু পাব আশা করিনি, টাই জিতে বললেন বিদায়ী ক্যাপ্টেন আনন্দ :**

ডেভিস কাপে দু'টো রিভার্স সিঙ্গলস জিতে ভারত ৪-১-তে হারাল কিউয়িদের। রামকুমার রামনাথন আর যুকি ভামব্রি স্ট্রেট সেটে জিতে ডাবলসে আগের দিন লিয়েন্ডার পেজ আর বিষ্ণু বর্ধনের হারের শোধ নিলেন দুরন্তভাবে।

যুকিকে তবু জস স্ট্যাথামকে হারাতে কিছুটা বেগ পেতে হয় ৭-৫, ৩-৬, ৬-৪-এ ম্যাচ জিততে। তার আগেই অবশ্য রামকুমার ভারতের টাই জেতা নিশ্চিত করে দিয়েছিলেন ৭-৫, ৬-১, ৬-০-এ ফিন টিয়ারনিকে হারিয়ে। সেলিব্রেশনও শুরু হয়ে গিয়েছিল ভারতের। এশিয়া/ওশেনিয়া গ্রুপ ওয়ান টাইয়ে জেতার পর ভারতকে এবার এপ্রিলে ঘরের মাঠে খেলতে হবে উজবেকিস্তানের বিরুদ্ধে। যারা অ্যাওয়ে টাইয়ে প্রথম রাউন্ডে হারায় দক্ষিণ কোরিয়াকে।

● **ডাবলসে সোনা, সিঙ্গলসে রুপো সৌম্যজিতের :**

জাতীয় টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের ব্যক্তিগত বিভাগে রুপো জিতলেন শিলিগুড়ির সৌম্যজিৎ ঘোষ। যদিও সৌম্যজিৎ হরিয়ানার হয়ে খেলেছে। গুরুগ্রামে ফাইনালে শরদ কমলের কাছে তাকে ৪-২ গেমে হারতে হয়েছে। প্রথম গেমে হারের পর ১-১ করে সমতা ফেরান সৌম্যজিৎ। তারপর জিতে শরদ কমল এগিয়ে গেলে ফের ২-২ করে সমতা ফেরায় সৌম্যজিৎ। এর পর দুটো গেম জিতে এ বছর ভারত সেরা হয় শরদ-ই। কোয়ার্টার ফাইনালে পিএসপিবি-র অমল রাজকে ৪-০ গেমে হারায় সৌম্যজিৎ। তবে ডাবলসে সৌম্যজিৎ জুবিন কুমারের সঙ্গে জুটি করে সোনা জিতেছেন। ফাইনালে তারা হারিয়েছেন ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের সুস্মিত শ্রীরাম, অনির্বাণ ঘোষ জুটিকে। ওই ম্যাচে সৌম্যজিতরা ৩-১ গেমে জেতেন।

● **সোনা জিতলেন শরথ কমল :**

জাতীয় টিটি-তে ফের সিঙ্গলসের সোনা জিতলেন শরথ কমল। এই নিয়ে সাতবার। অন্যদিকে, মেয়েদের সিঙ্গলসে পাওয়া গেল এক নতুন চ্যাম্পিয়নকে। মধুরিকা পাটকর। হরিয়ানার মানেসরে তার জন্য ইন্দু পুরীর রেকর্ড ছোঁয়া হল না পৌমলী ঘটকের। তেরো বছর আগেও মানেসরে যখন জাতীয় টিটি-র আসর বসেছিল, সেবারও শরথ কমল সিঙ্গলসের সোনা জিতেছিলেন। সৌম্যজিৎ ঘোষকে ৪-২ হারিয়ে সাতবারের মতো যখন চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে নেন তিনি।

● **৫ রানে ইডেন ম্যাচ হার টিম কোহলির :**

কেদার যাদবের অসাধারণ ৯০ রানের ইনিংস সত্ত্বেও ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ইডেন গার্ডেন্সে ৫ রানে হারতে হল ভারতকে। প্রথমে ব্যাট করে ইংল্যান্ড ৫০ ওভারে ৮ উইকেটে ৩২১ রান করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ৩১৬/৯ অবস্থায় শেষ হয় ভারতের ইনিংস।

ইডেনে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় তথা শেষ একদিনের ম্যাচে টসে জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন অধিনায়ক বিরাট কোহলি। ব্যাট করতে নেমে ইংল্যান্ড দারুণ শুরু করে। জেসন রয় ৬৫ ও স্যাম বিলিংস ৩৫ রান করেন। ইংল্যান্ডের প্রথম উইকেট পড়ে ৯৮ রানে। এর পর ইনিংসকে টেনে নিয়ে যান ইয়ন মর্গ্যান। তিনি ৪৪ রানে আউট হন। এর পরে জোস বাটলার ১১ রান করলেও পরের দিকে বেন স্টোকস ৫৭ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলেন। মঈন আলি (২ রান) ব্যর্থ হলেও শেষদিকে ক্রিস ওকস ১৯ বলে ৩৪ রানের ইনিংস খেলে দলকে ভালো জায়গায় পৌঁছে দেন। শেষপর্যন্ত ইংল্যান্ড নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ৩২১ রান করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ভারতের শুরুতেই উইকেট পড়ে যায়। ১ রান করে আউট হন অজিঙ্ক রাহানে। এদিকে আর এক ওপেনার লোকেশ রাহুলও ১১ রানের বেশি করতে পারেননি। তবে তৃতীয় উইকেটে বিরাট কোহলি (৫৫ রান) যুবরাজ সিং (৪৫ রান) ইনিংসকে এগিয়ে নিয়ে যান। ফের একটি অনবদ্য অর্ধশত রান করেন কোহলি। তবে এর পরে নেমে মহেন্দ্র সিং ধোনি ২৫ রান করে আউট হলেও হার্দিক পাণ্ড্যকে সঙ্গে নিয়ে কেদার যাদব ফের একবার ভারতের রানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন। দু'জনে মিলে ষষ্ঠ উইকেটে ১০৪ রানের পার্টনারশিপ গড়েন। পাণ্ড্য ৫৬ রানে আউট হলেও কেদার যাদব ৯০ রান করেন। যদিও শেষপর্যন্ত ভারতকে জিতিয়ে আনতে পারেননি তিনি। শেষ ওভারে জেতার জন্য ১৬ রান প্রয়োজন ছিল ভারতের। প্রথম দুই বলে ক্রিস ওকসকে ৬ ও ৪ মারলেও পরের দুটি বলে কোনও রান না করতে পেরে ক্যাচ আউট হন যাদব। শেষপর্যন্ত ইংল্যান্ড ৫ রানে ম্যাচ জেতে। ভারত থামে ৩১৬ রানে। সব মিলিয়ে ২-১ ব্যবধানে এক দিনের সিরিজ জিতল ভারত। ৩ ম্যাচে ২৩২ রান করে সিরিজ সেরার পুরস্কার পেয়েছেন কেদার যাদব।

● **মধুমিতার পরে ফের ভারতসেরা বাংলার ঋতুপর্ণা :**

বঙ্গতনয়ার মাথায় উঠল ভারত সেরার মুকুট এবং জাতীয় ব্যাডমিন্টনের সিনিয়র বিভাগে দেশের এক নম্বর হলেন হলদিয়ার ঋতুপর্ণা দাশ। জিতলেন ২১-১২, ২১-১৪-তে। এই টুর্নামেন্টে কুড়ি বছরের ঋতু ছিলেন দ্বিতীয় বাছাই। শীর্ষ বাছাই মহারাষ্ট্রের তানভি লাভি হেরে যাওয়ায় লাভই হয়েছিল বি কম পড়া ছাত্রীর।

সাইনা নেহওয়াল সাত বছর হল জাতীয় টুর্নামেন্টে খেলেন না। পিভি সিন্ধু এবার খেলেননি। চোটের জন্য ছিলেন না ঋতিকা এবং তুলসী। এরকম মঞ্চে পাঁচটি ম্যাচেই দুর্দান্ত খেললেন ঋতু। এমনিতে তিনি দেশের অন্যতম প্রতিশ্রুতিমান ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়, যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছিলেন অনেকেই। কিন্তু হঠাৎ-ই হাঁটুতে চোট পেয়ে ছিটকে গিয়েছিলেন তিনি। বহুদিন পর ফিরলেন আলোয়। বাংলার ঋতুপর্ণা ফিরলেও উত্তরাখণ্ডের বিস্ময় বালক লক্ষ্য সেন হেরে গেলেন সিনিয়র পুরুষদের বিভাগে। সৌরভ বর্মা জিতলেন ২১-১৩, ২১-১২-এ।

● **৩০০ রান করে টি-টোয়েন্টিতে নয়া নজির দিল্লির ব্যাটসম্যান :**

প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে এত দিন তার সর্বোচ্চ রান ছিল ৪। অভিজ্ঞতা মাত্র কয়েকটি ম্যাচের। কিন্তু, সেসব ছাপিয়ে ক্রিকেট দুনিয়াকে চমকে দিলেন দিল্লির মোহিত অহলাওয়াট। টি-টোয়েন্টির ইতিহাসে প্রথম ব্যাটসম্যান হিসাবে ৩০০ রানের নজির গড়লেন তিনি। ক্লাব ক্রিকেট বাদ দিন, টি-টোয়েন্টিরর কোনও স্তরেই এর আগে তিনশোর গণ্ডি পেরোতে পারেননি কোনও ব্যাটসম্যান।

মোহিতের কেরিয়ারের শুরুটা হয়েছিল রঞ্জি ট্রফিতে রাজস্থানের হয়ে। পরে বিদর্ভ আর হরিয়ানার হয়েও ব্যাট ধরেছিলেন তিনি। শেষবার দিল্লির হয়ে মোটে তিনটে ম্যাচ খেলেছিলেন মোহিত। তাও গত ২০১৫-র অক্টোবরে। এ হেন মোহিত যে মাঠে নেমেই এমন কীর্তি করবেন তা বোধহয় কল্পনাও করতে পারেননি কেউ। আন্তর্জাতিক ম্যাচের তকমা না থাকলেও মোহিতের অবিশ্বাস্য রেকর্ডে আপাতত নড়েচড়ে বসেছে ক্রিকেট বিশ্ব। নয়াদিল্লির ললিতা পার্কে ফ্রেন্ডস প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে মাভি ইলেভেনের হয়ে মাঠে নামেন ২১ বছরের মোহিত। প্রতিপক্ষ ফ্রেন্ডস ইলেভেনের বোলারদের নিয়ে রীতিমতো ছেলেখেলা করে। ৭২ বলে ৩০০ রানের ঝড় বইয়ে দেন উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান মোহিত। ৩০০-র পথে তার ব্যাট থেকে বেরিয়েছে ৩৯-টি ছয় আর ১৪-টি চার।

● **অবসর নিলেন শহিদ আফ্রিদি :**

টি-২০ বিশ্বকাপে তার ও দলের ব্যর্থতার পর অধিনায়কত্ব থেকে সরে দাঁড়াতে হয়েছিল। ৩৬ বছরের আফ্রিদি ২০১৬ টি-২০ বিশ্বকাপে শেষবার অধিনায়কত্ব করেছেন দেশের হয়ে। জীবনের দ্বিতীয় ম্যাচেই রেকর্ড করেছিলেন তিনি। তখন তার বয়স মাত্র ১৭। ক্রমশ হয়ে উঠেছেন দেশের বোলিং অলরাউন্ডার। অবসরের সময় তার ঝুলিতে থাকল ২৭-টি টেস্টে ১১৭৬ রান। সর্বোচ্চ ১৫৬। সঙ্গে ৪৮ উইকেট। খেলেছেন ৩৯৮-টি ওয়ান ডে। রান ৮০৬৪। সর্বোচ্চ ১২৪। ৩৯৫-টি উইকেট রয়েছে ওয়ান ডে-তে। টি-২০-তে ৯৮-টি ম্যাচ খেলেছেন। করেছেন ১৪০৫। নিয়েছেন ৯৭-টি উইকেট।

বিনোদন

● **গ্র্যামি জিতলেন এডেল :**

বিশ্বখ্যাত ইংরেজ সংগীত শিল্পী এডেল গ্র্যামি পুরস্কার জিতেছেন। তার সর্বশেষ ব্লকবাস্টার অ্যালবাম 'বালাডস'-এর জন্য পাঁচ ক্যাটাগরিতে তিনি পুরস্কার পেলেন। লস এঞ্জেলেসে এক অনুষ্ঠানে অ্যালবামস রেকর্ড ও সং অব দ্য ইয়ার ক্যাটাগরি-সহ পাঁচ বিভাগে গ্রামি পুরস্কার বিজয়ী হিসেবে তার নাম ঘোষণা করা হয়। ফলে দুই বছরে গুরুত্বপূর্ণ তিন ক্যাটাগরিতে প্রথমবারের মতো গ্র্যামি জিতলেন এডেল।

বিশ্বখ্যাত 'হ্যালো' গানের জন্য রেকর্ড অব দ্য ইয়ার ও সং অব দ্য ইয়ার এবং '২৫'-এর জন্য অ্যালবাম অব দ্য ইয়ার এই তিন ক্যাটাগরিতে পুরস্কার জেতেন এডেল। তিনি ২০১২ সালেও গ্র্যামি জিতেছিলেন।

● **গ্র্যামি-আসরে তেহাই বাঙালির :**

পণ্ডিত রবিশঙ্করের পরে সন্দীপ দাস প্রথম বাঙালি, যিনি গ্র্যামি জিতলেন। এর আগেও দু'বার মনোনয়ন পেয়েছিলেন। তৃতীয়বারে জয় এল। চিনা-মার্কিন চেলো শিল্পী ইয়ো ইয়ো মা-এর ব্যান্ড 'সিল্ক রোড অনসম্বল'-এর অ্যালবাম 'সিং মি হোম' এবার ওয়ার্ল্ড মিউজিক বিভাগে জিতেছে। ওই অ্যালবামেই তবলা বাজিয়েছেন সন্দীপ। চেলোতে ইয়ো ইয়ো নিজে আর সানাইয়ে সিরীয়-মার্কিন শিল্পী কিনান আজমাহ। আদতে পশ্চিমবঙ্গের চন্দননগরের বাসিন্দা, সন্দীপের বাবা কাশীনাথ দাস কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরির সূত্রে পাটনায় চলে গিয়েছিলেন। তিনিই আট বছর বয়সে সন্দীপকে নিয়ে যান তবলা শিক্ষক শিবকুমার সিংহের কাছে। কিনে দিয়েছিলেন তবলা। এক বছর পরে সোজা বারাণসী। সেখানে গুরু কিষেণ মহারাজের কাছে তালিম শুরু। ১৫ বছর বয়সে পণ্ডিত রবিশঙ্করের সঙ্গে সঙ্গত করেন সন্দীপ। থাকেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই। বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে প্রথম বিভাগে স্নাতক।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

● **মহাকাশে আস্ত একটি 'তারা' তৈরি করে ভাসিয়ে দিল মানুষ :**

এবার মহাকাশে আস্ত একটি 'তারা' তৈরি করে ভাসিয়ে দিল মানুষ! যার জন্মের সঙ্গে মিশে রয়েছে মানুষের হাসি। এর নামও তাই 'হাসি-তারা' (লাফ-স্টার)। পৃথিবীর বাইরে তৈরি মানুষের প্রথম শিল্পকীর্তি! মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'নাসা' জানাচ্ছে, আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্র (আইএসএস)-এ যন্ত্রাংশ ও সরঞ্জাম তৈরির জন্য থ্রি-ডি প্রিন্টার রয়েছে। যা দিয়ে কোনও বস্তুর ত্রিমাত্রিক প্রতিকৃতি তৈরি করা যায়। কাজটা শুরু হয়েছিল মানুষের হাসি রেকর্ড করার একটি মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে। প্রত্যেকের হাসির শব্দ তরঙ্গের অনুকরণে থ্রি-ডি প্রিন্টারে তৈরি হয় এক-একটি বলয় বা প্যাটার্ন। প্রায় এক লক্ষ মানুষের হাসি থেকে বেছে নেওয়া হয়েছিল নটিয়া জেন স্ট্যানকো নামে এক মার্কিন নাগরিকের হাসি। তা দিয়ে আইএসএস-এর তৈরি করা বলয় এখন মহাকাশে ভাসছে, হাসি-তারা হয়ে। এর ভাবনাটি ইজরায়েলি শিল্পী ইয়াল গেভারের।

● **এবার ক্রায়োজেনিক রকেট, ইসরোর মুকুটে জুড়বে আরেকটি পদক :**

এবার এশিয়ার ৭৫-টি বিশাল চেহারার 'হাতি'-কে এক সঙ্গে মহাকাশে পাঠাবে ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা! যাদের মোট ওজন হবে ৪১৪ টন। সেই 'হাতি' আসলে একটি ক্রায়োজেনিক রকেট। রাশিয়া, আমেরিকা, ফ্রান্স, চিন, জাপানের পর মহাকাশে এই সর্বাধুনিক ক্রায়োজেনিক রকেট পাঠানোর ব্যাপারে ভারতই হতে চলেছে বিশ্বের ষষ্ঠ দেশ। আর সেই রকেট মহাকাশে পাড়ি জমাবে যে 'ডানা'য় ভর করে, সেই ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিনের 'গায়ের জোর' কতটা, তা ওই ৪১৪ টন ওজনের রকেটের ভার কাঁধে চাপিয়ে

মহাকাশযানকে জোরে ছুটিয়ে নিয়ে যেতে পারবে কি না, তা সাফল্যের সঙ্গে পরখ করে দেখল ইসরো। টানা ১০ মিনিট ধরে। তামিলনাড়ুর মহেন্দ্রগিরিতে।

ওই ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিনই বিশাল চেহারার (৫০ মিটার বা ১৬৪ ফুট উঁচু, মানে প্রায় ১৭-তলা একটা বাড়ি) 'জিওসিনক্রোনাস স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল' (জিএসএলভি) 'মার্ক-থ্রি' রকেটকে ৪১৪ টনের বোঝা কাঁধে চাপিয়ে পৌঁছে দেবে পৃথিবীর জিও-সিনক্রোনাস কক্ষপথে। যে-অক্ষাংশে পৃথিবী তার কক্ষপথে ঘোরে যে-গতিতে, ঠিক সেই গতিতেই পৃথিবীকে পাক মারবে ওই রকেটটি। এর আগে ২০০১ সালে 'জিএসএলভি-মার্ক-টু' রকেট মহাকাশে পাঠিয়েছিল ইসরো। 'জিএসএলভি-মার্ক-থ্রি' রকেট ইসরোর পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকলের (পিএসএলভি) চেয়েও বেশি ওজন বইবার ক্ষমতা রাখে। আমেরিকার চাপে রাশিয়া এই প্রযুক্তি ভারতকে দিতে রাজি না হওয়ায় প্রায় দু' দশক ধরে অক্লান্ত প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে ইসরোর মহাকাশবিজ্ঞানীরা এই রকেটটি বানিয়েছেন।

ইসরো জানাচ্ছে, এটা চলবে তরল হাইড্রোজেন আর তরল অক্সিজেনে। যা রাখা থাকবে শূন্যের নিচে ২৫৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায়। সেই জ্বালানির ডানায় ভর দিয়েই মহাকাশে পাড়ি জমাতে পারবে ওই ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিন।

● **দূষণ সামলাতে বহুতল অরণ্য বানাচ্ছে চিন :**

উষ্ণায়নের যুগে এটাই হয়তো বিকল্প উপায় হ'তে চলেছে। ভার্টিক্যাল ফরেস্ট। মানে আকাশ ছোঁয়া বিল্ডিংয়ের খাঁজে খাঁজে সবুজের সম্ভার। একদিকে নির্বিচারে জঙ্গল সাফ করে তৈরি হবে বহুতল। আর সেই বহুতলের কোলেই ফিরিয়ে আনা হবে প্রকৃতিকে। অদ্ভুত তাই না! এমন ভার্টিক্যাল ফরেস্টের নিদর্শন দেখা যাবে চিনের নানজিং-এ। ২০১৮-এ মধ্যে এই প্রোজেক্ট শেষ হলে এটাই হবে এশিয়ার প্রথম ভার্টিক্যাল ফরেস্ট।

● **ভূ-স্তরের হালচাল বুঝতে মাটির তলায় সেন্সর :**

রাজধানী-সহ গোটা উত্তর ভারত ১০ ফেব্রুয়ারি রাতে যেভাবে কেঁপে উঠেছিল,তাতে আতঙ্কে রাস্তায় নেমে এসেছিল মানুষ। তবে ভূ-কম্প বিশেষজ্ঞরা এই কম্পনে মোটেই বিচলিত নন। তাদের পূর্বাভাস, উত্তর-পশ্চিম হিমালয়ে অদূর ভবিষ্যতে রিখটার স্কেলে ৮ মাত্রার ভূমিকম্পের আশঙ্কা রয়েছে।

তাদের মতে, গোটা উত্তর-পশ্চিম ভারত দাঁড়িয়ে রয়েছে এমন একটি 'কম্পন অধ্যুষিত' অঞ্চলে যাকে ভূ-কম্প বিশেষজ্ঞরা 'হটস্পট' বলে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ কি না এই অঞ্চলে প্রতিনিয়তই রিখটার স্কেলে ৪, সাড়ে ৪, ৫ মাত্রার ভূমিকম্প হয়েই থাকে। আইআইটি খড়্গপুরের ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞ শঙ্কর কুমার নাথের বিশ্লেষণ, গোটা হিমালয় অঞ্চলই ভূমিকম্পপ্রবণ। ওই অঞ্চলে ভূমিকম্প সব সময় হয়েই চলেছে। এই এলাকায় বহু বছর আগে ৮ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছিল। কিন্তু ওই এলাকার ভূ-স্তর যেভাবে অস্থির হয়ে রয়েছে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে আরও একটি ৮ মাত্রার ভূমিকম্পের আশঙ্কা রয়েছেই গেছে।

আইআইটি খড়্গপুরের জিওফিজিক্স বিভাগের রেকর্ড বলছে, হিমালয়ের কাশ্মীর অঞ্চলের কাংড়ায় ১৯০৫ সালে ৭.৯ মাত্রার ভূমিকম্প রেকর্ড করা হয়েছিল। ১৯৯১ সালে উত্তরকাশীতে রেকর্ড করা হয়েছে ৬.৯ মাত্রার ভূমিকম্প। ২০০৫ সালে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে বড়ো ধরনের ভূমিকম্প হয়েছে। সেগুলিতে বহু মানুষের প্রাণ গিয়েছিল। ক্ষয়ক্ষতির মাত্রাও ছিল খুব বেশি। পরিবেশবিদদের আশঙ্কা, যেভাবে মানুষ বিভিন্ন ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকায় প্রাকৃতিক পরিবেশ নষ্ট করছে, তাতে ৬-৭ মাত্রার ভূমিকম্পই ব্যাপক জীবন ও সম্পত্তিহানি ঘটাতে পারে।

জঙ্গল কেটে যথেচ্ছ নগরায়নের ফলে পাহাড়ে কী ধরনের বিপদ ডেকে আনতে পারে, তা বুঝিয়ে দিয়েছে ২০১৩ সালের প্রকৃতির তাণ্ডব। তাতে কার্যত মুছে গিয়েছে উত্তরখণ্ডের বিস্তীর্ণ এলাকা। তীব্র জলস্রোতে মন্দিরের পিছনে এসে থমকে যাওয়া বড়ো পাথরের কল্যাণে সে যাত্রা কেদারনাথ মন্দির রক্ষা পেলেও, মারা যান এক হাজারেরও বেশি মানুষ।

মার্কিন ভূ-তত্ত্ব সর্বেক্ষণ (ইউএসজিএস), জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া এবং খড়্গপুর আইআইটি-র ভূ-বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, হিমালয় অঞ্চলে ভূ-গর্ভস্থ ইন্ডিয়ান প্লেট এবং ইউরেশীয় প্লেটের মধ্যে রেষারেষির জেরেই এই এলাকাটি অতিমাত্রায় ভূমিকম্পপ্রবণ হয়ে উঠেছে। এই রেষারেষির সময়ে ইন্ডিয়ান প্লেটটি যখনই ইউরেশীয় প্লেটের নিচে ঢুকে যাচ্ছে, তখন মাটির নিচে বিশাল পরিমাণ শক্তি মুক্ত হচ্ছে। আর সেই নির্গত শক্তির পরিমাপ কতটা, তার উপরে নির্ভর করছে ভূমিকম্পের মাত্রা।

দু' বছর আগে নেপাল ভূমিকম্পের পরেই উত্তরাখণ্ডের মাটির তলায় কী হালচাল হচ্ছে, তা খতিয়ে দেখতে উদ্যোগী হয় কেন্দ্রীয় আর্থ সায়েন্স মন্ত্রক। মন্ত্রকের দেওয়া রিপোর্টের ভিত্তিতে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও বন-পরিবেশ সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটি জানায়, গোটা হিমালয়েই ভূ-গর্ভস্থ মাটির স্তর ইদানীং খুবই অস্থির অবস্থায় রয়েছে।

জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া (জিএসআই)-এর সমীক্ষা অনুযায়ী চামোলি ও বাগেশ্বর-সহ উত্তরাখণ্ডের রাজ্যের ১৩-টি জেলাকে অতিরিক্ত সংবেদনশীল বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। দেরাদুন, চম্পাওট, নৈনিতাল, উধমসিংহ নগর, হরিদ্বারের মতো জেলাগুলি ১০০ শতাংশ সংবেদনশীল এলাকার আওতায় রয়েছে। রুদ্রপ্রয়াগ বা পিথোরাগড়ের মতো জেলগুলি রয়েছে যথাক্রমে ৯৮.৩ ও ৯৪.৯ শতাংশ সংবেদনশীল এলাকার আওতায়।

ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, এই এলাকায় রিখটার স্কেলে ৮ মাত্রার ভূমিকম্প এলে উৎসস্থলের ১০০ কিলোমিটার বৃত্তে তুমুল ক্ষয়ক্ষতি হবে। এর জন্য পরিকল্পনাবিহীন নগরায়নকেই দায়ি করছেন বিশেষজ্ঞরা। গত চার দশকে দেরাদুরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ২৩০ গুণ। যার চাপ সামলাতে দেরাদুন ও সংলগ্ন এলাকায় যথেচ্ছভাবে জঙ্গল কাটা চালু রয়েছে। পরিকল্পনা ছাড়াই তৈরি হয়েছে অজস্র বহুতল আবাসন।

ভূ-স্তরে হালচাল বোঝার জন্য মাটির বিভিন্ন স্তরে প্রায় ১০০-টি সেন্সর লাগানোর কাজ শুরু হয়েছে গোটা উত্তরাখণ্ড জুড়ে। যেগুলি থেকে পাঠানো তথ্য সরাসরি পৌঁছে যাবে আইআইটি রুরকি-র তথ্য সংগ্রহ কেন্দ্রে। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, এই সেন্সরগুলি কাজ করা শুরু করলে, উত্তরাখণ্ডে কোনও ভূমিকম্প ঘটলে তার প্রভাব দিল্লিতে পৌঁছানোর এক থেকে দেড় মিনিট আগে সতর্ক করে দেওয়া যাবে রাজধানী-সহ গোটা উত্তর ভারতের মানুষকে।

প্রয়াণ

● **নিশীথ অধিকারী :**

বামফ্রন্টে সরকারের প্রাক্তন আইনমন্ত্রী নিশীথ অধিকারী সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তাঁর স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ বর্তমান। বর্ধমান জেলার ভাতারের এক গ্রামে সচ্চল পরিবারের সন্তান নিশীথবাবু ১৯৯৬ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত রাজ্যের আইনমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলেছেন। কিছু দিন ত্রিপুরার অ্যাডভোকেট জেনারেল পদেও ছিলেন। অল ইন্ডিয়া ল'ইয়ার্স ইউনিয়নের অন্যতম নেতাও ছিলেন তিনি। আলিমুদ্দিনের দলীয় দপ্তরে নিশীথবাবুর দেহ আনা হলে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টচার্য শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বলেন, "নিশীথবাবু ফৌজদারি আইন বিষয়ে প্রাজ্ঞ ছিলেন। দু'টি যুক্তফ্রন্ট সরকার এবং পরে বামফ্রন্টের আমলেও বহু গুরুত্বপূর্ণ মামলায় তিনি রাজ্যের তরফে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন।"

● **আলতামাস কবীর :**

দেশের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি আলতামাস কবীর গত ১৯ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। বেশ কিছু দিন ধরেই তিনি অসুস্থ ছিলেন। সুপ্রিম কোর্টের উজ্জ্বলতম বিচারপতিদের অন্যতম ছিলেন আলতামাস কবীর।

১৯৭৩ সালে আইনজীবী হিসেবে প্র্যাকটিস শুরু করেছিলেন আলতামাস কবীর। প্রথমে নিম্ন আদালতে, তার পরে কলকাতা হাইকোর্টে। ১৯৯০ সালে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি পদে নিযুক্ত হন। ২০০৫ সালের মার্চে তাঁর পদোন্নতি হয়। তিনি ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হন। সে বছরই সেপ্টেম্বরে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হয়ে দিল্লি চলে যান আলতামাস কবীর। ২০১২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর আলতামাস কবীর দেশের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন, ২০১৩ সালের ১৮ জুলাই তিনি অবসর নেন।

দেশের প্রধান বিচারপতি পদে এ যাবৎ যে ক'জন বাঙালিকে দেখা গিয়েছে, আলতামাস কবীর ছিলেন তাঁদের মধ্যে শেষ ব্যক্তি। ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বরে বিজন মুখোপাধ্যায় প্রথম বাঙালি হিসেবে দেশের প্রধান বিচারপতি হয়েছিলেন। তার পরে বিভিন্ন সময়ে সুধীরঞ্জন দাস, অমল সরকার, অজিতনাথ রায়, সব্যসাচী মুখোপাধ্যায় এবং আলতামাস কবীরের মতো বাঙালিরা দেশের প্রধান বিচারপতি হয়েছেন। সুধীরঞ্জন দাস এবং অজিতনাথ রায়ই তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দিন ওই পদে ছিলেন। তবে ২০১৩ সালে আলতামাস কবীর অবসর নেওয়ার পর আর কোনও বাঙালি এখনও দেশের প্রধান বিচারপতি পদে বসেননি।

● **বনশ্রী সেনগুপ্ত :**

অচিন সুরের খোঁজেই যেন দূর আকাশে পাড়ি দিলেন তিনি। বনশ্রী সেনগুপ্তের চিরতরুণ কণ্ঠে থেনে গেল রবিবার ১৯ ফেব্রুয়ারি বেলা ১১-টা নাগাদ। 'আজ বিকেলের ডাকে তোমার চিঠি পেলাম'-এর শিল্পীর শেষ চিঠিটা এসে গেল এ দিন দুপুর-দুপুর। বয়স হয়েছিল ৭১ বছর।

● **প্রাক্তন জাতীয় গোলকিপার শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়াত :**

প্রয়াত প্রাক্তন গোলকিপার শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়। গত রবিবার ১৯ ফেব্রুয়ারি রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে চলে গেলেন তিনি। বাংলার এই প্রাক্তন গোলকিপার জাতীয় দলের সঙ্গে সঙ্গে খেলেছেন বিভিন্ন ক্লাবে। প্রাক্তন এই গোলকিপারের মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। ফুটবল জীবনের শুরুতে খেলেছিলেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে। তার পর মোহনবাগান হয়ে খেলেছেন মহামেডানেও। এই মুহূর্তে মোহনবাগানের টেকনিক্যাল কমিটির সদস্য ছিলেন তিনি।

বিবিধ

● **মুঘ ভেঙে ফের জেগে উঠল ভারতের একমাত্র জীবন্ত আগ্নেয়গিরি :**

১৫০ বছরের ঘুম ভেঙে জেগে ওঠা আগ্নেয়গিরি ফের অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল। জ্বালামুখ থেকে গড়িয়ে পড়ল ফুটন্ত লাল লাভা। গরম ছাই-এ আকাশ হয়ে উঠল ঘন কালো। এভাবেই ভারতের একমাত্র জীবিত আগ্নেয়গিরি ব্যারেন ফের গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। গোয়ার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ওসেনোগ্রাফি (এনআইও) সূত্রে এ খবর জানা গিয়েছে।

আন্দামানের পোর্ট ব্লেয়ার থেকে ১৪০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত এই আগ্নেয়গিরি। ১৫০ বছর ধরে সুপ্ত থাকার পর ১৯৯১ সালে প্রথম জেগে ওঠে এটি। তার পর থেকে মাঝে মধ্যেই অগ্ন্যুৎপাত হতে দেখা যায়। চলতি বছর জানুয়ারির ২৩ তারিখে সিএলআই-এর এনআইও-র রিসার্চ শিপ-এ করে একটি দল গবেষণার জন্য ওই এলাকা থেকে নমুনা সংগ্রহ করতে গিয়ে ফের এরকম ঘটনা দেখে। তার পর থেকেই এই আগ্নেয়গিরির উপরে নজর রেখেছিলেন তারা।❑

সংকলক : চন্দ্রিমা সিনহা

(বিবিধ সূত্র থেকে সংকলিত)

WBCS-2015 এর গ্রুপ A এবং B এর চূড়ান্ত ফল প্রকাশিত হল ৫ই অক্টোবর, ২০১৬

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন

এবারও সাফল্যে No.1

1st Executive WBCS-2015

SOUVIK GHOSH

1st CTO WBCS-2015

MOUMITA SENGUPTA

1st Executive WBCS - 2015

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের সাহায্য ছাড়া এই সাফল্য সম্ভব ছিল না

ডব্লুবিসিএস পরীক্ষার সিলেবাসটি সমুদ্রের মত। এই পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কি পড়ব এবং কতটা পড়ব এই বিষয়টি জানা। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন এখানে নিজেদের স্বকীয়তা বজায় রেখেছে। এখানকার স্যারদের পরামর্শে বিষয়টি হয়ে উঠেছে জলবৎ।

সৌভিক ঘোষ, Executive (Rank-1), WBCS - 2015

WBCS-2015 : A এবং B গ্রুপে মোট সফল ৩০ জনেরও অধিক

EXE SUPRATEEM ACHARYA

EXE BIJOY GIRI

EXE SAUGATA CHOWDHURY

EXE MIHIR KARMAKAR

EXE ARGHYA GHOSH

EXE BISWAJIT DAS

EXE MD MOSARRAF HOSSAIN

EXE HUMAYUN CHOWDHURY

EXE SM ERFAN HABIB

EXE SARWAR ALI

EXE RAMJIBAN HANSDA

EXE RATHIN BISWAS

EXE TIRTHANKAR GHOSH

DSP MD ALI RAZA

CTO SOMESWAR PATRA

CTO DHRUBA JYOTI MAJUMDER

CTO JUNAID AMIR

CTO BHANU KEORAH

CTO ALOKE KUMAR BAR

EXCISE HABIBUR RAHAMAN

CO-OP. SERVICE ABHISHEK BASU

CO-OP. SERVICE NIKHAT PARWEZ

CO-OP. SERVICE BASUDEB SARKAR

ADSR MD JAWED

ADSR AYAN KUMAR SINHA

ADSR ARMAN ALAM

To crack WBCS the most important thing is to know about the trend and changing pattern of exam. I am very thankful to Academic Association for guiding me to overcome the fear regarding the interview.

Md. Jawed, ADSR (Rank-2), WBCS-2015

Their valuable study materials, Mock Interview classes, guidance and hand of Co-operation helped me to overcome the hurdles & to achieve the ultimate goal.

Moumita Sengupta, CTO (Rank-1), WBCS - 2015

ডব্লুবিসিএস - পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যে খুব বেশী জটিল নয় সেটা অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন -এ আসার আগে পর্যন্ত আমার ধারণা ছিল না। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনে যোগ দিয়ে আমার দুর্বলতা গুলোকে বুঝতে পেরে সমাধানে সচেষ্ট হই । আমার জীবনের এত বড় পরীক্ষায় প্রথম চান্সেই সফল হওয়ার পেছনে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের অবদান অপরিসীম।

রামজীবন হাঁসদা, Executive, WBCS-2015

ডব্লুবিসিএস পরীক্ষায় সাফল্যের জন্য দরকার অদম্য জেদ, ধৈর্য্য, নিরবছিন্ন ভাবে পরিকল্পামাফিক পড়াশুনা আর সঙ্গে সঠিক গাইডেন্স ও পর্যাপ্ত স্টাডি মেটিরিয়াল । অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনে ভর্তি হয়ে এবং এখানকার উচ্চ মানের ফ্যাকাল্টিদের গাইডেন্সে আমার লক্ষ্য পূরণ হল

ভানু কেওড়া, CTO, WBCS -2015

আমার সাফল্যের পথে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের সাহায্য অনস্বীকার্য। এখানকার মক ইন্টারভিউ আমাকে সাহায্য করেছে। প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার সামিম সরকারের ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও উৎসাহ দান আমার মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরী করেছে। গ্রুমিং সেশন গুলো এক কথায় অভূতপূর্ব। টপ র‍্যাঙ্ক অফিসারদের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি এই প্রতিষ্ঠানের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

সৌগত চৌধুরী, Executive, WBCS-2015

এই সাফল্যের কারন হিসেবে রয়েছে আমার মা বাবার অফুরান সাহায্য ও উৎসাহ এবং আমার তিন হিরো-র ভূমিকা । তারা হলেন লেখক মি.বেয়ার গ্রিলস, অভিনেতা আমীর খান এবং অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েসন। ধন্যবাদ অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েসন, ধন্যবাদ সামিম স্যার। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েসনের ভূমিকাকে তিনটি M দিয়ে বোঝানো যায় - Mastery, Material & Motivations.

সুপ্রতীম আচার্য্য, Executive WBCS -2015

ফোন করুন সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যে ৬ টা পর্যন্ত।

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন ✆ 9038786000 9674478644

হেড অফিস ঃ দ্য সেল্ফ কালচার ইন্সটিটিউট, ৫৩/৬ কলেজস্ট্রীট (কলেজ স্কোয়ার), কলকাতা - ৭০০০৭৩

Website : www.academicassociation.in ✹ Uluberia-9051392240 ✹ Barasat-9800946498 ✹ Berhampur-9474582569 ✹ Birati-9674447451 ✹ Siliguri-9474764635 ✹ Medinipur Town-9474736230

Published on 10th of every month
Posted on 12-13 of every month
DHANADHANYE (Yojana-Bengali)
Price Rs. 30.00

March, 2017
R.N.I. No. 19740/69

BUY YOUR COPY NOW

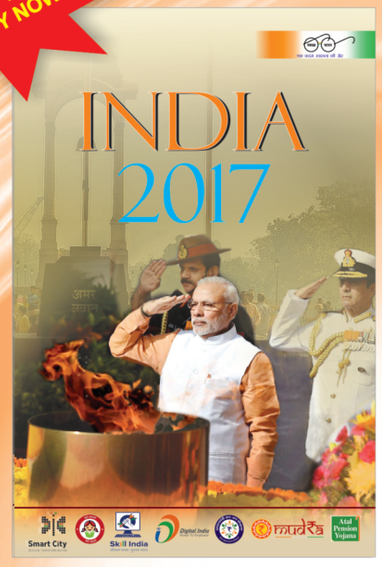

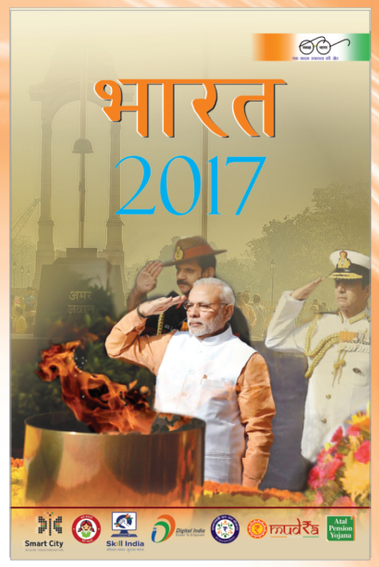

Reference Annual

A TREASURE FOR RESEARCHERS, POLICY MAKERS, ACADEMICS, MEDIA PROFESSIONALS AND JOB SEEKERS, ESPECIALLY, ASPIRANTS OF CIVIL SERVICES EXAMINATION

Also available as eBook
Buy online at-
play.google.com, amazon.in, kobo.com

Publications Division
Ministry of Information & Broadcasting, Government of India
8, Esplanade East, Kolkata - 700 069

website: www.publicationsdivision.nic.in
For placing orders, please contact:
Phone : 033-2248-6696/8030 e-mail: **kolkatase.dpd@gmail.com**
@ DPD_India
www.facebook.com/publicationsdivision
www.facebook.com/yojanaJournal

কেন্দ্রীয় তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রকের পক্ষে প্রকাশন বিভাগের অতিরিক্ত মহানির্দেশক, ড. সাধনা রাউত কর্তৃক
৮ এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা-৭০০ ০৬৯ থেকে প্রকাশিত এবং
ইস্ট ইন্ডিয়া ফটোকম্পোজিং সেন্টার, ৬৯, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত।